



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার পীড়া থেকে বাঁচার জন্য বাবার শরণে (আশ্রয়) চলে এসো, ঈশ্বরের শরণে এলে ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কোন্ পুরুষার্থ করে মন্দিরের যোগ্য পূজনীয় হয়ে ওঠো?

*উত্তরঃ - মন্দিরের যোগ্য পূজনীয় হয়ে ওঠার জন্য ভূতদের (বিকার) থেকে বাঁচার পুরুষার্থ করো। কখনও কোনো ভূতের প্রবেশ হওয়া উচিত নয়। যখন কারো মধ্যে ভূত দেখা, কেউ ক্রোধ করে বা মোহের বশীভূত হয় তাদের থেকে দূরে থাকো। পবিত্র থাকার জন্য নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করো। সত্যিকারের রাখি বাঁধো।

*গীতঃ- হৃদয় তোমাকে যে ডাকতে চায়

ওম্ শান্তি । ভক্ত সবসময়ই ভগবানকে ডাকে, ভগবানকে পরমপিতা বলা হয়। আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা, এসে আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পবিত্র করে তোলা। সবাই নিশ্চয়ই পতিত কেননা রাবণের রাজ্য। পাঁচ বিকার এখানে সর্বব্যাপী। এমন নয় যে সত্যযুগেও ৫ বিকার সর্বব্যাপী। না, তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এখানে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত দুনিয়া। ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল এটা ভুলে গেছে। মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের মহিমা করে তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে সম্পূর্ণ বিকারী, সেইজন্যই বাবাকে আহ্বান করে, বাবা এসে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তদের শরণে (আশ্রয়) নেন। উদ্বাস্ত মানুষ হয় না? এখন সবাই উদ্বাস্ত তাই তারা ডাকে। আত্মা ডাকে বাবাকে - বাবা, আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছি, তুমি এসে নির্বিকারী করে তোলা। এখানে একে অপরকে মারধোর করতেই থাকে, সেইজন্য ওদের ডেভিলও (শয়তান) বলা হয়। ভারত দৈবী রাজ্য ছিল - মানুষ এটা জানে না। বরাবরই ভারত দেবী-দেবতাদের ভূমি ছিল, সেখানে ওরা রাজত্ব করতো। কিন্তু অর্ধেক কল্প ধরে মায়া ধীরে-ধীরে ওদের সম্পূর্ণ রূপে পতিত করে দিয়েছে সেইজন্যই আহ্বান বলে আমাদেরকে পতিতদেরকে এখন এসে শরণে নাও। এখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে এসেছো - ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। এটা হলো ঈশ্বরীয় গড ফাদারলি মিশন, পতিতকে পাবন অথবা কাঁটাকে ফুল তৈরি করে তোলা মিশন। বাচ্চাদের কাজই হলো পরমপিতা পরমাত্মার মত অনুসারে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা, নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করে তোলা। তোমরা বলো ও গডফাদার! নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে জানো তাইনা। এরপর এমন বলতে পারবে না যে পরমাত্মা কোথায় আছেন! আরে, আত্মাই বলে ও গডফাদার! আত্মারাই ডাকে পরমাত্মাকে, তাঁকে এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। আত্মাও দেখা যায় না। এটা তো বোঝার বিষয় না! আত্মা জ্যোতি স্বরূপ। পরমপিতা পরমাত্মারও একই রূপ। বাবা বলেন তোমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করো। তোমরা আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মাই শরীর ত্যাগ করে। ওরা বলে আমার বাবা মরে গেছে, কিন্তু আত্মা মরে না। ওরা আত্মাকে আহ্বান করে। এটা তোমরা বুঝেছ। বাকি দুনিয়ার মানুষ মাত্রই একদমই বাবাকে জানে না আর সেইজন্যই নিজেদের মধ্যে কত লড়াই-ঝগড়া করতেই থাকে। এখন মিসাইল দিয়ে কি করবে জানা নেই! এদের বলা হয় ডেবিলস। বাবা বলেন আমি এমন সৃষ্টি খোড়াই রচনা করি। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। স্বর্গের মালিক করে তোলেন। বাবাকে তো অবশ্যই আসতে হবে না! বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এসেছি, যারা পতিত-দুঃখী হয়ে পড়েছে, তাদের সবসময়ের জন্য সুখী করে তুলতে। ওখানে (সত্যযুগে) কেউ বলবে না - পতিত-পাবন এসো অথবা গড ফাদার দয়া (রহম) করো। এইভাবে কখনও ডাকে না, কেননা ওরা ওখানে সুখী। দুঃখেই সবাই স্মরণ করে। আত্মাই স্মরণ করে। সুখ-দুঃখ হয় শরীরের সাথে। শরীর না থাকলে আত্মা সুখ-দুঃখ থেকে পৃথক হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে নাম রাখি ব্রহ্মা। কেউ তো ভালোভাবে বুঝতে পারে, কেউ তো বোঝেই না, তখন বোঝা যায় যে - এ পবিত্র দুনিয়াতে চলার উপযুক্ত নয় সেইজন্যই শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। এখানে হলো আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়। রাবণকে প্রতি বছর পোড়ানো হয় না! এটা একটা চিহ্ন। প্রতি বছর রাখিও বাঁধে, কেননা পবিত্র থাকে না। রাখি বাঁধে তারপর আবার অপবিত্র হয়ে যায় সেইজন্যই প্রতি বছর রাখি বাঁধে। রাখি হলো পবিত্রতার চিহ্ন। বিকারগ্রস্তদের রাখি পাঠিয়ে বলা হয় প্রতিজ্ঞা করো পবিত্র থাকবো। পবিত্র হলে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য পাবে।

বাবা বলেন — আমিই এসে তোমাদের পূজ্য করে তুলি। এখন তোমরা পূজারী হয়ে গেছ।

তোমরা দেবতাদের, নুড়ি-পাথরের পূজা করে ধাক্কা খেতে থাকো। আমি তোমাদের এইসব ধাক্কা থেকে ছাড়িয়ে পূজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণ করে তুলি। তোমরা এখানে এসেছ নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার জন্য। অর্ধেক কল্প ধরে মায়া দ্বারা পীড়িত হয়ে এখন তোমরা এসে পরমপিতা পরমাত্মার আশ্রয় নিয়েছ। মাশ্মাও নিয়েছিলেন। এই বাবাও (ব্রহ্মা) শিববাবার আশ্রয় নিয়েছেন। ওঁনার তো নিজের শরীর নেই। ওঁনার নাম হলো শিব। শিববাবার নাম কখনও বদলে যায় না। মনুষ্য আত্মার নাম বদলাতে থাকে। ৮৪ টা নাম পেয়ে থাকে। এ'সব বিষয়ে মানুষ জানে না। ৮৪ জন্ম বলেও থাকে কিন্তু ৮৪ জন্ম কারা গ্রহণ করে, এটা কেউ-ই জানে না। ভারতবাসী, যারা দেবী-দেবতা ছিল, তারাই ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। এটা হলো অসীমিত ড্রামা। এই ড্রামার বিষয়ে মানুষকেই তো জানতে হবে। তোমরা জানো গডফাদার স্বর্গের রচয়িতা তবে নিশ্চয়ই স্বর্গের বর্সা পাওয়া উচিত। ভারত স্বর্গ ছিল। ঐ উত্তরাধিকার মায়া রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন আবারও মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। মায়াকে জয় করা অর্থাৎ জগতকে জয় করা। রাবণের কাছে হেরে গিয়ে ডেবিল হয়ে গেছ, এখন দেবতা হতে হবে। কাঁটাকে কুঁড়ি, কুঁড়িকে তারপর ফুলে পরিণত করতে হবে। মায়ার তুফান এলে কুঁড়ি থেকে ফুল ঝরে যায়। মাতা-পিতার হয়েও তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা বোঝার বিষয় না। তিথি তারিখ সহ প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হয় - এখানে মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো বৃক্ষ, বীজ উপরে, তবেই তো ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে তাই না! এই নলেজ বোঝা খুব কঠিন। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে সমস্ত আত্মাদের যিনি বাবা তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। আমরা সবাই ভাই। প্রত্যেকের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। একে ব্রাদারহুড (ভ্রাতৃত্ববোধ) বলে। তোমরা সবাই ভাই-ভাই, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে। বাবা সবাইকে সুখ, শান্তির বর্সা দেন। বাবা এসে টিচার রূপে পড়ান তারপর সঙ্কর হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান। সত্য একমাত্র গডফাদারকেই বলা হয়। এটা হলো ওঁনার সত্যসঙ্গ। সত্যের সঙ্গ তোমাদের পার করে দেয়। এখন বিনাশ হবে। সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে যেতে হবে। বলাও হয় না আমার তরী পারে নিয়ে যাও। আমরা বিশ্বের সাগরে ডুবে গেছি। সুতরাং তখন বাবাকে আসতে হয় - শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অর্ধেক কল্প সুখধাম, অর্ধেক কল্প দুঃখধাম। এই ভারত এখন সম্পূর্ণ রূপে পতিত, ভোগী হয়ে গেছে। একে যোগী বলা যায় না। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে বলা হয় যোগেশ্বরের রাজ্য। শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে পদ প্রাপ্ত করতে হবে। যা তোমরা পাচ্ছ। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। জ্ঞানের সাগর বুঝিয়ে বলেন। মানুষ জ্ঞানের সাগর হয়না। এই বাবা (ব্রহ্মা) নিজেকে জ্ঞানের সাগর বলেন না। তোমরা এখন মাস্টার জ্ঞানের সাগর হচ্ছ। জ্ঞানের সাগর থেকে তোমরা সমস্ত জ্ঞান আত্মসাৎ করে নাও। যেমন টিচার দ্বারা ব্যারিস্টারের নলেজ স্টুডেন্টস আত্মসাৎ করে ব্যারিস্টার হয়ে যায়। তোমরাও সম্পূর্ণ জ্ঞান সাগর গ্রাস করে নাও। সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ হলে তারপর তোমরা প্রালম্ব লাভ করবে। বাবাও নির্বাণধামে চলে যাবেন। তোমরা বাচ্চারা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বর্সা নিয়ে থাকো। এই নলেজ দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতা হয়ে সবসময়ের জন্য সুখি হয়ে যাও। এখন তোমরা ঈশ্বরের শরণে এসেছ। বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে আনেন। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। পারসবুদ্ধির যারা হবে তারাই এমনটা হতে পারবে।

তোমরা বুঝেছো আমরা কল্পে-কল্পে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। মায়া ছিনিয়ে নেয় এরপর আমি এসে আবার তোমাদের সুখ-শান্তির বর্সা দিই। রাবণ দুঃখের বর্সা দেয়, রাম সুখের বর্সা দিয়ে থাকে। কটা জন্ম, কতটা সময় তোমরা সুখ আর দুঃখের বর্সা পাও - সবই তোমাদের বলেন। বাবা বলেন - শুধু আমি বাবাকে স্মরণ করো। আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। ব্যস, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বিকর্মাজিত রাজা হতে পারবে। বিকর্মাজিত রাজার সম্বৎ (সময় গণনা) এক থেকে শুরু হয় এরপর বিক্রম সম্বৎ ২৫০০ বছর পরে আবার শুরু হবে। বিকর্মাজিত এবং বিক্রম, ভারতবাসীদের দুই সম্বৎ। বিক্রম সম্বৎ এর কথা সবাই জানে, বিকর্মাজিতের সম্বৎ ভুলে গেছে। এটা হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা।

দেখো, মুরলীও কতো ট্রাভেল (যাত্রা) করে। তা না হলে গোপ-গোপিনীদের কাছে মুরলী কিভাবে পৌছাবে? টেপও যায়। সব সেন্টারে টেপও শোনে। এই মুরলী হলো ওয়ান্ডারফুল। এর জন্যই গায়ন আছে যে গোপিনীরা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। বাবা বলেন আমি আসি-ই এই পতিত দুনিয়াতে। সত্যযুগে দেবতাদের অগাধ সুখ। এতো সুখ কেউ-ই পেতে পারে না। হীরা-জহরতের তৈরি মহলে তারা থাকে। এখানে সোনার কত দাম। ওখানে তোমরা সোনার ইট দিয়ে প্রাসাদ (মহল) তৈরি করবে। তার উপর হীরে জড়ানো থাকে। বাবা বাচ্চাদের কি থেকে কি বানিয়ে দেন। শুধুমাত্র পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। ক্রোধের ভূত থাকা উচিত নয়। মনে করা হয় এর মধ্যে ভূতের প্রবেশ ঘটেছে, একে একপাশে করে দাও। অনেকেই আছে যাদের এখনও পর্যন্ত মোহ নষ্ট হয়নি। যেমন বাঁদরের মোহ থাকে, তেমনই বাচ্চা ইত্যাদির প্রতি মোহ আটকে থাকে। বাঁদরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকার থাকে। তোমাদের এখন বাঁদর থেকে মন্দিরের যোগ্য করে

তুলছেন।

রক্ষাবন্ধনের রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন। রাখি বাঁধার ব্যাপার নয়। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। মিষ্টি বাবা, অসীম জগতের বাবা অর্ধেক কল্প ধরে, আমরা ভক্তরা তোমাকে স্মরণ করেছি। এখন তুমি এসেছ বৈকুণ্ঠের মালিক করে তুলতে, সেইজন্য আমরা তোমার সহযোগী হই। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে কখনোই অপবিত্র হব না। পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তুলবো। কত সহজ কথা! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে পতিত মনুষ্যদের পবিত্র দেবতা করে তোলার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) জ্ঞান সাগরের সম্পূর্ণ জ্ঞান গ্রাস করতে হবে। বাবার স্মরণে বিকর্ম দন্ধ করে বিকর্মাজিত হতে হবে।

বরদানঃ:- যে কোনো ডিউটি করার সময় নিজেকে সেবাদারী মনে করে সেবা করে ডবল ফলের অধিকারী ভব
যে কোনো কাজ করার সময়, অফিসে বা বিজনেস করার সময় - সবসময় যেন এই স্মৃতি থাকে যে সেবার জন্য এই ডিউটি করছি। সেবার নিমিত্ত হয়ে এটা করছি - সেবা তখন স্বয়ংক্রিয় ভাবে তোমাদের কাছে আসবে এবং যত সেবা করবে ততই খুশি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ভবিষ্যতের জন্য জমা তো হবেই কিন্তু প্রত্যক্ষ ফল রূপে খুশিও প্রাপ্ত হবে। সুতরাং ডবল ফলের অধিকারী হয়ে যাবে। স্মরণ আর সেবায় বুদ্ধি বিজি (ব্যস্ত) থাকলে তবে নিরন্তর ফল খেতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- যারা নিরন্তর খুশিতে থাকে তারা নিজেদের এবং সবার কাছে প্রিয় হয়।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলায় উঠে মেডিটেশনে বসো, বিচার করো - আমি হলাম আত্মা, আমার বাবা হলেন বাগানের মালি বা মালিক, তিনিই কান্ডারী, আমি তাঁর সন্তান, মালিক হয়ে জ্ঞান রঞ্জের মন্ত্রন করো"

*প্রশ্ন:- কোন একটি কথার গুরুত্ব দুনিয়াতেও আছে আর বাবার কাছেও আছে?

*উত্তর:- দানের। বাচ্চারা, তোমাদের দয়ালু হয়ে সবাইকে দয়া করতে হবে। সবাইকে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করতে হবে। দানীদের অনেক মহিমা হয়। তাদের নাম খবরের কাগজেও বের হয়। তাই তোমাদেরও সবাইকে দান করতে হবে অর্থাৎ মেডিটেশন শেখাতে হবে।

*গীত:- আমাকে সাহারা দিয়েছেন যিনি হৃদয় তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চায়...

ওম শান্তি। তাদেরই সাহায্য করা হয়, যারা ডুবতে থাকে, তাদের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করা হয়, কেননা কান্ডারী নাম তো ভারতবাসীরা জানে। কান্ডারীর কাজ হলো ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করা। বাচ্চারা জানে যে - ভারতবাসীদের তরী ডুবে রয়েছে। এখানে প্রতিটি কথাই ভারতবাসীদের জন্য। তিনি আর কোনো ভূখণ্ডের জন্য বলবেন না। এও তোমরাই বুঝতে পারো। সত্যনারায়ণের কথা অথবা অমরনাথের কথাও এখানেই হয়। তোমরা যখন ভোরবেলা মেডিটেশনে বসো তখন কাকে স্মরণ করো? ভক্তিমার্গে তো কেউ কাউকে, কেউ আবার অন্য কাউকে স্মরণ করে। তাদের সকলের সাধনা হলো অযথার্থ। শেখানোর জন্য কান্ডারী বা বাগানের মালিক তো কেউই সেখানে নেই। গুরুরাও মেডিটেশন শেখান যে, এইভাবে - এইভাবে করো। তারা খুবই প্রচেষ্টা করেন স্মরণে রাখার জন্য। একে যোগ সাধনা বলা হয়। সে তো মানুষ, মানুষকে করায়। তোমরা এখন জানো যে, এই বাগানের মালি বা মালিক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। কাঁটার জঙ্গলের মালিক হলেন রাবণ। মায়া রাবণ কাঁটার জঙ্গল তৈরী করে। তোমাদের এই কথাও কেউ - কেউই মাত্র জানে। আবার ভুলেও যায়। মায়া সব ভুলিয়ে দেয়। মেডিটেশনে বসলেও মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মেডিটেশন কিভাবে করবে -- তাও বাবাই শেখান। তোমরা তো হলে কর্মযোগী। দিনে তো তোমাদের কর্ম করতেই হবে। এরজন্য কোনো বন্ধন নেই। দিনে কখনো মেডিটেশন হয় না। দিনে তো খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, কাজকারবার করতে হয়। সেই সময় তো স্মরণ থাকেই না। এমন তো অনেকেই বলে যে, সারাদিনই স্মরণে থাকি, কিন্তু এমন থাকা খুবই মুশকিল। বাবা অনুভব থেকে বলেন। অমৃতবেলার সময় সতোগুণী হয়, সেই সময় স্মরণ করা সহজ। অমৃতবেলার সময় সবথেকে ভালো। সারাদিনে তো নানারকম ব্যামেলা চলতেই থাকে। হ্যাঁ, কর্ম করার সময় যদি স্মরণ স্থায়ী থাকে তাহলে সে তো খুবই ভালো, কিন্তু বাবা নিজের অনুভব বলেন, আমি চেষ্টা করি বাবার স্মরণে থেকে যেন তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। মনের মধ্যে এই নেশা থাকে - আমি স্বয়ং বাবা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা), বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছি। আমি স্বয়ং মনুষ্য সৃষ্টির বাবা -- এমন চিন্তা করলে নেশা চড়তে থাকে। বাকি, আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে কথা বলবো - এই স্মরণ অতি কষ্টেই থাকে। বাবা তো নিজের অনুভব বলেন, তাই না। বাবা শেখানও। এ তো বাবা জানেনই যে, আমি হলাম বাগানের মালিক। বাগানের মালিক বা মালি তো অবশ্যই বাগানই তৈরী করবেন। কাঁটার জঙ্গল তো তৈরী করবেনই না। মালি কাঁটার বীজ তো লাগাবেই না। মালি সবসময় বাগানের মালিকই হয়, সে ফুলই লাগায়। তাই বাবাও ফুল লাগান। জঙ্গল তৈরী করে মায়া। মায়ার মতে চললে মানুষ কাঁটায় পরিণত হয়। তোমরা তো এই জ্ঞান পেয়েছো - বাবা হলেন বাগানের মালিক, তিনি কান্ডারীও, দয়ালুও, বীজরূপও। রাতে যখন বসে তখন চিন্তন চলে যে -- এ কতো বড় বাগান! পূর্বে কতো ছোটো ছিলো। তাই যোগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও চাই। মানুষের কাছে জ্ঞান তো কিছুই নেই। তারা অনেক প্রকারের যোগের অভ্যাস করে। কারোর না কারোর স্মরণে বসে থাকে। জ্ঞানের কোনো বিষয়ই নেই। কালী মায়ের স্মরণে বসে থাকলে কেবল কালী মায়ের মুখই সামনে আসবে। জগদম্বার স্মরণও করতে থাকে। সে সব হলো ভক্তি মার্গ। না সেখানে বাবার স্মরণ থাকে, না তাঁর উত্তরাধিকারের স্মরণ থাকে। মানুষ অনেক উপায়ে ভক্তি করে। মালা জপ করতে থাকে। কেউ তো আবার গুপ্ত জপ করে। আমাদেরও হলো গুপ্ত মালা। তাই এই নিয়ম ভক্তিমার্গে কতোভাবে চালাতে থাকে। বাবার ছোটবেলার অনুভব আছে। আমার বাবা যেমন মালা জপ করতেন, আমিও তাকে দেখে একটি ঘরে বসে মালা জপ করতাম। রাম - রাম জপ করতাম। ব্যস, তখন জ্ঞান কিছুই ছিলো না। বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে। অমৃতবেলায় এই মেডিটেশনে যদি বসার অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে খুব আনন্দ অনুভব হবে। বাবা নিজের অনুভবের কথাই বলেন। জ্ঞানেও রমণ করা হয়। এ কতো বড় বাগিচা। প্রথমে ছোটো ছিলো। বীজও স্মরণে এসেছে, আর বাগিচাও স্মরণে এসেছে। কিভাবে এই বাগিচা তৈরী হয় -- বাবার মধ্যেও এই জ্ঞান আছে,

আমাদের মধ্যেও এই জ্ঞান আছে । সম্পূর্ণ বৃক্ষ এই বুদ্ধিতে এসে যায় । মনে এই মন্ডন চলতে থাকে, একে মেডিটেশন বলা হয় । বাবার জন্যও খুশী, আর জ্ঞানেরও খুশী থাকে । দুইই স্মরণে আসে । ওই তত্ত্বজ্ঞানীরা এইভাবে মেডিটেশনে বসে না । তাদের তো অবশ্যই তত্ত্বের কথাই স্মরণে আসবে । ব্যস্, তত্ত্বে লীন হয়ে যেতে হবে । রচয়িতা আর রচনার কথা তো তারা জানেই না । তাই তাদের আর এই বাম্বাদের কথাই আলাদা ।

বাবা হলেন বীজরূপ - আমাদের এই নলেজ আছে । রাত জেগে চিন্তা করলে খুব ভালো ভালো চিন্তাধারাও আসবে । তখন বুঝতে পারবে যে, ভক্তিমার্গে মানুষ কি কি করতো । সেখানে কতো হঠাৎযোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । এখন তো তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে, বাবাকে স্মরণ করলে তাঁর সমস্ত রচনা (কল্পবৃক্ষ) স্মরণে এসে যায় । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র অতিক্রম করে এসেছি । এখন আমরা আবার ঘরে ফিরে যাবো । ড্রামার এই চক্র ঘুরতে থাকে । বাম্বারা জ্ঞান ধনকেও স্মরণ করে আর সেই ধন দাতাকেও স্মরণ করে । তোমরা যতো স্মরণে থাকবে, ততই তোমাদের অবস্থা পরিপক্ব হতে থাকবে । তোমরা যে কোনো ব্যক্তিকেই বোঝাতে পারো - আমরা কিভাবে মেডিটেশনে বসি । মানুষ তো অনেক প্রকারের মত পেয়ে থাকে - অমুককে স্মরণ করো। এখানে আমরা সবাই এক মতে থাকি - একের স্মরণেই থাকি । ছোটো - বড় - বৃদ্ধ -- সকলেই এক মত পায় । মেডিটেশনে তো বসতে হয়, তাই না । আমি আত্মা তো পরমাত্মা হতে পারি না । আত্মা বলে - আমি ৮৪ জন্ম অতিক্রম করে এসেছি, এখন ফিরে যেতে হবে । পরমাত্মা এমন কথা বলবেন কি ? তিনি তো পুনর্জন্মে আসেন না । তোমাদের কাছে যখন কেউ আসবে তখন তাকে তার অবস্থায় ফিরিয়ে আনো । যখন কোনো ভালো - ভালো লোক আসে, দেখো, তাদের বোঝার ইচ্ছা থাকলে এখানে নিয়ে এসো, তাদের বোঝাও যে, আমরা কিভাবে মেডিটেশন করি । রাতেও আমরা মেডিটেশন করি, আবার দিনেও মেডিটেশন করি । আমরা এক শিব বাবাকে স্মরণ করি । বাবার নির্দেশ হলো -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর রচনার চক্রকে স্মরণ করো । ৮৪ জন্মেরও গায়ন আছে । তাহলে অবশ্যই প্রথম - প্রথম দেবী - দেবতারা ছিলেন। তাঁদেরই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে । এই চক্রের রহস্য খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । আমাদের বাবা আর তাঁর রচনার এই চক্র স্মরণে থাকে । আমাদের বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । আমাদের সকলের একই মত। আমরা শ্রীমতে চলি । ওই পতিত পাবন বাবাই এসে আমাদের অসীম জগতের স্বর্গের উত্তরাধিকার দান করেন। তাই সেই বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, তাই না । বাবার কাছেই আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । এরপর আবারও নেমে যেতে থাকি, অন্তে পতিত হয়ে যাই। বাবা হলেন রচয়িতা, তিনি তো রচনাকেই নলেজ দেবেন, তাই না । গড ফাদার ইজ নলেজফুল, তিনিই পতিত পাবন। তাই তিনি অবশ্যই পতিত দুনিয়াতে এসেই পাবন বানাবেন, তাই না । তোমরা যদি এভাবে কাউকে বসে বোঝাও তাহলে তারা অবশ্যই প্রভাবিত হবে। বলা, কেবল ভালো - ভালো বলে চলে যেও না, এ তো প্র্যাক্টিকালে আনতে হবে । মাথার উপরে জন্ম - জন্মান্তরের অনেক বোঝা আছে । তাই এতে সময় লাগে ।

তোমাদের বোঝাতে হবে - বাবা এসেছেন, মৃত্যু আমাদের সামনে, তাই গাফিলতি করলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না । শুভ কার্যে দেবী করা উচিত নয় । এখন তোমরা শিখে যাও । এই মেডিটেশনে বসলে তোমাদের খুব ভালো নেশা চড়ে যাবে । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের বাবা তো আছেন, তাই না । ভক্তি মার্গে তোমরা জন্ম - জন্মান্তর স্মরণ করে এসেছো । লৌকিক বাবা তো প্রতি জন্মে পরিবর্তন হয়, তবুও তোমরা অবশ্যই নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো, কেননা তিনি হলেন অবিনাশী বাবা । লৌকিক বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় । অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় । আমরা এক শ্রী - শ্রীর শ্রীমতে শ্রেষ্ঠ তৈরী হই। আদি সনাতন তো দেবী - দেবতা ধর্মই। তার থেকে নানা বংশ বিস্তার হয় । সন্ন্যাসীদের হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস। এ হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস। এ হলো রাজযোগ।

ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হলো গীতা । তাই মেডিটেশনের জন্য বোঝাতে হবে -- বাবা আমাদের এভাবে মেডিটেশন শেখান। কোনো মনুষ্যকে কখনোই ভগবান বলা যাবে না । ভগবান তো সকলেরই এক হওয়া উচিত, তাই না । তিনিই হলেন পতিত পাবন, তিনিই হেভেনলী গড ফাদার, আর তিনি এই ভারতেই আসেন। ভক্তিমার্গে তাঁর কতো বড় মন্দির বানানো হয়েছে । সেই শ্রী - শ্রীর মতেই আমরা শ্রেষ্ঠ তৈরী হই। এইসব কথা তোমরা বসে বোঝো । বাবা আর তাঁর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । এ আর অন্য কেউই জানে না । সত্যযুগের আশুই এতো বলে দেয় । ঝাড় বা বৃক্ষ যখন প্রথমে নতুন থাকে, তখন তাকে স্বর্গ বলা হবে । তারপর তা জর্জরিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয় । এখন এই সমস্ত দুনিয়াই হলো নরক। কেবল ঘর - ঘর নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়াই নরক। এ হলো কাঁটার জঙ্গল। একে অপরকে কাঁটাই লাগাতে থাকে । বাবা এসে আবার আল্লাহের বাগিচা তৈরী করেন। বাবা এসেই বেহস্ত বা স্বর্গ স্থাপন করেন। তোমরা জানো যে, কাকে ফুলের বাগান

আর কাকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। তোমরা এখন দৈবী ফুলে পরিণত হচ্ছে। তাই তোমাদের চিন্তন চলতে থাকা উচিত। বাবার মধ্যেও এই নলেজ আছে। বাচ্চাদের মধ্যেও এই নলেজ আছে। রাতে এমন চিন্তাধারা চালালে অনেক আনন্দ হবে, এমনভাবেই তোমরা বোঝাবে। বেচারারা কিছুই জানে না, তাই আমার দয়া হয়। ওরা 'ও গড ফাদার' বলে ডাকে কিন্তু তারা বাবাকে আর তাঁর রচনাকে জানে না। আমরাও এখন আল্লাহের বাচ্চা হয়েছি। বোঝানোর জন্যও খুব নেশা থাকা প্রয়োজন। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন থাকলে তোমাদের তা দান করা উচিত। মানুষ দানী ব্যক্তির খুবই মহিমা করে। পেপারেও খবর ছাপা হয়। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, তারাই দান করে। তোমরা তো হলেই রিলিজিয়াস মাইন্ডেড। দানই যদি না করো, তাহলে কি প্রাপ্তি করবে? দান তো অবশ্যই করতে হবে। জ্ঞান দান করা তো অতি সহজ। বাবা বলেন - আমি এইভাবে মেডিটেশনে বসি, এই দুনিয়ার চক্র এইভাবে ঘোরে। প্রথমে এক ধর্ম ছিলো। পরে এতো সব ধর্ম বের হয়েছে। এ সবই হলো বংশ। বাচ্চারা, এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে বসা উচিত। মানুষের যোগের খুব শখ থাকে। তোমরা বলো - আমাদের মেডিটেশন এসে দেখো। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, তারা এই মেডিটেশনের টেকনিক দেখে খুশী হয়। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, তারা কখনো পাপ করে না। তোমাদের কাছে তো বোঝানোর জন্য অনেক পয়েন্টস আছে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার থাকে। কারোর তো আবার বুদ্ধির তালাই খোলে না। বাবাকে স্মরণ না করলে কিভাবে তালা খুলবে? এ হলো খুবই সহজ কথা। তোমাদের বোঝাতে হবে যে, আমরা কিভাবে স্মরণে বসি। মানুষ তো জানেই না যে, আমরা কাকে স্মরণ করি! আমাদের শেখান স্বয়ং নিরাকার

পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সকলের বাবা। সেই পতিত পাবন গড ফাদার আমাদের রাজযোগ শেখান। এখন তোমরা শেখো বা না শেখো, তোমাদের মর্জি। আমাদের সকলের তো একই মত। শ্রী - শ্রীর কাছে থেকে আমরা মত গ্রহণ করছি। এই হলো এইম অবজেক্ট। বাবা যেমন নলেজফুল, তেমনই বাচ্চারা। মানুষ থেকে দেবতা একমাত্র বাবাই তৈরী করেন। এমন - এমন বিচার করলে রাতে খুব আনন্দ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অমৃতবেলায় উঠে স্মরণে বসে জ্ঞানের রমণ (মন্ডন) করতে হবে। জ্ঞান ধনকেও স্মরণ করতে হবে আর জ্ঞান দাতাকেও স্মরণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় নেশাতে থেকে সেবা করতে হবে। সবাইকে মেডিটেশন করার সহজ বিধি বোঝাতে হবে। একমত হয়ে থাকতে হবে।

বরদান:- আত্মিক (রুহানী) প্রসন্নতার ভাইব্রেশনের দ্বারা সকলকে শান্তি আর শক্তির অনুভব করিয়ে সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ ভব
পরমাত্ম প্রাপ্তিতে সম্পন্ন, সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ যে বাচ্চারা আছে, তাদের চেহারার দ্বারা আধ্যাত্মিক প্রসন্নতার ভাইব্রেশন অন্য আত্মাদের কাছে পৌঁছায় আর তারাও শান্তি এবং শক্তির অনুভব করে। ফলদায়ক বৃক্ষ যেমন নিজের শীতলতার ছায়া দিয়ে মানবকে শীতলতার অনুভব করায় আর মানব প্রসন্ন হয়ে যায়, তেমনই তোমাদের প্রসন্নতার ভাইব্রেশন, তোমাদের প্রাপ্তির ছায়ার দ্বারা তন - মনের শান্তি এবং শক্তির অনুভব করিয়ে থাকে।

স্নোগান:- যে স্মৃতি স্বরূপ থাকে, যে কোনো পরিস্থিতি তাদের কাছে খেলা বলে অনুভব হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রায় সময় দাও, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে, সকলের থেকে মোহমুক্ত হয়ে যাবে, বাবার গলার হার হয়ে যাবে"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা গডফাদারের দ্বারা কোন্ দুটি কথার পড়াশোনা করে থাকো? ওই দুটি কথায় কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে?
- *উত্তরঃ - গডফাদার তোমাদেরকে এটাই পড়ান যে - হে আত্মারা "দেহবোধ ত্যাগ করো" এবং "আমাকে স্মরণ করো" - এই দুটি কথা সম্বন্ধে এই জন্যই পড়ানো হয়, যাতে এখন তোমরা এই পুরাতন দুনিয়াতে আবার পুরাতন শরীর ধারণ না করো। এখন তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। আমি তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যেতে এসেছি, সেইজন্য দেহ সহ সবকিছু ভুলে যাও।
- *গীতঃ- তুমিই তো মাতা, পিতাও তো তুমি....

ওম্ শান্তি। শালগ্রাম বাচ্চারা এ'কথা জানে যে, তারা কোনো মানুষের থেকে কোনো শাস্ত্র শুনছে না। একে সংসঙ্গ বলা হয় না, একে বলা হয় পড়াশোনা। মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলবে যে - আমরা সংসঙ্গে যাই অথবা বলবে যে আমরা কলেজে যাই। এ কথা তো তোমরা জানো যে সংসঙ্গে থাকে সাধু, সন্ত, বিদ্বান ব্যক্তির - যারা ভালো ভালো কথা শোনায়। স্কুলেও টিচার প্রফেসররা পড়ায়, তারা সকলেই মানুষ। কিন্তু এখানে এই শিক্ষক মানুষ নন। ইনি হলেন অসীম জগতের আত্মিক পিতা যাঁকে বলা হয় - ভ্রমের মাতাশ্চ, পিতা ভ্রমের... এই মহিমা গান দেবতাদের জন্য নয়, এমনকি ব্রহ্মা-বিশ্বুর শঙ্করের জন্যও নয়। এ'হলো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। বাচ্চারা এখন জানে যে - নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীর ধারণ করে নিজের পাট প্লে করছেন। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদেরকে পড়াতে পারে না। ব্রহ্মাকে কখনো জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। এনাকে বলা হয় প্রজাপিতা, একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনি পতিতকে পবিত্র করে তোলেন, কারণ জ্ঞানের সাগরের দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। এ হলো নতুন কথা। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেওয়ার ফলে সেই জ্ঞান খন্ডিত হয়ে গেছে। তাহলে মানুষ জানবে কি করে যে, নলেজফুল পরমপিতা পরমাত্মা এসে নলেজ প্রদান করেন। এ সকল কথা মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায়। এমনটা নয় যে দ্বাপর যুগের আদিকালে শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে। না, তা নয়। বোঝানো হয় যে, সবার প্রথমে বাবার চিত্র, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করা হয় - এর থেকেই ভক্তি মার্গের সূচনা হয়। অনেক কাল ধরে প্রথমে পরমাত্মার ভক্তি চলতে থাকে, কারণ সবার উপরে তাঁর স্থান। প্রথমে তাঁর পূজা শুরু হয়। একমাত্র পূজন যোগ্য হলেন শিব। এমনটা নয় যে - ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকর কিম্বা জগদম্বা, জগতপিতা পূজার যোগ্য। এদের সকলকেই পূজন যোগ্য করে তুলেছেন একমাত্র শিব বাবা। সুতরাং তাঁর প্রতি সর্বাধিক ভক্তি হয়ে থাকে। ইনি (ব্রহ্মা) তো তাঁর তুলনায় কিছুই নন। যদি এনার দেহে পরমপিতা পরমাত্মা না আসতেন, তাহলে এনারও পূজা হওয়া কি সম্ভব ছিল? সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। এইভাবে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। ভক্তি কিভাবে শুরু হবে? শিব বাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না, বাচ্চাদেরকে বিচারসাগর মন্থন করতে হবে। জগদম্বা সরস্বতী, যিনি ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণী, তাঁকেও বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কেবলমাত্র একজনই রয়েছে যাঁর স্থান সর্বোপরি, তিনি না এলে এই দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র করবে কে? এখন মনুষ্য মাত্র সকলেই হলো পতিত। তাই শিব বাবা না এলে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন কে? নিশ্চয়বুদ্ধি না থাকলে, বিজয়মালাতে স্থান লাভ করতে পারবে না। সুসন্তানেরা সর্বদা বাবার গলার হার হয়ে থাকে। বাবাও অত্যন্ত আনন্দিত হন যে - বাচ্চারা বড়ই আঞ্জাকারী ও সুপুত্র। লৌকিক দুনিয়ায় অনেক মাতা পিতার ১২-১৪ টি সন্তান জন্ম নেয়, যাদের মধ্যে কেউ হয় কুপুত্র কেউবা সুপুত্র। পতিতপাবন বাবা ছাড়া পতিতদেরকে আর কেউই উদ্ধার করতে পারেন না। তোমরা জানো যে গঙ্গা নদীর তীরে গঙ্গা মন্দির রয়েছে। সকলকে বোঝাতে হবে যে - এই গঙ্গা প্রকৃতপক্ষে কে? একি কোনো শক্তি যার দ্বারা মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয়ে ওঠে? শুধুমাত্র জলের দ্বারা কি মানুষ পবিত্র হতে পারে? বাবা বলেন যে, গঙ্গানদী পতিত পাবনী নয়। পরমাত্মার সাথে যোগ ব্যতীত কেউই পবিত্র হয়ে উঠতে পারে না। সেই জন্যই তোমাদেরকে গঙ্গাস্নান করবার প্রয়োজনীয়তা নেই। যোগের অর্থ হল স্মরণ, বুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত হতে হবে। লৌকিক দুনিয়ায় অনেকেই অনেক প্রকারের যোগাসন ইত্যাদি করে থাকেন। অনেক রকমের হঠযোগ করে থাকে, তাকে যোগ বলা যায় না। অবলারা-মাতারা হঠযোগ সম্বন্ধে কি জানে?

মানুষ স্কুলে পড়াশোনা করে, তাতে ধাক্কা খাওয়ার (এখানে ওখানে ভক্তি করার মতো গিয়ে) কোনো ব্যাপার নেই। পড়াশোনা করে পরীক্ষা পাস করতে হয়, তারা জানে যে এই পরীক্ষা পাস করলে ভবিষ্যতে এমনটা হতে পারবে। এখানেও তোমরা জানো যে - এও এক বড় পরীক্ষা, এখানে গড়ফাদার আমাদেরকে পড়ান। তিনি হলেন পতিত পাবন। তোমরা এখন গড় ফাদারলি স্টুডেন্ট লাইফ (ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীদের জীবন) পেয়েছো। বাবা পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে করে তোলেন? বাবা বলেন - হে আত্মারা, এই দেহবোধ ত্যাগ করো। এই পুরাতন শরীরকে তো ত্যাগ করতেই হবে। প্রথমে দিকে তোমরা গৌরবর্ণের শরীরধারী ছিলে, এখন আয়রন এজেড হয়ে গেছে। এখন এই পুরাতন জগতে তোমাদের নতুন জন্মের নতুন দেহপ্রাপ্তি হবে না, কারণ এখানে তো প্রকৃতির ৫ তত্ত্বই তমোপ্রধান হয়ে রয়েছে। বাচ্চারা, এখন আমি তোমাদেরকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যাব, ঠিক যেমন ভাবে কল্পপূর্বেও নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কালেরও কাল। আমি সকলকেই ফেরত নিয়ে যাব। তারপর তোমাদেরকে অমরপুরীতে পাঠিয়ে দেবো। এখন এ তো হলো মৃত্যুলোক, পঙ্কিল দুনিয়া, তাই একে পরিশুদ্ধ করার জন্য ১০০ বছরের সঙ্গমযুগ প্রয়োজন। বাদবাকি, প্রত্যেকটা যুগের আয়ু ১২৫০ বছর হয়ে থাকে। শেষের দিকের এই সঙ্গম যুগের আয়ু অত্যন্ত স্বল্প। যেমনভাবে ব্রাহ্মণদের মাথার টিকি ছোট হয়, তেমনিভাবে সঙ্গম যুগের আয়ুও ছোট হয়। তারপর এই দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে, তখন নতুন ঘরবাড়ি ইত্যাদি তৈরি করা শুরু হবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নতুন দুনিয়ায় আসেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অত্যন্ত শিল্পপ্রিয় সৌখিন, তাই রাজমহল ইত্যাদি সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে অত্যন্ত আগ্রহী হবেন। অত্যন্ত সৌখিন কোনো ব্যক্তি সোমনাথের মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। বিড়লারা ও অত্যন্ত সৌখিন, কত সুন্দর রূপে তারা মন্দির গড়ে তুলেছে! শিববাবা হলেন সর্বপ্রথম পূজনীয়, তাই ভক্তি মার্গেও সর্বপ্রথম সোমনাথের মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। দ্বাপরযুগ শুরুর কিছু কাল পরে তা তৈরি হয়েছিল, তারপর পূজার্চনা শুরু হয়। এখন তো চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। রাত্রি কাল পূর্ণ হয়ে পুনরায় দিবসের সূচনা হবে।

বাবা বলেন - আমি রাত্রির অন্তিম কাল এবং দিবসের সূচনার মধ্যবর্তী সময়ে এই জগতে আসি। এখন ভীষণ যুদ্ধের সময়। পুরানে লেখা রয়েছে যে - যাদবদের পেট থেকে সেই মহা বিনাশকারী বস্তু নির্গত হয়েছিল, যার দ্বারা সমগ্র কুলের বিনাশ হয়েছিল। তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ যে, বিনাশের জন্যই মানুষ কত ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা মনে করে কেউ না কেউ তাদের এই কার্যে প্রেরণা দিচ্ছে। উভয় পক্ষই বিনাশের জন্য মহা বিনাশকারী অস্ত্রশস্ত্র বোমা ইত্যাদি তৈরি করে রেখেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে। প্র্যাকটিক্যালি তোমরা দেখতে পাচ্ছ - একদিকে স্থাপনার কার্য চলছে আর অন্যদিকে বিনাশ সম্মুখে দন্ডায়মান। যদি কেউ বিনাশ নাও দেখে থাকে, তবুও বৈকুণ্ঠ দেখতেই পাবে। ভালোভাবে পড়াশুনা করে, বাবার কাছ থেকে অসীমের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমাকে সাকার শরীরধারী কেউ পড়াচ্ছেন না। এখানে কোন শাস্ত্র ইত্যাদির কথা হচ্ছে না। জ্ঞানের সাগর স্বয়ং বাবা এসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা নিজেদেরকে দেহী জেনে বাবাকে স্মরণ কর। ভগবানুবাচ - বাচ্চাদেরকে তিনি বলেন যে - বাচ্চারা, আমি তোমাদের সামনে এখন এসেছি। যারা আমার সন্তান হয়, তাদের মধ্যেও কেউ প্রকৃত সন্তান হয়ে ওঠে, কেউ আবার সং সন্তান হয়। যারা প্রকৃত সন্তান হয় তারাই উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়। যারা সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাদেরকে সং সন্তান বলা হয়। তারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। তারা আপন আপন পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রজা পদ লাভ করে। প্রকৃত সন্তানেরাই রাজত্ব লাভের অধিকারী হয়। তারা বাবাকে ভালবাসে তার বাবাও তাদেরকে ভালোবাসেন। গায়ন রয়েছে - তোমাকে সকলি দিলাম, সম্পূর্ণ সমর্পণ করলাম। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে, তবেই তো আমি সমস্ত সাহায্য করব। হিম্মত করে এগিয়ে এসো, তবে ঈশ্বরও সাহায্য করবেন। সংসারের বাকি সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে, এক বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। তোমরা বলো যে - আমরা বাবার, আমাদের সবকিছুই বাবার, বাবাকে আমাদের সমস্ত কলুষতা পুরাতন স্বভাব সংস্কার সব দিয়ে, পরিবর্তে স্বর্গের অসীম বাদশাহী এর উত্তরাধিকার নিয়ে নেব। এই পুরাতন দেহের প্রতি আমাদের আর কোন মোহ নেই। আমাদের কাছে আর কি আছে? মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন পুরাতন সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হয়। তখন সে সমস্ত কিছু পুরোহিতকে দিয়ে দেওয়া হয়। বাবা, এখন আমাদের সবকিছু আমরা তোমাকে দিলাম। এই সব কিছু থেকে মোহমুক্ত হওয়ার জন্য, আমরা নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকি। বাবা বলেন - মায়া পুনরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেই কারণে ধীরে ধীরে যত আমার স্মরণে থাকবে, তাতে সময় অতিবাহিত করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। তারাই আমার গলার হার হয়ে যাবে। বাবা কত সহজে সুন্দর করে বোঝাতে থাকেন। বাবা বোঝাতে থাকেন যে - এই ব্রহ্মার দেহরূপী রথও ড্রামা অনুযায়ী আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। অন্য কারোর দেহে আমি আসতে পারি না। তোমরাও বলে থাকো - বাবা, কল্পপূর্বে আমরাও তোমার সাথে এই বাড়িতেই এই ভ্রূষে মিলিত হয়েছিলাম আর তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম - এ বড় সুন্দর সহজ কথা।

বাবা বলেন যে - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, আর অন্য কোনো দিকে যেন বুদ্ধি ধাবিত না হয়। মনে রেখো - অন্তিম

কালেও যে পুত্রকে স্মরণ করবে..... যদি কাউকে স্মরণ করো তাহলে সেখানে গিয়ে পরবর্তী জন্মগ্রহণ করতে হবে। অন্য কোথাও মোহ থাকলে চলবে না। অন্তিম কালে নিজের স্ত্রীকেও স্মরণ করো না.... বাবা আসেন পতিতকে পবিত্র করে তুলতে, তাঁর কত মহিমা রয়েছে। এক ওঙ্কার...। তাঁর একটাই নাম। তিনি তো কোনো শরীর ধারণ করেন না যে, বারে বারে তাঁর নাম পরিবর্তিত হবে। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে থাকো তাই তোমাদের ৮৪ বার নামকরণ হয়ে থাকে। বাবার মহিমাতে গায়ন করা হয় - তিনি নির্ভয়, শত্রুহীন, অকালমৃত.... তিনি কালেরও কাল, তাঁকে কালও বিনাশ করতে পারে না। বাবা বলেন - আমি সকলকে মুক্তিধামে নিয়ে যাব। আমি নিঃশত্রু, আমার সাথে কারোর শত্রুতা নেই। অকালমৃত, অযোনিসম্মুত, আমি জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রে আসি না। এইভাবে তাঁর কত মহিমা গাওয়া হয়। গায়ন করা হয় যে তিনি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা.... কলিযুগের দুঃখ হরণ করেন। তিনি সত্যযুগের সুখ প্রদান করেন। বাচ্চারা জানে যে - ভারতে সত্যযুগে একসময় জীবনমুক্তি স্থিতি ছিল। বাকি সকল আত্মারাই তখন শান্তিধামে ছিল - মনে পড়ে তো। সুতরাং যখন বাবা সপ্তমযুগে এখানে আসেন, তখনই তিনি সকলকে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন আর অতঃপর তোমাদেরকে সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন। কত সহজ ব্যাপার। কিন্তু মায়া এমনই দুস্তর, যেই তোমরা এখান থেকে বাইরে যাবে, তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত কথা মায়া ভুলিয়ে দেবে। ঠিক যেমনভাবে মাতৃগর্ভ রূপী কারাগারে ধর্মরাজের মাধ্যমে তোমাদেরকে সাজা দেওয়া হয়। তোমরা গ্রাহী গ্রাহী করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো আর বলতে থাকো যে, এমন পাপ আর পুনরায় করবে না। যেই মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হয়ে লৌকিক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করো, পুনরায় সব কথা বিস্মৃত হয়ে আবার পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে যাও। কারণ এখন এই সমগ্র দুনিয়াটাই হল মায়ার রাজস্ব। সত্যযুগ ত্রেতাযুগে মায়া থাকে না। সেখানে তো অপার সুখ বিদ্যমান থাকে। এখন তোমরা পড়াশোনা করছো, এই পড়াশোনায় ঘর সংসার ত্যাগ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বাবা বলেন - দেহ সহকারে সব কিছু ভুলে যাও। এ হলো তোমাদের অসীম জগতের সন্ধ্যাস। লৌকিক সন্ধ্যাসীরা সীমিত জগতের সন্ধ্যাস গ্রহণ করেন। তারা সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে চলে যায় আর পরবর্তীকালে পুনরায় শহরে ফিরে আসেন। তারা কত বড় বড় নামধারী হয়ে থাকে। বাবা বলেন - আমি কত সহজে, সুন্দরভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই। কত বুদ্ধিমান রয়েছে, তারা বলে যে, তারা ধারণা করতে পারে না। আচ্ছা, এ কথা তো জানো যে, তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন স্বয়ং পরমাত্মা? তিনি বলেন - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, এতে তো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখন তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছো, এ হলো স্বদর্শন চক্র। আত্মা এই চক্রের দর্শন করে। এখানেই নিরোগী কায়া তৈরি হয়। এই চক্রকে ভালোভাবে জানলে তবেই তোমরা উঁচু পদপ্রাপ্ত করতে পারবে, সেই জন্যই বাবা বলেন যে, স্বদর্শন চক্রধারী হও। কত সহজে বাবা বোঝাতে থাকেন! সহজ স্মরণ, সহজ এই সৃষ্টি চক্র আর কোন কষ্ট নেই। এ হল সত্যিকারের উপার্জন। বাদবাকি ধনসম্পত্তি তো সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে, সব চলে যাবে। সমগ্র সাগর উথাল পাখাল হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভয়াল রূপে আসবে। এক সময় ভারত ছিল সত্যভূমি আর কোন ভূখণ্ড ছিল না। ভারত হল শিব বাবার জন্মভূমি। এ হলো সবচেয়ে বড় তীর্থভূমি। ভারতে সোমনাথের মন্দির কত সুন্দর রূপে বানানো হয়েছে। এখন তো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক অনেক মন্দির বানায়।

বাবা বলেন যে, এই সময়ে বিবাহ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং অধঃপতনের কারণ। তারচেয়ে বরং শিব বাবার সাথে গাঁটছড়া বাধাতেই উত্তরণ হবে। শিব বাবাই প্রকৃত সাজন (প্রিয়জন), তিনি স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। তোমরা এখানে এসেছো, তোমরা জানো যে, তোমরা নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে উঠবে। এমনটা নয় যে, এখানে পুরুষদেহধারী আত্মা সত্যযুগে গিয়ে পুনরায় পুরুষ দেহই ধারণ করবে। এ তো পরিবর্তিত হতে থাকে। কোনো পরিচ্ছদ পুরুষের কোনো পরিচ্ছদ নারীর। বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, সত্যযুগ থেকে ত্রেতাযুগ কিভাবে হয়। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে নলেজফুল গডফাদার এসে পড়াচ্ছেন। মানুষ কখনোই একসাথে ফাদার, টিচার এবং সৎ গুরু হতে পারেন না। ফাদার এবং টিচার একত্রে হতে পারেন, কিন্তু গুরু হতে পারেন না। তাও জাগতিক বিদ্যার সাহায্যে কিভাবে সম্ভব। এই শিব বাবা তোমাদেরকে একেবারে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। কোনো কথা যদি বুঝতে না পারো, তাহলে হাজার বার জিজ্ঞাসা করো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আঙুকারী সুপুত্র হয়ে বিজয় মালাতে গাঁথা পরতে হবে। বাবাকে নিজের সমস্ত অবগুণ দুর্বলতা অর্পণ করে, তাঁর প্রতি

সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে, সকলের থেকে মোহমুক্ত হতে হবে।

২) অস্তিম কালে যেন শুধুমাত্র এক বাবাই স্মরণে থাকে - তার জন্য বাকি সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- সর্ব খাজানাকে নিজের মধ্যে সমাহিত করে, হতাশার ভাব অথবা ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়ে সদা প্রসন্নচিত্ত ভব বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সমানভাবে সকল খাজানা দিয়েছেন । কিন্তু অনেকেই তা প্রাপ্ত করে নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারে না অথবা সময় অনুযায়ী তা কাজে লাগাতে জানে না। ফলস্বরূপ সফলতাও প্রাপ্ত করতে পারে না। তখন নিজের প্রতি হতাশ হয়ে যায়, ভাবে হয়তো - আমার ভাগ্যই আমার প্রতি বিরূপ। তখন তারা অন্যের বিশেষত্ব এবং ভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে যায়। এইরকম হতাশাগ্রস্ত বা ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি কখনো প্রসন্ন হয়ে থাকতে পারে না। সদা প্রসন্ন হয়ে থাকতে হলে, এই উভয় বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো।

স্লোগান:- স্বার্থ রহিত হয়ে যে সত্য হৃদয় থেকে সেবা করে, সে-ই হলো স্বচ্ছ আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি লাডলা বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জন্য স্বর্গ, নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে, এইজন্য এই নরক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নাও, একে ভুলে যাও”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, করুণাময় বাবা তোমাদের উপরে কোন্ রূপে কিরকম করুণা করেন?

*উত্তর:- বাবা বলছেন - আমি বাবা রূপে মিষ্টি স্যাকারিন হয়ে বাচ্চারা তোমাদেরকে এতটা ভালোবাসা দিই, যা দুনিয়াতে অন্য কেউ দিতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে পবিত্র ভালোবাসার দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দিচ্ছি। টিচার হয়ে তোমাদের এমন পড়া পড়াই যে তোমরা বহিস্তের বিবি (স্বর্গের রাণী) হয়ে যাও। এই পড়া হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এই জ্ঞান রত্ন তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেয়।

*গীত:- কে মাতা, কে পিতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে ওম্ শান্তির অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ কথার অর্থ হলো - আই অ্যাম আত্মা, আমি আত্মা নিরাকার পরমাত্মার সন্তান। শরীরের ফাদার হলেন তিনি, যিনি জন্ম দিয়েছেন। তাকে বলা হয় শরীরের জন্মদাতা ফাদার আর শিবাবা হলেন আত্মাদের বাবা। তিনি তো আছেনই। অসংখ্য কোটি-কোটি আত্মারা নিজের নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে। সেখানে সর্বদাই হল নির্বিকারী, বিকারী তো পরমধামে থাকতে পারবে না। প্রথমে তো এই কথা পাক্সা করতে হবে - আমি আত্মা, আমার বাবা হলেন পরমাত্মা। আত্মার সম্বন্ধে সবাই হল ভাই-ভাই। এই শরীরের বাবাকে বলা হয় লৌকিক বাবা। আত্মার বাবাকে বলা হয় পারলৌকিক বাবা। যিনি হলেন সকলের বাবা এক। আহ্বানও করতে থাকে - ও গড় ফাদার, ও পতিত পাবন, করুণাময়! এই আত্মাও বাবাকে আহ্বান করেছেন। আত্মা এই শরীরের সাথে দুঃখী হয়ে গেছে। পুনরায় সত্যযুগে আত্মা শরীরের সাথে সুখে থাকবে, এইজন্য এর নামই হল সুখধাম, স্বর্গ। এটা হল নরক। গাওয়াও হয়ে থাকে - দুঃখে স্মরণ সবাই করে... পতিত পাবনকে স্মরণ করে। মনে করে - পতিত পাবন বাবা উপরে পরমধামে থাকেন। গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলা যাবে না। গঙ্গাকে এই চোখের দ্বারা দেখা যায়। নিরাকার বাবাকে অথবা আত্মাকে দেখা যায় না। পরমপিতা পরমাত্মা প্রাণদাতা, যিনি হলেন দিব্য চক্ষু বিধাতা, তাঁকে বলা হয় ও গড় ফাদার, ক্রিয়েটর। আত্মা, তাহলে মাদার কোথা থেকে আসবেন? মাদার ছাড়া বাবা সৃষ্টি কিভাবে রচনা করবেন? মাদার তো অবশ্যই চাই, তাই না। গড় ফাদার হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা, তিনি হলেন সকলের বাবা। ফাদার আছেন তো মাদারও অবশ্যই থাকবেন। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে - আমি হলামই নিরাকার। আমি যখন আসবো, বিবাহ করবো, তারপর তো বাচ্চা হবে। কিন্তু বিবাহ তো করা যাবে না। বাচ্চার জন্ম দিতে হবে - বিবাহ না করে। বাচ্চাদেরকে আমি অ্যাডাপ্ট করি। মনে করো কারো স্ত্রী নেই, তার যা কিছু সম্পত্তি আছে, সেটা কাউকে দিয়ে যেতে চায়, তখন ধর্ম পুত্র বানায়, অ্যাডাপ্ট করে তো মা বাবা দুজনেই হলেন, তাই না। তাই অসীম জগতের বাবা বলছেন আমিও হলাম ফাদার। আমি কিভাবে রচনা করবো? বোঝার বিষয় তাই না। বাবা নিজে এসে বোঝাচ্ছেন - আমার তো শরীর চাই, তাই না। তাই এনার আধার নিই। তোমরা বলে থাকো যে - আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই, কিন্তু এইসময় বাবা সম্মুখে এসেছেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে নিজের কোলে ভুলে নিয়েছেন। তোমরাও বুঝতে পারো যে আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। নিজে বসে বলছেন - আমি হলাম নিরাকার গড় ফাদার। নিরাকারকে মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা কিভাবে বলবে? তাই বাচ্চাদেরকে অ্যাডাপ্ট করে তাদেরকেই বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি হলাম নিরাকার শিব। তোমরাও হলে নিরাকার আত্মা। তোমরা গর্ভ জেলে আসো, আমি গর্ভ জেলে আসি না। তোমাদের জন্য অর্ধেক কল্প হল গর্ভ মহল আর অর্ধেক কল্প হল গর্ভ জেল কেননা অর্ধেক কল্প মায়া রাবণ পাপ করায়। সত্যযুগে মায়া থাকবে না যে পতিত দুঃখী বানাবে। আমি ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করি। নতুন দুনিয়া স্বর্গকে বলা যায়। মহলও পুরানো হয়ে যায় তখন পুরানোকে বিদায় দিয়ে নতুন মহলে যায়। এটাও হল পুরানো দুনিয়া, তাই না। সেটা হল নতুন দুনিয়া গোল্ডেন এজ, পবিত্র দুনিয়া। তাই বাবা বলছেন - লাডলা বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ স্থাপন করছি, তোমরা নরকের প্রতি বুদ্ধি কেন লাগাচ্ছে? এখন নরককে ভুলে যাও। আমাকে (বাবাকে) আর স্বর্গকে স্মরণ করো, পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে থাকো। এটা হল অসীম জগতের সল্যাস। পুরানো দেহের সাথে যা কিছু দেখছো, সেসবের থেকে মমত্ব সরিয়ে দাও। মনে মনে ভাবো - আমি সবকিছু ঈশ্বরকে দিয়ে দিয়েছি। এই শরীর, ধন, দৌলত, বাচ্চা ইত্যাদি সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে। এটা হল সেই মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধ, যার দ্বারা মুক্তি-জীবন্মুক্তির গেটস্ খুলবে। হরির দ্বার বলে থাকে তাই না। হরি বলা হয় শ্রীকৃষ্ণকে, তার দ্বার হল বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের

গেট বাবা এসে খেলেন। সেখানে কোনও পতিত যেতে পারবে না এইজন্য বাবা সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন, দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করছেন। অন্য কেউ লিবারেট করতে পারবেনা। বাবা-ই হলেন দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা। বাবা বলছেন - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। সদাকালের জন্য সুখ দিতে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য হাতের উপর বহিস্ত (স্বর্গ) নিয়ে এসেছি। তোমরা রাজযোগ শিখে মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছ। বুদ্ধিও বলে যে এটা অবশ্যই বোঝার বিষয়। এটা হল পুরানো দুনিয়া, পুনরায় নতুন হবে। সর্বশক্তিমান হলেন এক বাবা, যিনি নিজের শক্তি দ্বারা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। সবাই চায়-ও যে এক রাজ্য হোক, অলমাইটি অথোরিটি রাজ্য হোক। সেটা তো সত্যযুগ ত্রেতাতে অটল, অখন্ড, সুখ-শান্তিময় দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল, কোনও বিঘ্ন ছিল না। তাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কোনও ধর্মই থাকবে না, যার জন্য দুঃখ হবে! এখন দেখো বিদেশে যদিও এক খ্রীষ্টান ধর্ম আছে তথাপি তাদের নিজেদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয় কেননা মায়ার রাজ্য তাই না। সত্যযুগে মায়ী থাকবে না। এখন বলে যে - ও গড় ফাদার দয়া করো। বাবা বলেন - দয়া তো সকলকেই করবো। সকল বাচ্চাকে পাপ থেকে মুক্ত করি অর্থাৎ পতিত দুনিয়া থেকে লিবারেট (মুক্ত) করি। তোমাদের সকলকে নিয়ে যাই নিরাকারী দুনিয়াতে। আর এই শরীর তো ভল্ল হয়ে যাবে। ন্যাচারাল ক্লাইমেটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) বলা হয়ে থাকে। তার প্রভাবও দেখছে। ফেমিন (দুর্ভিক্ষ) অবশ্যই হবে।

এখন বাবা বলছেন এই নোংরা ছিঃ-ছিঃ দুনিয়ার থেকে মমত্ব চূর্ণ করো। অসীম জগতের বাবা হলেন স্যাকারিন। তিনি বলছেন - আমি তোমাদেরকে যেরকম ভালোবাসী, এইরকম আর কেউ বাসতে পারবে না। এখন তোমাদেরকে পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছি। রাজা হওয়ার জন্য তোমরা এখন পড়াশোনা করছো। এইম্ অবজেক্ট বুদ্ধিতে আছে। নতুন কেউ এসব কথা বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ তাকে বসে কেউ বোঝাবে। এক সপ্তাহেই সে বুঝবে যে- তাকে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে, এইজন্য বাবাকে জাদুগর বলা হয়। জ্ঞান রত্নের দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছি। তাঁকে রত্নাকর, সৌদাগর, পরিব্রাজকও বলা হয়। বাবা এসে তোমাদেরকে স্বর্গের মহারাজা-মহারানী বানাচ্ছেন। তিনি পরিব্রাজকরূপেও কত সুন্দর! তোমরা যারা কোনও কাজেরই ছিলেনা, তোমাদেরকে এসে বহিস্তের বিবি বানাই। তোমরা জানো যে আমরা সূর্যবংশী-চন্দ্র বংশী হওয়ার জন্য পড়ছি। পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। তোমরা এখানে কোন্ পড়াশোনা করছো? তোমরা বলবে যে আমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছি কেননা এই আসুরিক গুণবিশিষ্ট মনুষ্য সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যাবে। বলে থাকে আমার নিগুণ শরীরে কোনও গুণ নেই। তো সেই করুণাময় বাবা বসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সকল ধর্মের মানুষ এক নিরাকার বাবাকেই পরমাত্মা মানে। সাধারণ মানুষ যদিও গড় ফাদার বলে থাকে কিন্তু জানে না যে তিনি কে? কোথায় আসেন? এখন তোমরা জানো যে পাবন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য তিনি পুরানো পতিত দুনিয়াতে আসেন। পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে আসেন। নতুন দুনিয়াতে তো সুখই সুখ। বাবা বলছেন - নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে প্রতি কল্পে আমাকে আসতেই হয়। এটা তো বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় যে রাতের পর দিন আসে। পুনরায় চক্রানুসারে কলিযুগ আসে। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে, তাই না। বাচ্চারা তোমাদেরকে বলাই হয় স্বদর্শন চক্রধারী। আত্মা জানে যে আত্মা ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয়। কোনও মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গতি করতে পারে না। আমিই এসে বোঝাই। আমি তোমাদেরকে পাবন বানাই, যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বজয় করতে পারো। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। বাবার থেকে তোমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আকাশ, পৃথিবী, সাগর ইত্যাদি সব তোমাদের হয়ে যাবে। এখানে তো দেখো আকাশ ও জলের উপরেও নিজেদের অধিকার দেখাচ্ছে। বলে যে আমাদের জলের সীমানার মধ্যে তোমরা আসবে না। তোমরা তো সেখানে সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করবে তাই না। সেটা তো হল স্বর্গ, তাই না! স্বর্গকে ভোলা যায় না। মানুষ যখন মারা যায়, তখন বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু স্বর্গ আছে কোথায়? অবশ্যই নরকও আছে। এটা হলই হল (নরক)। সব মানুষই হল দুঃখী, সবাই হল পতিত। এটা হলই রাবণের রাজ্য, যাকে প্রতি বছর পোড়ানো হলেও, সে পোড়ে না। রাবণকে একশো ফুট লম্বা বানায় আর প্রতি বছর লম্বায় বাড়তেই থাকে। দিন-প্রতিদিন লম্বা করতে থাকে কিন্তু বুঝতে পারেনা, কেন লম্বা করছে? এটা হল বোঝার বিষয়।

এখানে দেখো যখন মুরলী চলে, তখন টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা হয়, কারণ গোপিকারা মুরলী ছাড়া থাকতেই পারে না। এটাই হল তার জন্য ব্যবস্থা। মুরলী না শুনলে তো ছটফট করতে থাকে, কেননা এই মুরলীই জীবনকে হীরেতুল্য বানিয়ে দেয়। এখানে বাবা পড়াচ্ছেন, যে মুরলী আবার লন্ডন আমেরিকাতেও যাবে। বাচ্চারা মুরলী শুনে খুব খুশী হয়। গাওয়াও হয়ে থাকে গোপিকারা মুরলী ছাড়া থাকতে পারতো না। এই নলেজ গড় ফাদারই শোনান। মুখ্য একটা কথা বোঝাতে হবে যে ইনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, এঁনার থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আত্মা বলে যে আমার বাবা হলেন পরমাত্মা, তিনি আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। এইরকম আর কেউ বলতে পারবে না যে - আমি আত্মা তোমাদেরকে (আত্মাদেরকে) পড়াচ্ছি। এমনও বলবে না যে আমি হলাম পরমাত্মা, নলেজফুল। বাচ্চারা তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে

বোঝানো হয়, কিন্তু সকলের বুদ্ধি তো একরকম হয় না। কারো সতোপ্রধান বুদ্ধি, কারো সতঃ, রজঃ, তমঃ... এতে টিচার কি করবেন? টিচার বলবেন - পড়াশোনার উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দাওনি। গড় ফাদার তো হলেন নলেজফুল। যেরকম টিচার হলেন নলেজফুল, স্টুডেন্টদের পড়াচ্ছেন, নিজের সমান তৈরী করছেন, এছাড়াও এই সৃষ্টিচক্রের নলেজ কেবলমাত্র গড় ফাদারের কাছেই আছে, আর কেউ জানে না। বাবা-ই নলেজ শিখিয়ে নলেজফুল বানাচ্ছেন। বাবা হলেন নলেজফুল, সবথেকে উঁচু। উঁচু যার নাম, উঁচুতে যাঁর বাসস্থান। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর হলেন সূক্ষ্মবতন বাসী। থার্ড গ্রেডে আছে মানুষ। মানুষের মধ্যেও গ্রেড আছে। সত্যযুগে মানুষের গ্রেড অনেক উঁচু থাকে। তোমরা গোল্ডেন এজে যাচ্ছো। আয়রন এজ বিনাশ হয়ে যাবে। গোল্ডেন এজ আছে তো সিলভার এজ নেই, কপার এজ আছে তো আয়রন এজ নেই। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে, এইজন্য চিত্র বানানো হয়েছে। সত্যযুগে খুব অল্প মানুষ থাকবে। কলিযুগে অসংখ্য মানুষ আছে। জিপ্তোস করে - বাবা, বিনাশ কবে হবে? বিনাশ তখনই হবে, যখন নাটক সম্পূর্ণ হবে, সবাই চলে যাবে। বাবা হলেন মুক্তি-জীবন্মুক্তির গাইড। তিনি পরমধামে থাকেন। তোমরাও সেখানে থাকতে, এখানে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা তোমাদেরকে মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হতে হবে। এতে হিংসার কোনও কথা নেই। সত্যযুগে হিংসা হয় না। সেখানে থাকেনই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী-দেবতারা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধির দ্বারা অসীম জগতের সন্ধ্যাস করতে হবে। পুরানো দেহের সাথে যা কিছু এই চোখ দিয়ে দেখা যায়, সেই সবকিছুর থেকে মমত্ব সরিয়ে বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে।

২) এই পড়া ভালো ভাবে ধারণ করে বুদ্ধিকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। মুরলীই হলো পড়া। মুরলীর প্রতি খুব-খুব ভালো করে মনোনিবেশ করতে হবে।

বরদানঃ:- ভাগ্যের নতুন নতুন স্মৃতির দ্বারা পুরুষার্থে রমণীকতার অনুভবকারী মনেপ্রাণে সুস্থ ভব ব্রাহ্মণ জীবন অন্তিম জন্ম হওয়ার কারণে শরীর যতই দুর্বল হোক বা অসুস্থ হোক, কিন্তু মন সকলেরই সুস্থ থাকে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় উড়তে থাকে। শক্তিশালী মনের লক্ষণ হলো - সেকেণ্ডে যেখানে চায়, সেখানেই পৌঁছে যায়, এরজন্য সর্বদা নিজের ভাগ্যের গীত গাইতে থাকে, উড়তে থাকে। অমৃতবেলায় ভাগ্যের নতুন নতুন স্মৃতিগুলিকে স্মরণ করে। কখনও কোনো প্রাপ্তিকে সামনে রাখো, কখনও কোনো... তাহলে পুরুষার্থে রমণীকতা এসে যাবে। বোর (একঘেয়েমী) হবে না, নবীনতার অনুভব করবে।

স্লোগানঃ:- আগে পিছে চিন্তাভাবনা করে প্রতিটি কর্ম করো, তাহলে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন তিন রাস্তার সঙ্গম স্থলে (টিবাটা) দাঁড়িয়ে আছো, একদিকে হলো দুঃখধাম, অন্যদিকে হলো শান্তিধাম এবং অন্য আর এক দিকে হলো সুখধাম, এখন জজ করো তোমাকে কোন্ দিকে যেতে হবে?”

*প্রশ্নঃ - কোন্ নিশ্চয়ের আধারে তোমরা বাচ্চারা সর্বদা হাসি-খুশীতে থাকতে পারো?

*উত্তরঃ - সর্বপ্রথম এই নিশ্চয় করতে হবে যে আমরা কার হয়েছি! বাবার বাচ্চা হতে হলে কোনও বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পুস্তক পড়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় নিশ্চয় হলো আমাদের কুল হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা কুল - এই স্মৃতির দ্বারা সমগ্র চক্র স্মরণে এসে যাবে। বাবা আর চক্রের স্মৃতিতে থাকলেই সর্বদা হাসি-খুশীতে থাকতে পারবে।

*গীতঃ- কেউ আমাকে নিজের বানিয়ে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তোমাদের তো সবার আগে এই কারণে খুশী হয় যে - আমরা কার হয়েছি! এমন বলবে না যে আমরা গুরুর হয়েছি। বাবার হতে হয়। শরীর ত্যাগ করার পরও পুনরায় (লৌকিক) বাবার হতে হয়। এখানেও বাবার হতে হবে। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি কোনও কিছুই দরকার নেই। বাচ্চা জন্ম হলে তো বাবা বুঝে যান যে এ হলো আমার সম্পত্তির মালিক। এ হলো সম্বন্ধের বিষয়। বাচ্চারা তোমরাও জানো যে বাস্তবে আমরা পূর্বেও পারলৌকিক বাবা শিববাবার বাচ্চা ছিলাম। প্রথমে আমরা হলাম আত্মা, পরে আমাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। তোমাদের তো শরীর আছে। এখন তোমরা অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো। তিনি এসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। বাবা আমি হলাম তোমার, এছাড়া আর অন্য কোনও সম্বন্ধ নেই। বাবার বাচ্চা হয়েছো। ইনি (ব্রহ্মা) বলছেন যে - আমি কোনও গুরু-গোসাই নই। বোর্ডের উপরেও ব্রহ্মাকুমার-কুমারী লেখা আছে তো অবশ্যই বাবাও থাকবেন। লিখে থাকো যে - আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এটাই হলো সম্বন্ধ তাই না। মা বাবার সম্বন্ধ চাই। গাইতেও থাকে তুমি মাতা-পিতা, আমি বালক তোমার... এই কথাটি আত্মার যেন অবিনাশী স্মরণে আছে। আমরা যখন তোমার বালক হবো তখন আমরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। এখন তোমরা জেনে গেছো যে আমরা মাতাপিতার হয়েছি। আমরা হলাম শিববাবার বাচ্চা তো অবশ্যই বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে আসে। তোমাদেরকে কোনও পুস্তক ইত্যাদি পড়ানো হয় না, তোমাদের কেবল নিশ্চয় করানো হয়। বাবার হয়েছো তো এখন তাঁকে স্মরণ করো।

বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমরা এইরকম (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হতে পারবে। কতো সহজ কথা। দিব্যবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। বাবা আর তো কিছু বোঝান না, কেবল নিজের কুলের কথাই বলেন যে কিভাবে আমরা ৮৪ র চক্রে আসি। বাকি বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া থেকেও তোমাদেরকে মুক্ত করি। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এটাও বুদ্ধিতে আছে যে সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়? এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানার ফলে তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চ পদাধিকারী হবে। স্বর্গের মালিক হবে। তোমাদেরকে সবসময়ের জন্য হাসি খুশী বানাই। কত সহজ কথা। কিন্তু তবুও তোমরা ভুলে যাও। ভুলে যাওয়ার কারণ কী? বাচ্চারা বাবা-মাকে কখনও ভুলে যায় না। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তো সর্বদা হাসি-খুশী থাকবে। যখন কোনও দুঃখ হয় তখন বাবাকেই স্মরণ করে। নিশ্চই বাবা সুখ দিয়েছিলেন। কেউ দুঃখ দিলে তো বলে যে - হায় বাবা, হায় ভগবান। প্রত্যেক জন্মে হায়-হায় করে এসেছে। এখন তো বাবা তোমাদেরকে একদম সহজ করে বোঝাচ্ছেন। যদি তোমরা স্বাস্থ্যবান নাও হও, যতই অসুস্থ থাকো, তথাপি তোমরা সেবা করতে পারো। যেরকম অসুস্থ মানুষকে বলে যে - রাম রাম বলো। তেমনই তোমরাও অসুস্থ মানুষকে বলো - শিববাবাকে স্মরণ করো। এইভাবে অবশ্যই অন্যদেরকে স্মরণ করাতে হবে। মৃত্যু আসন্ন অবস্থাতেও তোমরা এই জ্ঞান অন্যদেরকে দিতে পারো। তোমরা হলে পরমাত্মার সন্তান, তাঁকে স্মরণ করো। শিববাবা হলেন অসীম জগতের বাবা, তিনিই উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সেবা করার শখ থাকলে তো মরার সময়ও কাউকে জ্ঞান শোনাতে পারো। এমন নয় যে হাসপিটালে পড়ে থাকলে, আর মুখ বন্ধ হয়ে গেল। মুখ থেকে কোনও না কোনও জ্ঞানের কথা বের করত হবে। কতো ভালো স্থিতি হওয়া চাই। অসুস্থ অবস্থাতেও অনেক সেবা করতে পারো। আত্মীয় পরিজনরা এলে তাদেরকেও বলো - পরমাত্মাকে স্মরণ করো। তিনিই সকলের রক্ষা কর্তা, এইজন্য শিববাবাকে স্মরণ করো। তিনি হলেন এক। এক বাবার থেকেই সকলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। লৌকিক সম্বন্ধে উত্তরাধিকার মেল-দের (পুরুষদের) প্রাপ্ত হয়। কন্যারা হলো ১০০ ব্রাহ্মণের থেকে উত্তম। পবিত্রকে দান দেওয়া হয়ে থাকে। তোমরা কন্যারা হলে সবচেয়ে পবিত্র, সেইজন্য কন্যা দানের কথা বলা হয়ে থাকে (বিবাহে)। মানুষ একে বড়

দান মনে করে। বাস্তবে এ কোনো দান নয়। দান তো এখন তোমরা করে থাকো। বলো যে আমরা নিজের কন্যাকে শিববাবাকে দিয়ে থাকি, স্বর্গের মহারানী হওয়ার জন্য। কিন্তু কন্যাও এমন ভালো লেখাপড়া জানা হোক, আপন দৈবীকুলের হোক যাকে বোঝালে তৎক্ষণাৎ বুঝে যায়। সার্ভিসেবেল চাই। ছোট বাচ্চাদের তো সামলাতে হবে না। কাউকে বোঝানো অতি সহজ যে শিববাবা হলেন তোমাদের অসীম জগতের পিতা। চিত্র সামনে রয়েছে। দেখো, এনারা এইরকম সত্যযুগের উত্তরাধিকার পেতে চলেছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের এই উত্তরাধিকার কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে? কত সহজ কথা, সেইজন্য বাবা বড় চিত্রও তৈরী করছেন। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আমরা ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করেছি, এখন বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি তারপর নতুন দুনিয়ায় আসবো। আমাদের বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা, আমাদের সেখানকার মালিক বানিয়ে দেন। তোমাদেরকেও কায়দা বলে দিচ্ছি যে অসীম জগতের বাবার থেকে তোমাদের সদা সুখের উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে? এক তো নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা যাচ্ছি, আমি আত্মা চলছি। এর অত্যন্ত ভালো প্র্যাকটিস চাই, দেহ- অভিমান ভেঙে যাবে। দেহ-অভিমানীর লৌকিক সম্বন্ধ স্মরণে আসে। দেহী-অভিমানীর পারলৌকিক বাবাই স্মরণে পড়বে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে এ'কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে - আমি হলাম আত্মা। বাবার মতানুসারে চলতে হবে। শিববাবা মত দিচ্ছেন - নিজেকে আত্মা মনে করো। পরিশ্রম করতে হবে। স্বর্গের উপযুক্ত তো তৈরী হবে। কিন্তু অল্পেতেই খুশি হয়ে যেও না। অবশ্যই স্বর্গে তো যাবেই কিন্তু পাকাপাকিভাবে প্রকৃত সন্তান হও। প্রকৃত সন্তান তাদেরকেই বলা হয় যারা বাপদদাকেই স্মরণ করে। অন্য কেউ স্মরণে এলে তাহলে সে সৎ (সৌতেলে) সন্তান হয়ে যায়। অনেকেই আছে যাদের দুই-ই স্মরণে আসে। এই বাবা হলেন অবিনাশী স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদানকারী। এটাও হলো কুল, ওটাও হলো কুল। ওর দ্বারা তো দুঃখই পাওয়া যায়। এছাড়া অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতে হবে - আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি আর কোন্ দিকে যেতে হবে? লৌকিক দিকে নাকি পারলৌকিক দিকে? বুদ্ধি বলে পারলৌকিক বাবার হয়ে আমরা কেন স্বর্গের দিকে যাব না? লৌকিক সম্বন্ধের থেকে জীবিত থেকেও মৃত হয়ে যেতে হবে। পারলৌকিক বাবার হয়ে গেলে তখন স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। এখানে তো নরকের মালিক হয়ে যায়। এখন আত্মা বলে বুদ্ধিকে কোথায় জুড়বো? আপন শান্তিধাম, সুখধামে যাব নাকি এখানে যাব? বাস্তবে এখানে যাব.... এ'কথা আসাই উচিত নয়। এখানে তো জন্ম-জন্মান্তর থেকেছো। এখন তো আমরা পারলৌকিক বাবাকে কখনো ছাড়বো না।

এখানে বাচ্চারা তোমরা সম্মুখে বসে রয়েছে। এখানে তোমাদের কারো লৌকিক সম্বন্ধ নেই। বুদ্ধি বলে যে, আমি তো বাবার সাথে মুক্তিধাম - শান্তিধামে যাচ্ছি। ভোর বেলা উঠে এইরকম এইরকম বিচার সাগর মন্ডন করা উচিত। এইভাবে বসলে ভীষণ সুন্দর আর অনুভব হবে। এখন কোন্ দিকে যাওয়া উচিত? নরকের দিকে কেন যাবো? এই মায়া অনেক বড় ধোঁকা দিয়ে দেয়। এখন তো তোমাদের কাছে এইম অক্লেস্ট রয়েছে। এখন তোমরা কিনারায় রয়েছে। তোমরা জানো যে এই তরফে তো রয়েছে দুঃখই দুঃখ, ওই তরফে রয়েছে ২১ জন্মের সুখ। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, কেননা আমার কাছে আসতে হবে। মায়া বলে দুনিয়ার দিকে এসো। কোনদিকে যাবো? রাস্তা তো পেয়েছো। এক তরফে হলো স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা, অন্যদিকে হলো নরকে যাওয়ার রাস্তা। টিবাটা (তিন মাথার মোর, T - junction) হয় না? তিনটি গলির মোর এ হয় টিবাটা। এখন আমরা কোন্ দিকে যাবো? একটি গলি হলো মুক্তির, একটি গলি হলো জীবনমুক্তির আর একটি হলো নরকের। যেমন তিন নদীর সঙ্গম হয়। তিন বাটিকা রয়েছে। এক বাটিকায় আমরা রয়েছে। টিবাটার উদাহরণটা ঠিক। এখন কোন্ দিকে যাবে? নরকের তো বিনাশ হবে। এখানে ভীষণই দুঃখ। এখন আমরা টিবাটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিছনে তো ফিরে যাবো না।

দুঃখের গলির থেকে বের করে নিয়ে বাবা টিবাটাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। দুঃখীধামের গলির মধ্যে তো তোমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে পাস করছো। এখন বুদ্ধি বলছে মুক্তি - জীবনমুক্তির দিকে যাই। মুক্তিধামে তো সব সময়ে বসে থাকা যাবে না। এমন নয় যে, আমরা পার্টের থেকে ছাড়া পেয়ে যাবো, আসবোই না আর পার্ট প্লে করতে। পার্ট প্লে করার থেকে ছাড়া তো পাবে না। ড্রামা অনুসারে আসবে অবশ্যই। তারপরে তো মশার ঝাঁকের মতো মরবে। এতখানি দুঃখ যখন দেখেছো তাহলে এতখানি সুখও তবে দেখা উচিত। ড্রামাতে বাবা সমান ভারসাম্য রেখেছেন। এমনকি এমনও আছে যে কারো কারো অল্পই পার্ট, এক দুই জন্মের জন্য এলো আর গেলো। এখন তোমরা টিবাটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটা হলো শান্তিধাম আর সেটা হলো সুখধাম। যদি শান্তিধামে যেতে চাও তাহলে তো শান্তিধামকে স্মরণ করতে থাকো। মুক্তিকে তো স্মরণ করতেই হয় তাই না? পিছনে যে আত্মা আসবে সেই আত্মাদের মুক্তিধামে বেশী সময় থাকার কারণে মুক্তিধামই বেশী স্মরণে আসে। তোমাদের জীবনমুক্তিধাম স্মরণে আসে যে, আমাকে তাড়াতাড়ি স্বর্গে যেতে হবে। তারা (পরে যার আসে) চায় মুক্তিতে থাকতে। আত্মা, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো এতেই কল্যাণ রয়েছে। নির্বাণধামে থাকতে চায়, সুখধামে

আসতে চায় না, তার থেকেই বুঝতে পেরে যাবে যে, এনার পাঁট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা তো সুখধামে যাওয়ার জন্য টিবাটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছো। পুরুষার্থ করছো তোমরা।

তোমাদের সত্যিকারের যোগ মানুষের পছন্দ হবে। আচ্ছা, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। চক্রকেও স্মরণ করার দরকার নেই। এই জ্ঞান হলো সব ধর্মের মানুষের জন্য। এটাই মনে করা হয় যে, ড্রামা অনুসারে যারা যতটা জ্ঞান নিয়েছে তারা এসে নিজেদের পদ নিয়ে নেবে। মুক্তিধামে যেতে যদি চাও তবে তো বাবাকে স্মরণ করো। আর যদি চাও যে, আমরা সর্বদা সুখী থাকবো, তাহলে সেখানে (সত্যযুগে) শান্তিও রয়েছে, সুখও রয়েছে। যে যেই তরফের হবে সে সেটার উত্তরাধিকার পাবে। সকলের মুক্তি - জীবনমুক্তি দাতা তো বাবা-ই না? এক দুই জন্ম নিলে তাতেও সুখও দেখবে, দুঃখও দেখবে। যেন মশা এলো আর গেলো। সেটাকে অমূল্য জীবন বলা হবে না। তোমরা তো সর্বদা প্রফুল্লিত থাকো। তোমরা লাইট হাউস হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছো। দুই তরফের রাস্তাই দেখাতে পারো। চাও তো মুক্তিধামে চাও, চাও তো মুক্তি - জীবনমুক্তি উভয়কেই স্মরণ করো। এতে শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কুমারীদের জন্য তো অত্যন্ত সহজ। কারণ তারা সিঁড়ি চড়েনি। ছোট বয়সে চড়তে ভালো লাগবে, কেননা বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকে। কারোরই স্মরণ থাকে না। তোমরা সবাই হলে কুমারী, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না, কেবল পড়াশোনাতে যুক্ত থাকো, ব্যস, তাহলে তরী পার হয়ে য। এইসব কথা অসীম জগতের বাবাই বোঝান, যিনি এরপর আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান। চিত্রও রয়েছে, আমাদেরকে এইরকম হতে হবে। বাবা বলেন, এই পড়াশোনার দ্বারা তোমরা মানব থেকে দেবতা হবে। এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। তোমরা এখন আলোকের মধ্যে রয়েছো। বাবা এসে (অজ্ঞানতার) নিদ্রা থেকে জাগিয়েছেন। এ হলো বুদ্ধিকে, আত্মাকে জাগানো। বাবা এসে জাগান - জাগো, সুখধামের জন্য পুরুষার্থ করো। যারা তোমাদের কুলের হবে, তারা আসতে থাকবে, বুদ্ধি পেতে থাকবে। তোমাদের কতো প্রজা তৈরী হয়, তোমরা হিসাব করে বলতে পারবে? না। কেউ কেউ তো অনেকদিন শোনার পরেও চলে যায়, কেউ অল্প একটু শুনে চলে যায়। হিসাব রাখতে পারবে না। বড় মালা, ছোট মালা, বিত্তবান, প্রজা কীভাবে হয়, কারা কারা হয়, এই সব কিছু বুদ্ধিতে রয়েছে। মুখ্য সূর্যবংশী, মহারাজা - মহারানী কারা হবেন, তারপর চন্দ্রবংশী কারা হবে, প্রজা কতজন হবে - এই সমস্ত কথা এখানে তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ কল্প বৃক্ষ বা সকল ধর্মের চক্রের মাঝখান থেকে ডালপালা, পাতা ইত্যাদি বের হয়, এখনো পাতা বেরিয়েই চলেছে। সেখানে নিরাকার দুনিয়া একেবারে খালি হয়ে যাবে। তারপর বিনাশ হয়ে যাওয়ার কথা। মহা যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অসংখ্য। এখানে কতো কতো শেষ হয়ে যাবে। বাকি যারা থাকবে তারা সত্যযুগে এসে রাজত্ব করবে। এখন তো কতো কতো সংখ্যায় মানুষ। অল্পও এতখানি নেই।

তোমরা জানো যে - বাবা আসেনই সঙ্গমে। বাবা বোঝান যে - বাচ্চারা, শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতেই হবে। সকল বিষয়ের রায় নিতে থাকো। প্রত্যেক আলাদা আলাদা হিসাব রয়েছে। শ্রীমৎ অবিনাশী সার্জনের থেকে নিতে থাকো। সবাইকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ বলে দেওয়া হবে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় যে - এই দুনিয়া শেষ হয়েই রয়েছে। এখন বাবাকে স্মরণ করো তবে তরী পার হয়ে যাবে। বাবা এসেছেনই নরকের বিনাশ করে স্বর্গের স্থাপনা করতে। আমরা আপনাকেও বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া রায় প্রদান করছি, শ্রী শ্রীর থেকে প্রাপ্ত হওয়া এই শ্রীমৎ আপনাকে শোনাচ্ছি। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তবে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সার্ভিসের শখ রাখতে হবে। অসুস্থ অবস্থাতেও বাবাকে স্মরণে রাখতে হবে আর অন্যদেরকেও স্মরণ করাতে হবে। মুখে জ্ঞান দান করে যেতে।

২) সুনিশ্চিত ভাবে বাবা মায়ের সন্তান (মাতলে) হতে হবে অর্থাৎ এক বাবারই স্মরণে থাকতে হবে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। দ্বিতীয় আর কেউ যেন স্মরণে না আসে।

বরদানঃ:- নিজের শুভ এবং শক্তিশালী ভাবনার দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব বাচ্চারা তোমাদের মনে সর্বদা এই শুভ ভাবনা রয়েছে যে সকলের যেন কল্যাণ হয়। সকল আত্মা অনেক জন্মের জন্য যেন সুখী হয়ে যায়, প্রাপ্তিতে যেন সম্পন্ন হয়ে যায়। তোমাদের এই শুভ আর শক্তিশালী

ভাবনার ফল বিশ্বের আত্মাদের পরিবর্তন করছে, এর পরেও প্রকৃতি সহ পরিবর্তন হয়ে যাবে। কেননা তোমরা হলে সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা, ড্রামা অনুসারে তোমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়ার বরদান রয়েছে। সেইজন্য যে আত্মারাই তোমাদের সম্বন্ধ - সম্পর্কে আসে, তারা সেই সময় শান্তি বা স্নেহের ফলের অনুভূতি করে থাকে।

স্লোগান:- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত থেকে নির্ণয় করো, তবে সকল কর্মে সফলতা প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পরমাত্মা মিলন মেলার সওগাত - মুকুট, সিংহাসন আর তিলক"

আজ অসীম জগতের বাবা তোমাদের অসীমিত রূপকে দেখছেন। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা আর তোমরা সকলেও হলে অসীম জগতের মালিক তথা বালক। বাপদাদা সকল স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন আর বাচ্চারা বাবাকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছে। বাবারই অনেক বেশী খুশী হচ্ছে নাকি বাচ্চাদের খুশী বেশী - কি বলবে? উভয়েরই? একে বলা হয় পরমাত্মা মিলন মেলা। মেলা তো অনেকই হয়, কিন্তু পরমাত্মা মিলন মেলা একমাত্রই সঙ্গমযুগে হয়ে থাকে। সমগ্র কল্পে আর হতে পারে না। এখনই হচ্ছে আর হবেও। তোমাদের সকলেরই মেলা তো ভালো লাগে তাই না? বাপদাদা তো বাচ্চাদের ভাগ্যকে দেখে প্রফুল্লিত হন আর হৃদয়ে এই গীত গুঞ্জনিত হতে থাকে - বাঃ বাচ্চারা বাঃ! যে ভাগ্য স্বপ্নেও ছিল না, সংকল্পেও ছিল না, কিন্তু এখন সাকারে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অনুভব করছে তোমরা। প্রত্যেকের ললাটে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা ঝলমল করছে। তোমরা সকলে ঝলমলে উজ্জ্বল নক্ষত্র তো না? নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তোমাদের স্মৃতিতে থাকে তো না? ভাগ্য শ্রেষ্ঠ কেন? কেননা ভাগ্য বিধাতার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ভাগ্যবান আত্মাদের দিব্য ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছে যে। বাবাকেও ভাগ্য বিধাতা বলা হয় আবার ব্রহ্মাকেও ভাগ্য বিধাতা বলা হয়। আর তোমাদের সকলের জন্ম তো বাপদাদার দ্বারা হয়েছে। তো যাদের বাবা হলেন স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা, তাদের ভাগ্য কতখানি শ্রেষ্ঠ হবে! পরমাত্মা মিলন পালিত করছে তাই তো? (ডবল ফরেনারদের প্রতি) এরাও পালন করছে। অসীম জগতের এই মেলায় যদি ডবল বিদেশীরা না থাকতো তবে অসীম জগতের বলা হতো না। সুতরাং তোমাদেরও বিশেষ পার্ট রয়েছে, যেটাকে দেখতে দেখতে বাবাও প্রফুল্লিত হন আর বাচ্চারাও প্রফুল্লিত হয়। ভাগ্য বিধাতার দ্বারা জন্ম হওয়া - এ হলো সবথেকে নম্বর ওয়ান ভাগ্য। তার সাথে সাথে সমগ্র কল্পে কারোর জন্মে এক পরমাত্মা বাবাও হবেন, শিক্ষকও হবেন, সঙ্গুরুও হবেন আর সর্ব সম্বন্ধও তিনি রক্ষা করবেন - এই রকম সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত কারো ভাগ্যে প্রাপ্ত হয়েছে? এখন তোমরাই তা পেয়েছো। এখন তোমরা নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলতে পারো যে, আমাদের পালনহার (পালনকর্তা) হলেন পরম আত্মা। জগতের মানুষ বলার জন্যই বলে যে, পরমাত্মার দ্বারাই পালিত হচ্ছে, কিন্তু তোমরা প্র্যাকটিক্যাল অনুভবের দ্বারা বলতে পারো যে পরমাত্মা হলেন আমাদের বাবা আর বাবাই হলেন আমাদের পালনহার, তিনিই আমাদেরকে প্রতিপালিত করছেন। এই নেশা রয়েছে নাকি একটু আধটু ভুলে যাও? জ্ঞানের পথে চলতে চলতে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সাধারণ মনে করে নাও, শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কিন্তু সাধারণ ভেবে নাও। সেইজন্য যে নেশা আর খুশীর ঝলক সদা থাকা উচিত, সেটা থাকে না। এমনিতে তো এক সেকেন্ডও ভুলতে পারার কথা নয়, কিন্তু কমন মনে করে নিচ্ছো যে, বাবাকে পেয়ে গেছি, বাবা আমার হয়ে গেছেন, আমিও বাবার হয়ে গেছি... বাবা যখন আমারই তাহলে তো নেশা (গর্ব) থাকার কথা তাই না? কিন্তু কখনো উচ্চ তো কখনো মধ্যম, কখনো সাধারণ হয়ে যায়। ভাবো, আমার বাবা হলেন পরম আত্মা! আর তারপর শিক্ষক হলেন ডায়রেক্ট পরম আত্মা! তিনি কী শিক্ষা দিয়েছেন? তোমাদেরকে কী বানিয়ে দিয়েছেন? ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ। এই রকম পড়াশোনা কী কেউ করে থাকে? এখনও পর্যন্ত এই ধরনের ডিগ্রী শুনেছো - জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এই সমস্ত ডিগ্রী গুলি তোমরা দেখেছো। কিন্তু ত্রিলোকিনাথ, ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, নলেজফুল... এই রকম ডিগ্রী দেখেছো? দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত কারা পেয়েছে? তোমরা পেয়েছিলে? তোমরাও তো ৬৩ জন্ম নিয়েছো। সুতরাং না কেউ পেয়েছে, না কেউ পাবে? এই রকম শিক্ষক হলেন আমাদের। সায়েন্টিস্টরা সায়েন্সের যত পরিকল্পনাই করুক না কেন, তবুও তো ত্রিলোকিনাথ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। তিন লোকের নলেজ প্রাপ্ত করতে পারবে না। আর তোমাদের মধ্যে তো ৫ বছরের বাচ্চাও তিন লোকের নলেজ দিয়ে থাকে। সেও নেশার সাথে বলবে - হ্যাঁ, সূক্ষ্মলোক, মূললোক রয়েছে। তো পরম আত্মা হলেন শিক্ষকও। শ্রেষ্ঠ শিক্ষার দ্বারা এই ডিগ্রী তো প্রাপ্ত করিয়েছেন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বে সব থেকে শ্রেষ্ঠ'র থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজ্য পদ হয়ে থাকে। তো পড়াশোনার দ্বারা পদও তো প্রাপ্ত হয়, তাই না? তো তোমাদেরকে রাজা বানিয়েছেন? এখন তোমরা রাজা হয়েছো নাকি হতে হবে? তো রাজা আর বসে রয়েছে কিনা মেঝেতে? পাকা বাড়িঘরও নেই, টেনে বসে রয়েছে! তাহলে দেখো শ্রেষ্ঠ'র মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ হলো রাজ্য-পদ। এখনও তোমরা হলে স্বরাজ্য অধিকারী আর ভবিষ্যতেও বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হবেই হবে। এটা পাচ্ছা আছে তো? কে রাজত্ব করবে? তোমরা রাজত্ব করবে নাকি তোমাদের উপরে কোনো রাজা রাজত্ব করবে? না। এই এতজন রাজা হয়ে যাবে? এতজন রাজত্ব করবে? প্রজা তৈরী করেছে নাকি নিজের উপরেই নিজে রাজত্ব করবে? তো নিজের ভাগ্যকে দেখো।

- পরম আত্মা হলেন আমার শিক্ষক, রাজ্য পদ প্রদানকারী। আর তারপরে সঙ্গুরু হয়ে... গুরু কী করেন? মন্ত্র দেন তাই

না? তো সন্ধুর কি মন্তব্য দিয়েছেন? মন্তব্যনাভব। সন্ধুর থেকে মহামন্তব্যও প্রাপ্ত হয়েছে আর সর্ব বরদানও প্রাপ্ত হয়েছে। কত গুলো বরদান প্রাপ্ত হয়েছে? বরদানের লিস্ট দেখো, কতখানি লম্বা সেটা। রোজ তোমরা বরদান পাও তাই না? কতো সময়কাল ধরে পাচ্ছো তোমরা! এত এত বরদান কোনো ফলোয়ারকেই কোনো গুরু দিতে পারে না। এই রকম সন্ধুর, যিনি রোজ বরদান দেন, এমন দেখেছো কখনো? এখন নেশা রয়েছে না? (হ্যাঁ বাবা) খুব ভালো। সব সময় রাখবে। এই রকম নয় যে, এখান থেকে গিয়ে বাসে উঠে গেলে আর নেশা কেটে যাওয়া শুরু হয়ে গেলো। সব সময় যেন বাড়তে থাকে।

বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সব সময়ই প্রতিটি সাবজেক্টে নম্বর ওয়ান দেখতে চান। তো নম্বর ওয়ান হয়েছে তোমরা নাকি এখনও হতে হবে? নেশার সাথে বলো যে, আমরা না হলে কে হবে? বিদেশীদের তো ডবল নেশা রয়েছে না? খুব ভালো। বাবাও খুশী হন যে, আমার এক একজন বাচ্চা হলো রাজা বাচ্চা। প্রজা নয় কেউ। প্রজা তো পিছনে আসবে, তোমরা তো তবুও কতখানি লাগি যে এতখানিও চাম্প পেয়েছো। টেনে থাকতে হয়েছে তো কী হয়েছে? মাটিতে তো শুতে হচ্ছে না, গদি বা তোষক এ ঘুমোচ্ছো তোমরা। ব্রহ্মা ভোজনও তো খুব ভালো পাচ্ছো। পরমাত্মার সাথে মিলন মেলা হলে সেখানে মায়াও তো অবশ্যই ঝামেলার সৃষ্টি করবে। তোমাদের কাজ হলো মেলায় মিলিত হওয়া আর মায়ার কাজ হলো ঝামেলা তৈরী করা। তাহলে ঝামেলাও হলো আবার মেলাও হলো। (কেউ বলে উঠলো সাইক্লোনও হয়েছে)। কোনো ব্যাপার নয়। এ হলো তোমাদের পুরুষার্থের সাইক্লোন আর ওটা হলো হাওয়ার সাইক্লোন। ঘাবড়ে তো যাও না যে এ কী হয়ে গেল? না। সাইক্লোন আসুক, বৃষ্টি আসুক, যত অস্থিরতার সৃষ্টিই হোক, কিন্তু তোমাদের মন অচল আছে তো? মাতা'রা তোমরা ঘাবড়ে যাওনি তো যে, টেনে উড়ে গেল, এখন কী করব? না, কেউই ঘাবড়ে যায়নি। এক আধ জন তো ঘাবড়ে গেছিল তাই না? মজা লাগছে? আরও দুই চারদিন রাখবো? আচ্ছা। বাপদাদাও মায়ার ঝামেলা দেখে পরিত্রস্তা করতে থাকেন। খেলা দেখতে থাকেন যে - বাচ্চারা কি করছে আর মায়া কি করছে?

বাচ্চাদের স্নেহ দেখে বাপদাদা খুশী হন। এই স্নেহই তো মিলন মেলা করিয়েছে। বাবারও স্নেহ রয়েছে তো বাচ্চাদেরও স্নেহ রয়েছে, উভয়ে মিলে যাওয়ায় কী গেছে? মেলা। দৃশ্যটাও কত সুন্দর দেখাচ্ছে। এই রকম কখনো ভেবেছিলে যে - এত বড় পরিবার পাবে আর এত বিশাল বড় পরিবার কারই বা হতে পারে? তোমাদের গৃহ কয়টি? (একটি) আর তোমাদের সেবার স্থান কয়টি? (অনেক রয়েছে) তাহলে সেগুলোকেও তো বাবার বাড়ি বলে থাকো তোমরা না? তো বাবার বাড়ি মানেই তোমাদের বাড়ি। মানুষজন বলে তোমরা মানুষকে বাড়িঘর ছাড়িয়ে থাকো আর তোমরা কতগুলো ঘরবাড়ি বানিয়েছো? গুনতে পারবে না, মনে মনে থাকে। তো এটা ছেড়ে দেওয়া নয়, এ হলো পরিবারকে বাড়ানো। আর পরিবারকে ছেড়েছো নাকি এত বিরাট বড় পরিবারকে বানিয়েছো যে, এত বড় পরিবার কোথাও পাওয়াই মুশকিল। সব ব্রাহ্মণদেরকে যতজনকেই যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, একই স্থানে এতজনের স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব হবে? কঠিন হবে তাই না? কেননা অন্যদের রাজ্য, আমাদের রাজ্য নয়। কিন্তু বাবাকে পেয়েছো, অসীমিত পরিবারকে পেয়েছো। তাই অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে অপরিসীম খুশী, অপরিসীম নেশা হয়ে থাকে তাই না? আর যদি সীমিত পরিধীতে ভাবে যে - আমি তো অমুক দেশের, তমুক দেশের, অমুক জোনের, তবে তো সেটা সীমিত গন্ডীর হলো। কিন্তু এ তো শুধুমাত্র আইডেনটিফাই করার জন্য বলা হয় যে - এটা হলো অমুক জোন, এটা হলো অমুক স্থান। কিন্তু নিজেকে তো তোমরা অসীম জগতেরই বলে মনে করে থাকো তাই না? নিয়মও তো রাখতে হয় তাই না! কেউ কেউ এই রকমও ভাবে যে, এটা কেমন কথা যে ব্যাজ লাগালে তবেই খাবার পাওয়া যাবে। তোমাদেরকে খাওয়ার জায়গায় বিরক্ত করে তাই না? কিন্তু এটা তো করতেই হয়, কারণ কায়দাতে রয়েছে ফায়দা (ডিসিপ্লিন থাকে তাহলে)। এটা বন্ধন নয়, এ হলো বিপ্লব থেকে নির্বন্ধন বানানোর সাধন। এটা কী নতুন নিয়ম বের করেছে - এ'সব ভেবো না। সংকল্প তো বাবার কাছে পৌঁছে যায় তাই না? কিন্তু তোমরা তো হলে মর্যাদা পুরুষোত্তম, তাই না? নাকি কেবল বড় দাদীরাই হলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম? আর তোমরা ফ্রি? মর্যাদা পুরুষোত্তম অর্থাৎ মর্যাদার মধ্যে যে থাকে, যে চলে। 'হাঁ জী'র পার্ট পাক্কা আছে তো? আচ্ছা! আর যখন কোনো কিছু ঘটে তখন 'হাঁ জী' হও নাকি 'না জী'ও হয়ে যাও? যখন কেউ এই রকম কথা বলে তখন 'হাঁ জী'র বদলে তখন 'না জী'তে এতখানি পাক্কা হয়ে যাও যে, তখন যদি বাবাও বলেন তখনও শোনে না। স্থাপনার সময় যখন ছোট ছোট বাচ্চারা এসেছিল, তখন বাপদাদা তাদেরকে এই পার্ট পাক্কা করানোর জন্য সব সময় বলতেন যে, না করা মানে হলো নাস্তিক, হ্যাঁ করা মানে হলো আস্তিক। তাহলে তোমরা কারা? আস্তিক তোমরা। নাস্তিক তো নও তাই না? কখনো কখনো হয়ে যাও। খেলা করে থাকে। মায়ারও নলেজফুল হয়ে গেছে তোমরা! কেননা মায়াও হলো নলেজফুল। নীচে ফেলে দেওয়ার বিষয়ে মায়া হলো নলেজফুল আর তোমরা হলে ওড়ার ব্যাপারে নলেজফুল। তো মায়াও দেখে যে এর উড়ান ওঠানামা করছে, তাহলে একে এবার আক্রমণ করা যাক। আর তোমরা নলেজফুল হওয়ার কারণে সেটা বুঝে যাও, ফলে

তোমাদেরকে আর হারাতে পারে না আর বিজয়ের হার তোমাদের গলায় পড়ে যায়। সকলের গলায় বিজয়ের মালা রয়েছে নাকি কখনো কখনো মালাকে নামিয়ে দাও? আচ্ছা।

পিছনে যারা বসে আছে তারা সবাই মজাতে আছে তো? এটাও তো মধুবনেরই এরিয়া তাই না? তো মধুবন ছাড়া আর কোথাও কি এত বড় মেলা হতে পারে? হতে পারে না তাই না? তো মধুবন হলো অসীম জগতের গৃহ। এখানে সব কিছু হলো অসীম। অন্য সব জায়গায় তো তাও অনেক কিছু দেখতে হয় আর এখানে সংকল্প করলে আর হয়ে গেলো। তো সকলে নিজের ভাগ্যের দ্বারা পরমাত্ম মেলাতে পৌঁছে গেছে। যারা এই কল্পে প্রথম বার এসেছে তারা হাত তোলো। (প্রায় ১৩ থেকে ১৪ হাজার ভাই বোন এই সভায় রয়েছে, তার মধ্যে বেশীরভাগই হলো নতুন ভাই বোন) খুব ভালো, টি. ভি. তে নিজেদেরকে দেখতে পাচ্ছে। এও দেখো যে, মেজরিটি সায়েন্সের সব উপকরণ এখনই বের হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও এই সমস্ত সায়েন্সের উপাদান ছিল না। কিন্তু কাদের জন্য বেরোচ্ছে? তোমাদের জন্য। বাপদাদাও সায়েন্টিস্ট বাচ্চাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কেননা বাবার বাচ্চারাই সেগুলির থেকে সুখ নিতে পারছে। তাহলে কতো ভালো লাগছে! কিন্তু বাপদাদা এখন কি চান? স্থাপনা হয়েছে কত বছর হয়ে গেছে? ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তোমরা। বাপদাদা তো এখন সকল বাচ্চাদেরকে বলেছেন না যে, সবাই হলো রাজা? রাজা সিংহাসনে আসীন হয়ে থাকে না? রাজত্বের চিহ্ন হলো মুকুট, সিংহাসন আর তিলক। তো বাপদাদা এই বছরে নতুন হোক কিম্বা পুরানো - যদি নতুনও হও, সমাপ্তির সময় তো নতুনদের জন্যও সমীপ তো পুরানোদের জন্যও সমীপ। এই রকম ভেবো না যে আমরা হয়তো ৬০ বছরও পারবো না। না, তোমাদেরকে মেকআপ করতে হবে। যদি লাস্টে এসে থাকো তবে ফাস্ট (দ্রুত) যেতে হবে। কিন্তু সম্পন্ন হওয়ার, সমাপ্তির সময় সকলের একই, সেইজন্য নতুন হও কিম্বা পুরানো, 'আমি হলাম স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা' - সর্বদা স্মৃতির তিলক অঙ্কিতই রয়েছে। কখনো মুছে গেলো, কখনও অঙ্কিত রয়েছে...। না। রাজ্য অধিকারী অর্থাৎ তিলকধারী - এই স্মৃতির তিলক যেন অবিনাশী থাকে, সাধারণ নয়। আমি হলাম তিলকধারী, আমি হলাম বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকুটধারী। কতো বড় বিশ্ব আর তোমরা সবাই হলে বিশ্ব কল্যাণকারী। একা বাবাই (বিশ্ব কল্যাণকারী) নন। বাবার সাথী তোমরা সকলেও। তো বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্বের মুকুট আর সর্বদা বাবার হৃদ সিংহাসনে আসীন। নীচে নেমে এসো না। সদা সিংহাসনে আসীন। এমনিতেও দেখো যারা অত্যন্ত প্রিয় হয়, আদরের বাচ্চা হয়, মা - বাবা তাদেরকে মাটিতে যেতে দেয় না, মাটিতে পা রাখতে দেয় না। তাহলে তোমরা কতখানি আদরের! আদরের তোমরা নাকি আদরের যারা তারা পরে আসবে? তোমরাই। অতএব সিংহাসনকে ছেড়ে দিয়ে সাধারণ স্বরূপ, সাধারণ সংকল্প... এইরূপ মাটিতে বা ধরনীতে পা রেখো না। বুদ্ধি রূপী পা সর্বদা যেন সিংহাসনে আসীন থাকে। পরমাত্ম বাবার বাচ্চা তোমরা। মহাত্মার বা ধর্মাত্মার নও তোমরা, পরম আত্মার তোমরা। এখন তো সকলে নেশাতে ঠিক আছে, সেটা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সর্বদা থাকবে তো? নাকি একটু আধটু থাকবে, তারপর যুদ্ধ করবে, তারপর বিজয় প্রাপ্ত করবে - এই রকম তো নয়? ব্রাহ্মণ তোমরা নাকি ক্ষত্রিয়? ব্রাহ্মণ তোমরা। ক্ষত্রিয় নও, যুদ্ধ করো না তো? নাকি কখনো ব্রাহ্মণ হয়ে যাও, কখনো আবার ক্ষত্রিয় হয়ে যাও? যদি মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হয়, তবে তো ক্ষত্রিয় হলে। ব্রাহ্মণ মানে হলো বিজয়ী আর ক্ষত্রিয় মানে যারা যুদ্ধ করে। বাপদাদার তো কখনো কখনো বাচ্চাদের উপরে খুব করুণা হয়, তারা বসছে যোগে আর করছে যুদ্ধ! তারা বলে এক ঘন্টা যোগে বসলাম, কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে কতক্ষণ যুদ্ধ চললো আর কতটুকু যোগ হলো? যদি কোনো কারণে (যোগে) অনুভূতি না হয়, তবে অবশ্যই যুদ্ধ করার স্টেজ রয়েছে। বাপদাদা বলেন - যোগী বাচ্চা আর হয়ে যাও যোদ্ধা বাচ্চা! কত সময় ধরে যুদ্ধ করবে? অস্তিম সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবে? ঠিক আছে ছাড় দিয়ে দিলাম - যুদ্ধ করতে চাইলে যুদ্ধ করো। অনুমতি চাই? চাই না? তাহলে করো কেন? দুর্বল হয়ে যাও, তাই মায়া এতটা অধীন বানিয়ে নেয়, যেটা করতে চাও না, কিন্তু করে ফেলো তখন। যেমন কোনো কোনো সার্ভেন্ট খুব ভোলা হয়ে থাকে, মালিক তাকে অধীন বানিয়ে নেয়, সার্ভেন্ট যে কাজটা করতে পারে না, মালিক চাকরি চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে করিয়ে নেয়। মায়াও এই রকম করে, তোমরা চাও না, কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে মায়ার অধীন হয়ে যেতে হয়। তো সেই সময় তোমরা কি তবে যোগী হলে নাকি যোদ্ধা হলে? যোগী তো বলা যাবে না, তাই না? তো বাপদাদা এটাই চান যে, প্রতিটি বাচ্চা যেন যোগী বাচ্চা হয়, যুদ্ধ করা বাচ্চা নয়। বাপদাদার, বাচ্চাদের যুদ্ধ করার পরিশ্রম ভালো লাগে না। পরমাত্মার সন্তান তোমরা, তো সদা আমোদে থাকবে, আনন্দে মজায় থাকবে, যুদ্ধের পরিশ্রম করে নয়। তাহলে কি হবে তোমরা? যোগী বাচ্চা নাকি যোদ্ধা বাচ্চা? যোগী হবে নাকি একটু আধটু যুদ্ধ করা ভালো? বলার সময় তো হ্যাঁ, হ্যাঁ করে থাকো, তাহলে সেই সময়ের ছবি উঠে যায়। তাহলে এই বছরে সকলের চাট যেন হয় - সদা রাজ্য অধিকারী। অধীনতা সমাপ্ত। আচ্ছা।

সকল তরফের দেশ বিদেশের সর্ব সূক্ষ্ম স্বরূপের দ্বারা দৃশ্য দেখে থাকা আত্মারা, চতুর্দিকের সদা শ্রেষ্ঠ প্রতিপালনে পালিত, শ্রেষ্ঠ পড়াশোনার দ্বারা রাজ্য পদ প্রাপ্তকারী আত্মারা, সঙ্কল্পের দ্বারা সকল বরদান প্রাপ্তকারী আত্মারা, সদা মায়াজিত

বিজয়ী রত্ন, সর্বদা যুদ্ধকে ছেড়ে রাজযোগী স্থিতিতে স্থিত থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- একান্ত আর একাগ্রতার অ্যাটেনশনের দ্বারা তীব্রগতিতে সূক্ষ্ম সেবা করে থাকা সত্যিকারের সেবাধারী ভব দূরে বসে অসীম জগতের আত্মাদের সেবা করবার জন্য মন আর বুদ্ধি সব সময় ফ্রি থাকতে হবে। ছোট ছোট সাধারণ কথায় মন আর বুদ্ধিকে বিজি ক'রো না। তীব্রগতির সূক্ষ্ম সেবার জন্য একান্ত আর একাগ্রতার উপরে অ্যাটেনশন দাও। বিজি থাকলেও মাঝে মাঝেই একটু আধটু সময় বের করে নিয়ে একান্তের অনুভব করো। বাইরের পরিস্থিতি যদি অস্থিরও হয়, মন আর বুদ্ধিকে যে মুহূর্তে চাও, এক এর অন্তে সেকেন্ডে একাগ্র করে নাও, তবেই সত্যিকারের সেবাধারী হয়ে অসীম জগতের নিমিত্ত হতে পারবে।

স্লোগান:- জ্ঞানী তু আত্মা সে, যে জ্ঞানের সকল রহস্যকে বুঝে নিয়ে রহস্য যুক্ত, যুক্তিযুক্ত আর যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের লক্ষ্মা সিঁড়ি তখনই চড়তে পারবে যখন বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি থাকবে, স্মরণের দোড়ে দ্বারাই বিজয়মালায় চলে আসবে"

*প্রশ্ন:- একমাত্র বাবার সাথেই প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে তার কি নিদর্শন দেখা যাবে?

*উত্তর:- যদি একমাত্র বাবার সাথেই প্রকৃত ভালোবাসা থাকে তখন পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের প্রতি ভালোবাসা সমাপ্ত হয়ে যাবে। জীবিত থেকেও মৃতসম হয়ে যাওয়াই হলো ভালোবাসার নিদর্শন। বাবা ব্যতীত কারোর সঙ্গে যেন ভালোবাসা না থাকে। বুদ্ধিতে যেন থাকে এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে, এই হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ৮৪ জন্মের খেলা সম্পূর্ণ করেছো, এখন সবকিছু ভুলে আমাকে স্মরণ করো তবেই আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

*গীত:- বনমালী রে, তুমিই হলে বেঁচে থাকার আশ্রয়....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান শুনেছে যে এ হলো মিথ্যা দুনিয়া। অসত্য ভূখণ্ড ভারতের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেকের আপন-আপন জন্মভূমির খেয়াল থাকে। এখন বাচ্চারা বলে - আমাদের এই মিথ্যা ভূখণ্ডের সঙ্গে কোন তালুক নেই, কারণ এখানে অনেক দুঃখ রয়েছে। এখন তো সুখের নাম-নিশানও নেই। মিথ্যা ভূখণ্ডের আয়ু এখন অতি অল্পই বাকি রয়েছে। এ হলো অন্তিম জন্ম, একে মিথ্যা-ভূখণ্ড, মৃত্যু লোক বলা হয়ে থাকে। ওটা হলো অমরলোক। মৃত্যুলোকে কাল গ্রাস করে। তারপর পুনর্জন্মও মিথ্যা দুনিয়াতেই নেয়। বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন আমাদের এই দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বাবা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য সেইজন্য এই পুরানো দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বাবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক জুড়েছে সেইজন্য উত্তরাধিকারও তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়। এছাড়া যাদব, কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি অর্থাৎ বাবাকে জানেই না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের অদ্বিতীয় বাবার সঙ্গেই প্রীতি বুদ্ধি রয়েছে। বাবা বলেন যে গৃহস্থী জীবনে অবশ্যই থাকো, বাবাকে স্মরণ করো। এখন সমস্ত অ্যাক্টরদের ভূমিকা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সকলের শরীরের বিনাশ হবে। তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। মানুষ মরতে চায় না। তোমরা তো জীবিত থেকেও মৃত-সম হয়ে গেছো। এই দুনিয়ার কারোর সঙ্গে প্রেম নেই। এই শরীরের প্রতিও ভালোবাসা নেই। আত্মার আলো প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা হলাম বাবার সন্তান আমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরাই দেবতা ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। এখন আমরা পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছি, এই চক্রকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণে রাখতে হবে। আত্মা বলে যে অবশ্যই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন এ হলো অন্তিম জন্ম। বাবা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। অনেকবার আমরা ৪৪ জন্মের চক্রকে আবর্তন করেছি। স্বদর্শন-চক্রধারী হয়েছো, তাই না ! বোঝানো হয়ে থাকে যে এরকমভাবে আমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে আবর্তন করেছি। সমস্ত ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম বলা হবে না। যারা ব্রাহ্মণ হয় তারাই বুদ্ধিতে পারে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছিলাম - হে বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না। ৮৪ লক্ষ জন্মের তো কেউ বর্ণনাই দিতে পারবে না।

এখন তোমাদের সকল ধর্মের চক্রকেও জানা হয়ে গেছে। হিসাবপত্র বের করতে যারা হিশিয়ার হবে তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। অবশ্যই অমুক ধর্মের এত জন্ম নেওয়া উচিত। তোমাদেরও সম্পূর্ণ নিশ্চয় রয়েছে যে আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন, যার জন্যই হলো এই অতি ভয়াবহ যুদ্ধ। তাদের সকলের হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। বিনাশ হয়ই কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগের আদির সঙ্গমে। সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে বিনাশকাল বলা যাবে না। ওখানে তো বুদ্ধি পেতে থাকে। এখন সকলের বিনাশ হবে একে বিনাশকাল বলা হয়ে থাকে। এখন তোমাদের হলো অন্তিম জন্ম। এর আগে বাবা এলে তখন বলতে পারেনা যে তোমাদের এ হলো অন্তিম জন্ম। যখন খেলা সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি। তোমরা জানো অবশ্যই আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। গাওয়া হয়ে থাকে যে কুমারী হলো সে-ই, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে। এখন ওরা তো বুঝতে পারেনা যে ২১ কুল কাকে বলা হয়ে থাকে। ভারতে কুমারীদের অনেক মান্যতা রয়েছে, পূজন করে। জগদম্বা হলেন কুমারী, তাই না ! কুমারীকে আবার জগদম্বা বলা, এরও অর্থ চাই, তাই না ! জগদম্বা থাকলে তখন জগত-পিতাও চাই, তাই না ! জগত-পিতা থাকলে সাথে মাতাও চাই। এমন তো অনেক মাতারা রয়েছে যাদের জগৎ-মাতাও বলে। সংবাদপত্রেও পড়েছিলাম -- কোনো মাতাকে জগৎ-মাতা লিখেছিল। এখন জগৎ মানে হলো সমগ্র সৃষ্টি। তাহলে জগতের মাতা একজনই হবে নাকি ১০-২০জন হবে। রচয়িতা বাবা হলেন এক

তাহলে মাতাও একজনই চাই, তাই না ! এত মাতারা, সকলেই হলো জগতের মালিক। জগতের মাতা হলেন একজনই, তাই না ! জগদম্মা। তাহলে বাচ্চারা, এখন তোমাদের ভালবাসা হলো একমাত্র শিববাবার সঙ্গে। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রম রয়েছে, যাদের সম্পূর্ণ প্রেম আছে। সজনীর একমাত্র সাজনের প্রতি, বাচ্চাদের অদ্বিতীয় বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত। আর সকলের সঙ্গে ভেঙে ফেলতে হবে। নষ্টমোহ হতে হবে। পুরোনো দুনিয়ার থেকে নষ্টমোহ। যখন ঘর পুরোনো হয়ে যায় তখন বাবা নতুন বানায়। যখন নতুন হয়ে যায় তখন সেখানে বসে পুরোনোর অন্ত করে দেয়। বাবা বলেন - আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ, নতুন দুনিয়া রচনা করি। নতুন দুনিয়ায় নতুন দিল্লি রয়েছে। এই যমুনার উপকণ্ঠই আছে যেখানে তোমরা রাজ্য করো। তোমরা জানো যে ভক্তির অনেক বড় ব্যাখ্যা রয়েছে। স্তান তো একদমই অল্প আছে - এক সেকেন্ডের। বীজকে জানলে সমগ্র বৃক্ষই এসে যায়। আলাদা-আলাদা বিভিন্ন ধরনের ধর্মের বৃক্ষ (ঝাড়) রয়েছে, তাতে মুখ্য ফাউন্ডেশন হলো দেবী-দেবতা ধর্মের। অর্ধেক কল্পে এক ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম নেই। বাকি অর্ধেক কল্পে দেখো কত ধর্মের স্থাপনা হয়। বলা হয়ে থাকে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা দেবতা ধর্ম আর ঋত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন। সে তো দেখো, ব্রাহ্মণ তো তোমরা হলেই। তোমাদের মধ্যেও কেউ সূর্যবংশীয়, কেউ চন্দ্রবংশীয় হবে। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম। ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানে না। বলা হয়ে থাকে রিলিজিয়ান হলো শক্তি। এখন বাবা ধর্ম স্থাপন করেন তাহলে তোমরা বাবার হয়ে গিয়ে বাবার থেকে কত শক্তি গ্রহণ করো। তাছাড়া সর্বশক্তিমান বাবাই বাচ্চাদের যোগের মাধ্যমে শক্তিমান করেন। বাবা হলেন কত গুপ্ত। ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই। সর্বশক্তিমান যখন বলা হয় তখন অবশ্যই শক্তি দেবেন, তাই না ! তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি। শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করবে। নরককে স্বর্গে পরিণত করো। এই বল তোমরা প্রাপ্ত করো। যোগবলের দ্বারা তোমরা রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করো। তাহলে পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে এখন তোমাদের সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে ভালবাসা রয়েছে। অনেক বিপরীত বুদ্ধিও আছে কারণ তারা স্মরণ করে না। অনেক ভালবাসাও তাদের আছে, যারা প্রচুর স্মরণ করে। অল্প ভালবাসা থাকলে তখন বুঝবে স্মরণ করে না। বলে - কি করবো..., প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাই....। আরে, প্রিয়তমকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না ? বাবা, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, এমন বাবাকে স্মরণ করতে পারো না ? কারণ বলা ? বাচ্চা বলে বাবাকে স্মরণ করতে পারি না। আরে, তাহলে উত্তরাধিকার কি করে প্রাপ্ত করবে ? যত বাবাকে স্মরণ করো ততই শক্তি প্রাপ্ত হয়। এমন নয় যে শিববাবাকেও স্মরণ করো আর মুখ কালাও করতে থাকো তাহলে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারবে না। বলে - বাবা, আমরা ভুলে যাই, বিভ্রান্ত হয়ে যাই। বাবা বলেন - আরে, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে, তোমাদের তো অতি নেশা চড়ে থাকা উচিত। এরকম বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করা উচিত। প্রীত-বুদ্ধির হওয়া উচিত। শিববাবার সঙ্গে প্রেম না থাকলে ব্রহ্মার সঙ্গেও থাকবে না। তারা এভাবেই সকলের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকবে। যোগই নেই তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? গডলী বুলবুল হতে পারবে না। বুলবুল হওয়া উচিত, তাই না ! বাবার কাছে গডলী বুলবুল আছে, ময়নাও আছে, তোতাও আছে, কোনো কাকও আছে। সকলের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করে। কেউ আবার পিজীয়েনও(পায়রা) হয়। সে আওয়াজ (কথা বলতে) করতে পারে না। বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল থাকে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কোন্ ফুল ? গোলাপ হয়েছে নাকি রুহে-গোলাপ (আধ্যাত্মিক সুগন্ধী গোলাপ) হয়েছে ? আমরা কি মাম্মা-বাবার মতন সার্ভিস করি ? আমরা কি শ্রী নারায়ণকে বা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবো ? এমনভাবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি বাবাকে কতখানি স্মরণ করি ? কত সেবা করি ? বাবার থেকে তো অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ভারতে এসেছেন, অবশ্যই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন। অবশ্যই শিববাবা আসবেন তবেই তো সত্যযুগের রচনা করবেন, তাই না ! শিবের জয়ন্তী পালন করে। শিবেরও বার্থপ্লেস (জন্মস্থান) রয়েছে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মস্থান রয়েছে। কৃষ্ণের জয়ন্তী তো অতি ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। এখন তো শিব-জয়ন্তীতে ছুটিও দেওয়া হয় না। অন্ধকার নগরী, তাই না ! এখানে হলোই প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। হওয়া উচিত রাজা-রানীর রাজ্য। সে তো ড্রামা অনুসারে থাকেই না।

তোমরা জানো যে ভারত পবিত্র রাজস্থান হয়ে যাবে, তাহলে ওনাদেরকেও জাগরিত করতে হবে। পুনরায় দৈবী রাজস্থান স্থাপিত হচ্ছে। এখন আসুরীয় রাজস্থান হয়ে গেছে। পূর্বে ভারতবাসীরা পবিত্র ছিল, এখন তো অপবিত্র হয়ে গেছে, তবেই তো লোকেরা তাদের (দেবী-দেবতা) পূজা করে। এখন তো হলো নো রাজস্থান (রাজস্থান নেই)। তোমরা চিঠি লিখতে পারো অথবা সংবাদপত্রেও দিতে পারো যে ভারত ৫ হাজার বছর পূর্বে দৈবী রাজস্থান ছিল, এখন আর নেই। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ভাই-বোন। তোমরা হলে অতি অল্পসংখ্যক। গাওয়াও হয়ে থাকে -- রাম গেছে, রাবণ গেছে...। বোঝানো উচিত যে আমাদের কাছে অতি অল্পসময় বাকি রয়েছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে থাকো। সাথে সাথে ভবিষ্যতেরও খেয়াল রাখো। এই ধান্দাও (কাজ) করো, শরীর নির্বাহও করতে হবে। এ হলো ভবিষ্যতের জন্য। এতে পরিশ্রমের কিছু নেই, একদম সহজ। সেকেন্ডে ২১ জন্মের জন্য জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে

স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। কোনো অপবিত্রই যেতে পারে না। অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। তাহলে এখন হলো বিনাশকাল। যাদব আর কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি। পান্ডবদের ছিল প্রীত বুদ্ধি, যাদের বিজয় হয়েছিল। এখন সেই সময়ই চলছে। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- কেবল একথা স্মরণ করো যে এখন ফিরে যেতে হবে। এছাড়া সময় অতি অল্প রয়েছে, নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। গৃহস্থী জীবনে থেকেও কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণেরই সিঁড়ি হলো দীর্ঘ। রুদ্রমালা তৈরী হবে তারপর পুরস্কার পাবে। রাজ্য-ভাগ্য পেতে হবে, তারজন্য বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। এ হলো বুদ্ধিযোগের যাত্রা। বাবার কাছে দৌড়াতে হবে। দেখতে হবে যে সারাদিনে বাবাকে কতখানি সময় স্মরণ করেছি। কতজনকে কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করেছি। প্রজা না তৈরি করলে তখন কাদের উপর রাজ্য করবে, সেইজন্য প্রথমে ৮ জন মুখ্য তৈরি হয়, তারপর ১০৮, তারপর ১৬১০৮ হয়ে যায়। বিবেকও বলে -- এ তো অবশ্যই রয়েছে, বুদ্ধি তো হতেই থাকবে। রাজধানী বুদ্ধি পেতেই থাকবে। এখনো তো অগণিত লক্ষ-লক্ষ আসবে। বুদ্ধিতে একথা পাকাপাকিভাবে স্মরণ রাখো -- এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়ার অনেক দুঃখ রয়েছে। ব্যস, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। এ হলো অনেক বড় দীর্ঘ যাত্রা। পরে যারা আসবে তারা এত উচ্চপদ পাবে না। কত পরিশ্রম করতে হয়। কত কর্মভোগ ভুগতেই হয়।

তারপর ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা এত পরিশ্রম কি'করে করতে পারবে, যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে ? জনকও ত্রেতায় চলে গেছে। সূর্যবংশীয় রাজা হতে পারেনি। রাজা ছিল, স্যারেন্ডারও (বলিপ্রদত্ত) হয়েছিল, কিন্তু দেবীতে (টু লেট) এসেছিল সেইজন্য চন্দ্রবংশীতে চলে গেছে। এই কথাগুলি ব্রাহ্মণই বুঝতে পারে, শূদ্র বুঝতে পারে না। হ্যাঁ, অনেকের পিউরিটি (পবিত্রতা) ভালো লাগে কিন্তু পিউরিটিতে থেকে দেখাক, তাই না ? সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে ফলোয়ার্স (শিষ্য) বলা হয়ে থাকে, স্বয়ং তো পবিত্র হয় না তাহলে ফলোয়াররা কিভাবে হবে ? এও তো হলো মিথ্যা, তাই না ! কোনো সংসঙ্গে এইম অবজেক্ট থাকে না। কত অগণিত সংসঙ্গ রয়েছে। এ তো বাবা-ই এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। বিশ্বের মালিক তোমরা হও একমাত্র শিববাবার স্মরণের মাধ্যমে। বাবাকে যদি স্মরণই না করবে তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? এ তো হলো তোমাদের কাজ - পুরুষার্থ করে নিরন্তর স্মরণ করা। নিরন্তর যেন স্মরণে থাকে, এই অবস্থা অস্তিম্বে হবে। এখন নয়। ভবিষ্যতে ৮ জনই বিজয়প্রাপ্ত করে, স্মরণ করতে করতে সবচেয়ে প্রথমে চলে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এ হলো বিনাশের সময়, সেইজন্য দেহধারীদের সঙ্গে ভালবাসা ছিন্ন করে একমাত্র বাবার সঙ্গেই সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে। এই পুরানো ঘরের প্রতি মোহ দূর করে দিতে হবে।

২) জ্ঞানের বুলবুল হয়ে নিজের সমান কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে। স্মরণের দৌড় লাগাতে হবে।

বরদানঃ:- সকল যোগ্যতার দ্বারা নিজেকে ভ্যালুয়েবেল বানিয়ে বেফিকর বাদশাহ্ ভব
বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের অফার করেন - বাচ্চারা, যোগ্য রাইট হ্যান্ড হও, যোগ্য সেবাধারী হও। যে যোগ্য হয়, সে বেফিকর বাদশাহ্ হয়। স্কুল যোগ্যতা, জ্ঞানের যোগ্যতাও মানুষকে ভ্যালুয়েবেল বানিয়ে দেয়। যোগ্যতা না থাকলে ভ্যালুও থাকে না। আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবার যোগ্যতা হলো সবথেকে বড়। এইরকম যোগ্য আত্মাকে কোনো কথা/বিষয় অবরুদ্ধ করতে পারে না। যোগ্য হওয়া মানে আমার তো হলো একমাত্র বাবা, ব্যস আর কোনো কথা বুদ্ধিতে যেন না থাকে।

স্নোগানঃ:- একরস স্থিতির অনুভব করতে হলে একমাত্র বাবার সাথেই সকল রসের অনুভূতি করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগ ব্রাহ্মণদের জন্য হলো কল্যাণকারী, সেইজন্য সবসময় (ঈশ্বরীয়) নেশায় থাকতে হবে, কোনো ব্যাপারেই চিন্তা করবে না"

*প্রশ্ন:- যার অবস্থা (স্থিতি) ভালো, তার চিহ্ন কি হবে?

*উত্তর:- কোনো কথাতেই তার কান্না আসবে না। মুষড়ে পড়বে না, দুঃখ বা আফসোস হবে না। প্রতিটি সীন সাক্ষী হয়ে দেখবে। কখনও কেন, কি প্রশ্ন করবে না। কারো নাম রূপকে স্মরণ করবে না, একমাত্র বাবার স্মরণেই হাসিখুশী মুখে থাকবে।
(মাতেশ্বরী জীর শরীর ত্যাগ করার পর ২৫-০৬-৬৫ তে এই মহাবাক্য বাপদাদা শুনিয়েছিলেন, অনুগ্রহ করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন)

*গীত:- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি আদেশ (ফরমান) যে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। নাম ও ফর্ম (রূপ) ধারণ করে যে বাচ্চারা বাবার সার্ভিসে রয়েছে, তাদের কাছ থেকে এই যোগের জ্ঞান শুনতে হবে। ওরাও এটাই বলবে যে বাবাকে স্মরণ করো, কেননা উত্তরাধিকার তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। মাশ্মাও তো এটাই বলতেন। বাচ্চারাও বলবে যে শিববাবাকে স্মরণ করো। তোমরা বাচ্চারা এখানে শিববাবার স্মরণে বসেছো, তোমাদের কোনো কিছুই চিন্তা করা উচিত নয়। কেননা তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিছো। এদের মধ্যে কেউ যদি শরীর ছেড়ে চলে যায় আমরা বলব যে এটাই ভবিষ্যৎ, কল্প পূর্বেও এমনটাই ঘটেছিল। কেননা ড্রামার সাথেই তো চলতে হবে তাই না! যাতে কোনও কিছুই চিন্তা না থাকে। আজ মাশ্মা চলে গেছেন, কাল অন্য কেউ চলে যাবে কিন্তু বাবাকে মুরলী অবশ্যই শোনাতে হবে। বাবা বাচ্চারা তোমাদেরকে নতুন-নতুন পয়েন্টস শোনান, এর অর্থও বুঝিয়ে বলেন এবং সবাইকে বলেন বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো, কোনো নাম রূপে ফেসে যেও না। এই জ্ঞান সমস্ত বাচ্চাদের জন্য। যত এগিয়ে যেতে থাকবে আরও অনেক কিছু ওয়ান্ডারফুল বিষয় দেখার আছে। এই সময় তো হলো সবই দুঃখ আর দুঃখের বিষয়, কিন্তু সেই সব দুঃখ নিয়ে আমাদের কোনো উদ্বেগ নেই। দেখো, এই বাবার (সাকার) কোনো উদ্বেগ নেই কেননা তিনি জানেন যে আমাদের তো বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে ক্রিয়েশন (রচনা) থেকে কোনো বর্সা পাওয়া যায় না, ক্রিয়েশন ক্রিয়েটারের (রচয়িতা) কাছ থেকে বর্সা পেয়ে থাকে, সেইজন্যই যার যতজন ক্রিয়েশন (পুত্র কন্যা) আছে, তাদের ক্রিয়েটারকেই স্মরণ করতে হয়। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন। মনে করো কোনো বিঘ্ন বা বাধা এলো তাতে কিন্তু সংশয়ের কোনো বিষয় নেই কেননা একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এতেই বাচ্চাদের কল্যাণ। যদি কেউ ভালো সার্ভিস করতে-করতে চলে যায় তখন বোঝা উচিত যে যেই চলে যাক, তাকে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে পার্ট প্লে করতে হবে। কোনো না কোনো কল্যাণের জন্যই সব কিছু ঘটে, কেননা বাবা হলেন কল্যাণকারী এবং এই সঙ্গম যুগ হলোই ব্রাহ্মণদের জন্য কল্যাণকারী। প্রতিটি ঘটনার মধ্যে কল্যাণ রখি মনে করে ঈশ্বরীয় নেশায় থাকতে হবে, কেননা আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বরের কাছ থেকে বর্সা নিয়ে থাকি, বর্সা নিতে-নিতে কেউ যদি চলে যায় নিশ্চয়ই তার অন্য কোথাও পার্ট আছে, এর থেকেও বড় কোনো কাজ তাকে করতে হবে।।

অহো সৌভাগ্য! কল্প পূর্বের মতোই আমাদেরও পার্ট আছে বাবার সাহায্যকারী হওয়ার। জেনারেলেলি সাহায্যকারী থাকা অবস্থাতেও যে কেউ মারা যেতে পারে। আমরা তখন বুঝতে পারি যে ড্রামা অনুসারেই সবকিছু হচ্ছে, কি হবে কেউ চলে গেলে! আমাদের তার জন্য কিছুই করার নেই। আমাদের সবকিছুই হলো গুপ্ত। বাস্তবে তাদের অবস্থা (স্থিতি) ভালো, যাদের কখনও চোখের জল আসে না। কখনও এমন মনে করবে না যে মাশ্মা শরীর ছেড়ে চলে গেছেন, এখন কি হবে! চোখে জল এলে ফেল হয়ে যাবে। কেননা বাবা বসে আছেন না! যিনি আমাদের সবাইকে বর্সা দিচ্ছেন। তিনি (বাবা) তো অমর, তাঁর জন্য কখনও চোখে জল আসবে কেন। আমরা তো নিজেরাই খুশি মনে শরীর ত্যাগ করার জন্য পুরুষার্থ করছি। মাশ্মারও নিশ্চয়ই কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য এই সময় চলে যেতে হয়েছে, এটাও ড্রামা। যে কেউ নিজের অবস্থা অনুসারে শরীর ত্যাগ করলে তার মধ্যেই কল্যাণ আছে। অনেক ভালো ঘরে জন্ম নিয়ে সেখানেও নিজের খুশি প্রদান করবে। ছোট-ছোট শিশুরাও সবাইকে খুশি দিয়ে থাকে। সবাই তখন তার অনেক মহিমা করে। সুতরাং বাচ্চাদের সবকিছু

ড্রামার উপর এবং বাবার উপরে নির্ভরশীল করছে। যা কিছুই হয়, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড.... সে সবই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে, এটা বুঝে খুশিতে, সবসময় আনন্দে থাকা উচিত।

কোনো নাম রূপে আমাদের ফেঁসে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের জানা আছে যে এটা শরীর, একে তো যেতেই হবে। প্রত্যেকের পার্ট নির্ধারিত হয়ে আছে, আমরা কাল্পনিক করলে কি তার পার্ট পরিবর্তন হতে পারে, সেইজন্যই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ অশরীরী, শান্ত আর আনন্দে থাকতে হবে। অটল, অখন্ড রাজ্য নিতে গেলে এমনভাবে তৈরি হতেই হবে। আকস্মিক আকস্মিক সব ঘটনা ঘটবেও, বলবে এটাই ভবিষ্যৎ ছিল ড্রামায়, আফসোস করার কোনো কথাই নেই। কল্প পূর্বেও এমনটাই ঘটেছিল। আকস্মিক সব ঘটনা ঘটতে বাধ্য, হঠাৎ হঠাৎ ভূমিকম্প হয়ে যায়। এমন নয় যে তোমাদের মধ্যে কেউ মরবে না, তা নয়। যে কেউ-ই মরে যেতে পারে, যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে আকস্মিক ভাবে। সেইজন্যই বাবা বোঝান যে বাচ্চারা সবসময় বাবার স্মরণে, নিশ্চিত থাকো। এখানে যে মেরকম পার্ট পেয়েছে সেটাই প্লে করছে, এখানে আমরা কি করতে পারি। আমাদের জ্ঞান-ই এমন - আমরা মারা গেলেও হালুয়া খাও, অর্থাৎ জ্ঞান রক্ত দেওয়া। ধরো বাবা বলছেন, এই বাবাও (ব্রহ্মা) যদিমচলে যান.... বাচ্চারা তোমরা তো নলেজ পেয়েছো যে আমাদের শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এনার কাছ থেকে নেবো না। বাবা বলেন এই সব বাচ্চারা যারা আছে তারা আমার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে অন্যদের পথ বলে দেয়। বাচ্চারা তোমাদেরকে অন্ধের লাঠি হতে হবে, বাবার পরিচয় দিতে হবে। প্রত্যেকের প্রতি দয়া করতে হবে। তোমাদের পুরুষার্থ এটাই যে এ বেচারী দুঃখী, একে সুখের পথ বলে দিই। এই দুনিয়াতে এক বাবা ছাড়া আর কেউ সুখের পথ বলে দেবে এমন কেউ-ই নেই। লিবারেটর (মুক্তিদাতা), দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা একজনই আছেন, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে।

এখানে দুঃখের কোনো কথা হওয়া উচিত নয়, যা কিছুই হোক না কেন। যদিও আমি জানি তোমাদের মাম্মা সবচাইতে বেশি সার্ভিসেবল, নম্বর ওয়ান গাওয়া হয়। ওনার হাতে সেতার (বাদ্যযন্ত্র) দেখানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষেই জগদম্মা অর্থাৎ মাতেশ্বরী খুব ভালোভাবে বোঝাতেন। উনিও বলতেন শিববাবাকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করো না। মন্মনাভব, মধ্যাজীভব - এই দুটো শব্দ প্রসিদ্ধ। বাকি সব তো হল ডিটেইল (বিস্তারিত)।

সুতরাং যে কোনো অবস্থায়, কারো মনে যদি সংশয় আসে, এটা কি হলো, কেন হলো...এতে নিজেরই ক্ষতি করবে। বাচ্চারা তোমাদের কোনো অবস্থাতেই দুঃখের অনুভব হওয়া উচিত নয়। অসুখ হোক, যা কিছুই হোক না কেন....এটা তো কর্মভোগ। কেউ কেউ বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - বাবা এটা কি হলো? বাবা বলবেন এটা হলো তোমার কর্মভোগ। যদি কোনো বিষয় নিয়ে ড্রামায় আগেই না বলে দেওয়ার জন্য থাকে, তবে আমি কিভাবে বলব...! এই বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন, সুতরাং বাচ্চাদেরও সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে এবং বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় নেশায় থাকতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের পৌত্র-পৌত্রী। ঈশ্বরের কাছ থেকে বর্ষা নিচ্ছি। অবশ্যই আমরা জানি যে, মাম্মাও ঈশ্বরের বর্ষা নিতে-নিতে, শরীর ত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রত্যেকেই তো বাবা আর বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে। পুরুষার্থের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। তোমরা বাচ্চারাও এটা অনুভব করতে পারো যে আমরা যত পঠন-পাঠন করবো ততই উচ্চ পদ পাবো। উঁচু প্রিন্স হবো। সূর্যবংশীতেও প্রিন্স এবং চন্দ্রবংশীতেও প্রিন্স প্রিন্সেস আছে। সুতরাং বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে হবে, যা কিছুই হোক না কেন অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। এমনটা খোড়াই হয় যে - কারো মা অথবা বাবা মারা গেলে বাচ্চা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, না। সুতরাং তোমাদেরও প্রতিদিন পড়াশোনা করতে হবে। একদিনের জন্যও তোমাদের পড়াশোনা ছাড়া উচিত নয়, যেমনই অবস্থা হোক না কেন সার্ভিসও অবশ্যই করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধিতে সেই এক বাবার স্মরণ থাকবে। তোমাদের উনিই পড়াচ্ছেন এবং ওঁনার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। তিনিই আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড, সূক্ষ্মলোক এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই আমরা চক্রবর্তী রাজা হই। ব্যস্, ঐ নেশাতেই, আনন্দে ভরপুর থেকে সবাইকে শোনাতেও হবে। কেননা তোমরা বাচ্চারা পাক্ষা ব্রাহ্মণ হয়েছে, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। এর মধ্যে মুষড়ে পড়া, চিন্তা করার কোনো কথাই নেই। এইরকম ভালো অবস্থা (স্থিতি) হওয়া উচিত।

তোমরা বুঝেছো যে শেষে বিজয় আমাদেরই হবে, অনেকেই তাদের উত্তরাধিকার নিতে আসবে। যা কিছুই হোক, তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধি পেতে থাকবে, শুধু তোমাদের অ্যাক্টিভিটি (কার্যকলাপ) দৈবী হতে হবে। কোনো রকমের আসুরিক গুণ যেন সার্ভিসে না থাকে। কারো সাথে লড়াই, ঝগড়া, কাউকে কটু কথা বলা বা অন্তর্মানে কোনো ইচ্ছা, লোভ, ক্রোধ.... ইত্যাদি যদি থাকে তবে খুব কঠিন সাজা খেতে হবে, সেইজন্যই কাউকে দুঃখ দেবে না। সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে। ছোট বাচ্চা যদি চঞ্চলতা করে তবুও চড় মারা উচিত নয়। তাকে ভালোবাসা দিয়ে চালিত করতে হবে। ঘরেও যুক্তি

সহকারে চলতে হবে। কেউ আছে যে খুব ভালো বোঝে, ঘরে যায় যখন মায়া তখন হয়রান করে তোলে। এটাও বাবা বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা জোরে তুফান আসতেই থাকবে, দিন-দিন তুফান আর বিদ্যুৎ আসতেই থাকবে, তোমরা ঘাবড়ে যাবে না। বাবা বলেন আমাদের এই এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসংখ্য বিদ্যুৎ আসবে, কেননা এ হলো নতুন নলেজ।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে থাকে তোমরা শাস্ত্র মানো? উত্তরে বলে হ্যাঁ, মানি এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। এটা হলো জ্ঞান মার্গ। জ্ঞানেশ্বর বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো ব্যস্, আমরাও তোমাকে বলছি বাবাকে স্মরণ করো। করা না করা তোমার ইচ্ছা। এখন নরক, এটা হলো রাবণের রাজ্য। এখন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করো। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গঙ্গা স্নান করে এসেছো, তারপরেও দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন কেবল আমাকে স্মরণ করো। যারা এখানকার হবে তাদের মধ্যে সেই সংস্কারও দেখতে পাবে, তারা চট করে বুঝে যাবে।

এখন তোমরা অসীমিত জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিমান হয়েছো। সেন্সিবল যারা তাদেরকে জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিবান বলা হয়। সুতরাং তোমাদের ঐ নেশায় থাকতে হবে। দুঃখ ইত্যাদির প্রশ্নই আসে না, আমরা জানি যে ড্রামা চলছে। তোমরা বলবে বাহ! মাম্মা চলে গেছেন! ঐ অ্যাক্টর অন্য ভূমিকা পালন করতে গেছেন। এতে মুম্বড়ে পড়ার, কান্নাকাটি করার, দুঃখ পাওয়ার দরকার নেই। উনি কোনো উচ্চতর(শ্রেষ্ঠ) সার্ভিস করতে গেছেন। তোমরাও দিনে-দিনে উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) হয়ে উঠছো। কেউ শরীর ত্যাগ করলে তাও গিয়ে বড় কোনো সার্ভিস করবে, সেইজন্যই বাচ্চাদের কোনো দুঃখ হওয়া উচিত নয়। শুধু মাম্মা কেন, সবাই চলে যাবে। আমাদেরও বাবার কাছে যেতে হবে, আমাদের কাজ হলো বাবার সাথে। সকলের কাজ হলো বাবার সাথে। মাম্মার কাজ ছিল বাবার সাথে। উনি তাঁর কাছ থেকে নলেজ নিয়ে সার্ভিস করেছেন এবং অন্য সার্ভিস করার জন্য দ্বিতীয় ভূমিকা পালন করতে গেছেন। আমরা সাক্ষী হয়ে দেখে থাকি। এমন মনে হওয়া উচিত নয় যে, মাম্মা চলে গেছেন, অমুকে চলে গেছে, এ চলে গেছে... আত্মা তো সার্ভিস করতে গেছে। শরীর তো সব ছাই হতেই হবে। সেইজন্যই বাচ্চাদের কখনও কোনো রকম চিন্তা করা উচিত নয়। হ্যাঁ, এটাই সত্যি যে বাবার এই স্টুডেন্ট ইনি খুবই ভালো ছিলেন। তিনি খুব ভালো ব্যাখ্যা করতেন.... বলাও হয়ে থাকে সে'কথা। যদি কোনো রকমের সংশয় এলো তবে সব শেষ, পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন বাচ্চারা, কোনো বিষয়ে চিন্তা করবে না। ডাইরেকশন যা পাও সেটা অনুশীলন করা চালিয়ে যাও। এমন ভাববে না যে এটা কি হয়ে গেলো? চিন্তা তাদের হবে যারা বাবা এবং তাঁর নলেজকে ভুলে যাবে। তোমরা বাচ্চারা সবাই হলে মাস্টার নলেজফুল। যে যেমন পার্ট রয়েছে, তাতে আমরা কি করতে পারি?

আত্মা - রাত্রে তো সবাই স্মরণে বসেছো, ভালো উপার্জন হয়ে গেছে। বাবা এখানে এসে বাচ্চাদের দেখেন, খুশি হন দেখে যে বাগান তৈরি হচ্ছে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর দেবী-দেবতাদের বাগান হবে। এখন এখানে সবাই পুরুষার্থী। প্রচেষ্টা করছে সুন্দর ফুল হওয়ার জন্য। কাঁটা থেকে ফুল বানানোর শো করবে (বানিয়ে দেখাবে)। তোমাদের এখানে স্থির (স্টেরিয়াম) হয়ে বসতে হবে। বাবা দেখো কতটা পরিপক্ব করে তোলেন। তোমরা বাবার আদেশ পেয়েছো যে, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। কেউ কান্নাকাটি করলে বাবা বলবেন যে কাঁদে সে সব হারায়। বাবা দেখছেন কোনো শুকিয়ে যাওয়া ফুল নেই তো? না। তোমরা সবাই হলে মহাবীর। নানান ধরনের বিদ্যুৎ আসবেই। এটাই হলো ড্রামা ভবাতব্য। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) তোমাদের দৈবী অ্যাক্টিভিটি (কার্যকলাপ) বানাতে হবে। কখনও লড়াই, ঝগড়া করা, কটু কথা বলা উচিত নয়, কোনো প্রলোভন বা লোভ রাখবে না। কাউকে দুঃখ দেবে না। সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে।

২) যে বিদ্যুৎ আসুক সংশয় আসা উচিত নয়, ড্রামার নিশ্চিত ভবিষ্যৎ মনে করে ঐশ্বরীয় নেশায় থাকা উচিত, চিন্তা করা উচিত নয়।

বরদান:- সৎ চিত্তে বাবাকে সন্তুষ্ট করে আর সন্তুষ্ট থাকা রাজযুক্ত ভব
যে বাচ্চারা সৎ চিত্তে বাবাকে সন্তুষ্ট করে, বাপদাদা তাঁর নিজের সংস্কারের দ্বারা সংগঠনের মাধ্যমে

সবসময় সন্তুষ্ট অর্থাৎ রাজযুক্ত (জ্ঞানের সকল রহস্যকে জানা) হওয়ার বরদান দেন। নিজের এবং অন্যের সংস্কারের রহস্য গুলিকে জানা, পরিস্থিতিকে বুঝতে পারা, এটাই হলো রাজযুক্ত স্থিতি। সৎ চিত্তে বাবাকে নিজের পোতামেল দেওয়া বা আন্তরিকভাবে স্নেহের সাথে বাবার সাথে কথোপকথনের করলে সবসময় সমীপে থাকার অনুভব হয়ে থাকে এবং অতীতের খাতা (হিসেব নিকেশ) সমাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগান:- সৎ চিত্তে দাতা, বিধাতা, বরদাতাকে সন্তুষ্ট যে করে, সে রুহানী মোজে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ধারণা তখনই হবে, যখন দেহী - অভিমানী হতে পারবে, দেহী - অভিমানী যে বাচ্চারা হবে তাদেরই বাবার স্মরণ থাকবে"

*প্রশ্ন:- কোন একটি ভুলের কারণে মনুষ্য আত্মাকে নির্লিপ্ত বলে দিয়েছে?

*উত্তর:- মানুষ 'আত্মাই পরমাত্মা' বলে দিয়েছে, এই ভুলের কারণে আত্মাকে নির্লিপ্ত মেনে নিয়েছে। কিন্তু নির্লিপ্ত তো হলেন একমাত্র শিব বাবা, যাঁর দুঃখ - সুখ, মিষ্টি - কটুর কোনো অনুভব নেই। আত্মা তো বলে থাকে, অমুক জিনিস টক। বাবা বলেন, আমার উপরে কোনো জিনিসেরই প্রভাব পড়ে না, আমি এই সবকিছুর বাইরে, তাই নির্লিপ্ত, আমি জ্ঞানের সাগর, আমি সেই জ্ঞানই তোমাদের শোনাই।

*গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম শান্তি । এ'কথা কে বলেছে? আত্মারা এই অর্গ্যাক্সের দ্বারা বলেছে । আত্মা হলো শান্ত স্বরূপ। আমি আত্মা যখন এই শরীর পাই, তখনই টকি হতে পারি । শরীর দ্বারা অনেক প্রকারের কর্ম করি । প্রথম প্রথম এই কথা নিশ্চিত করতে হবে । অন্য সংসঙ্গে মানুষ, মানুষকে শোনায়, তাদের দেহধারী বলা হয় । বলবে, অমুক মহাত্মা বসে আছে । এখানে এই কথা নেই। তোমরা বুঝতে পারো, আমরা তো আত্মা, এ হলো আমাদের শরীর রূপী অর্গ্যাক্স। আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা শুনছে, যাঁর একমাত্র নাম শিব। এই সময় বাচ্চারা শোনার জন্য বসেছে । কে শোনান ? অসীম জগতের পিতা । যখন পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তখন বুদ্ধিযোগ উপরের দিকে চলে যায় । শিবের অর্থ বিন্দু । আত্মাও বিন্দু, আর পরমাত্মাও বিন্দু, কিন্তু তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তিনি হলেন বাবা, আর আত্মারা বাচ্চা । তোমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা আমাদের পারলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছি । বাচ্চারা, তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে । অন্য সব জায়গায় মানুষ, মানুষকে বোঝায় । কেউ গীতা পাঠক হলে সেও গীতাকে স্মরণ করে বলবে, গীতাতে ভগবান এই - এই কথা বলেছেন। তারা মনে করে, ভগবান সাকারে এই গীতা শুনিয়েছিলেন। কেউ কেউ বসে আবার বেদ শাস্ত্র শোনায় । বেদ তো মানুষ রচনা করেছিলেন। নিরাকার ভগবান তো আর বেদ রচনা করবেন না। ব্যাস তো মনুষ্যই ছিলেন। ব্যাসকে পরমাত্মা বলা হবে না । পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন বিন্দু । বাচ্চারা সবাই সাকারে, সাকারী রূপ। বাবা তো হলেন নিরাকার।

বাবা বলেন, আমি তো কখনোই ছোটো - বড় হবো না । তোমরা ছোটো - বড় হও। আমাকে তো পরমপিতা বলা হয় । মনুষ্য প্রথমে বালক হয়ে তারপর বড় হয়ে বাবা হয়, তারপর আবারও ছোটো বালক হয়ে যায় । আমি তো সদাই পিতা, আমি বালক হই না । আমার একটাই নাম - শিব। তোমাদের ৮৪ নাম হয়, কারণ তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । আমি পরমপিতা তো বিন্দু রূপ। কেবলমাত্র পূজা করার জন্য ভক্তিমার্গের মানুষ বড় লিঙ্গ রূপ বানিয়ে রেখেছে । কারোর যেমন বড় চিত্র বানানো হয়, তাই না । বুদ্ধের অনেক বড় চিত্র বানানো হয় । এতো লম্বা মানুষ তো হয় না । এ তাঁদের সম্মান দান করা হয় । মনে করা হয়, তাঁরা অনেক বড় (উদার) ছিলেন। বাবা তো উঁচুর থেকেও উঁচু, বড়র থেকেও বড়, পরমপিতা পরম আত্মা। বাবা বসে নিজের পরিচয় দান করেন -- আমাকে শিব বলা হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয় - তোমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা নিরাকার শিব বাবার সম্মুখে যাই। আমাকে তো সদাই পরমপিতা পরমাত্মাই বলা হবে । আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। পরমাত্মা বসে এই কথা বোঝান। আত্মার মধ্যেই জ্ঞান আছে । এমন গাওয়াও হয়, পরমপিতা পরম আত্মা, তিনি জ্ঞানের সাগর। তিনি আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সবার প্রথমে তোমাদের আত্ম-অভিমানী হতে হবে । তোমরা দেহী অভিমানী হয়ে না, কিন্তু ড্রামা অনুসারে তোমাদের দেহ-অভিমানী হতেই হবে । বাবা আবার এখন তোমাদের দেহী - অভিমানী বানান।

তোমরা সবাই হলে বাচ্চা । আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা ঠাকুরদাদার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । লৌকিক সম্বন্ধে কেবল পুত্রাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, কন্যা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না । অসীম জগতের পিতা বলেন, তোমরা সকলেই আত্মা, তোমাদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে । তোমরা সকলেই আমি পরমপিতা পরমাত্মার ছিলে, আর আছোও। এমন বলা তো হয়, ও গড ফাদার, ও পরমপিতা পরমাত্মা । মানুষ মহিমা করে । কে করে ? আত্মা । ওই লৌকিক ফাদার তো শরীরের, ইনি হলেন আত্মাদের বাবা । আত্মা ডাকতে থাকে, ও পরমপিতা পরমাত্মা । সবাই অবিনাশী বাবাকেই স্মরণ

করার জন্যই এসেছে কারণ রাবণ রাজ্যে দুঃখই দুঃখ। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকেই স্মরণ করা শুরু হয়। স্মরণ তো বাবাকেই করতে হবে, কেননা উত্তরাধিকার বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়। এখানে তো মানুষের অনেকেরই স্মরণ থাকে। গুরুরা একের স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। ভগবান যদি সর্বব্যাপী হন তাহলে গড বা ফাদার কাকে বলা হবে? বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন -- বাচ্চারা, দেহী অভিমানী হও, উঠতে - বসতে আমাকে (বাবা) স্মরণ করো। মনে করো, আমরা শ্রীমতে চলছি। আমি আত্মা বাবার স্মরণে ভোজন করছি। এই স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই লক্ষ্য হলো অনেক উচ্চ। যোগ কোনো মাসির ঘরের মতো সোজা নয়। মানুষ তো বাবার নামই প্রায় লোপ করে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো বাচ্চা। এতো বড় প্রালঙ্ক তো অবশ্যই বাবা দিয়েছেন।

বাবা বোঝান - দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাও। এই নাম তো সব পরে রাখা হয়েছে। তাই এই কথা তোমাদের বুঝতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে আমরা এই নলেজ পড়ছি। আর এমন কোনো স্কুল নেই যে, যেখানে মনে করা হবে আমি আত্মা। তোমরা জানো যে, প্রথমে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, তারপর সতো, রজঃ এবং তমোতে আসি। খাদ তো আত্মার মধ্যেই জমা হয়। আমার মধ্যে তো কোনো খাদ জমা হয় না। আমি এভার পিওর সোনা। তোমাদের আত্মা সব এইসময় আইরন এজেড হয়ে গেছে। মাশ্চাও বলবেন - আমি শিব বাবার থেকে যা শুনেছি, তাই তোমাদের শোনাই। শিব বাবা তো নিজেই জ্ঞানের সাগর। এ খুবই বোঝার মতো কথা। বরাবর আমরা বাবার হয়েছি, তিনি আমাদের পড়ান। বাবার কাছে পড়ে আমরা জীবনমুক্ত তৈরী হই। জীবনমুক্ত অর্থাৎ এই শরীরে তো আসতেই হবে কিন্তু কেবলই সুখ ভোগ করা। মুক্তি তো সবাই পায় কিন্তু জীবনমুক্তিতে তো নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে। মুক্ত তো সমস্ত আত্মারাই হয়। বাবা দুঃখ থেকে অর্ধেক কল্পের জন্য মুক্ত করে দেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের লিবারেট করে জীবনমুক্ত বানাই। এরপর কেউ কয়েক জন্ম, কেউ আবার কয়েক জন্মগ্রহণ করে। জীবনমুক্ত তো সবাই হয়। সঙ্গতিদাতা হলেন একজনই। যতো ধর্মস্থাপক আছে সবাই সবাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমি এসে সবাইকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করি তাই আমাকে লিবারেটার ববলা হয়, মুক্তি - জীবনমুক্তিদাতা বলা হয়। মুক্তি অর্থাৎ নিজের ঘর সাইলেন্সধামে যাওয়া। বাবাও পরমধাম থেকেই আসেন, যাকে পরলোক বলা হয়। তোমরা নির্বাণধাম আর স্বর্গধাম, এই দুইকেই স্মরণ করো। স্বর্গ আর নরক এখানেই হয়। এই সময় সবাই জানে যে, এ হলো নরক। মানুষ এখানে কতো দুঃখ পেতে থাকে। গরুড় পুরাণে তো কতো মুখরোচক কাহিনী লিখে দিয়েছে, যাতে মানুষ ভয় পায় আর পাপ করার হাত থেকে রক্ষা পায় তাই এমন সমস্ত কথা বসে বানানো হয়েছে। দ্বাপর থেকে এই শাস্ত্র বানানো শুরু হয়। বাবা বলেন, আমি এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি। তারাই সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশী হয়। এই দুই যুগে অন্য কোনো ধর্ম স্থাপনকারী আসেন না, তারপর একে অপরের পিছনে নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে আর নিজের নিজের ধর্মকে জানে। এই দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যাবে তারপর নিজেদের আর দেবতা বলতে পারবে না। পতিতকে কিভাবে শ্রী - শ্রী বা শ্রেষ্ঠ বলা হবে? বাবাই তো শ্রেষ্ঠ বানান। দেবী - দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তাঁদের চিত্রও আছে কিন্তু মানুষ বুঝতেই পারে না যে, দেবী - দেবতা ধর্ম কবে ছিলো, কে স্থাপন করেছিলো। সত্যযুগের আয়ুই লম্বা করে দিয়েছে।

বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। তোমরা দেখছো না কি, এখন মুক্তি এবং জীবনমুক্তির গেটস খুলছে? মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দাতা তো একজনই। এখানে তো দেখো জগৎ মাতার টাইটেলও কাউকে দিয়ে দেওয়া হয়। বাস্তবে জগদম্বা তো ইনি, তাই না। এমন কেউই হবে না, যিনি জগৎ পিতাও, শিক্ষকও, আবার জগৎ গুরুও। যদিও মানুষ নিজেদের উপর অনেক নাম রেখে দেয়, কিন্তু তেমন হয় না। কোথায় ওই লক্ষ্মী - নারায়ণ, আর কোথায় এই বিকারীরা নিজেদের উপর টাইটেল রেখে দেয়। বাস্তবে উঁচুর থেকেও উঁচু পদ তো একজনেরই, সঙ্গতিদাতা তো একজনই। রাম বললেও এক নিরাকারকেই বোঝা যাবে।

বাবা বলেন, ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানে না - কবে আর কে এই ধর্ম স্থাপন করেছিলেন? কেউ কোনো দেবীকে স্মরণ করে, কেউ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, কেউ আবার গুরুকে স্মরণ করে। গুরুর ফটোও আবার কেউ লাগিয়ে দেয়। তোমাদের চিত্র দিয়ে কোনো কাজ নেই। যাঁর কোনো চিত্র নেই, তিনি হলেন বিচিত্র। আত্মা হলো বিচিত্র। বাবাও যেমন বিচিত্র, বাচ্চারাও তেমনই বিচিত্র। আত্মাই শুনতে পায়। বাবা এই তন লোন নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি প্রকৃতির আধার বিনা কিভাবে জ্ঞান দান করবো? কিভাবে রাজযোগ শেখাবো? নিরাকারকেই ভগবান বলা হয়। তাঁকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয় যে, পিপল পাতায় করে সাগরের জলে এসেছিলো, এমন কোনো ঘটনা হয় নি। শ্রীকৃষ্ণ তো এই বিশ্বের ফার্স্ট প্রিন্স। ওখানে অন্য কোনো ধর্ম আর ছিলো না। অদ্বৈত রাজ্য ছিলো, তা আবার পরে দ্বৈত রাজ্য হয়ে যায়। তারপর আবার অনেক প্রকারের ধর্ম স্থাপন হতে থাকে। বাচ্চাদের তাই এই কথা বুঝতে হবে যে,

বাবা এই শরীরে এসে আমাদের পড়ান। বাবা বলেন, আমি হলাম অশরীরী, এই শরীরের দ্বারা আমি তোমাদের জ্ঞান দান করি। আমি জ্ঞানের সাগর। এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। কেবল ঈশ্বর বা পরমাত্মা বললে মানুষ বাবার সম্বন্ধ ভুলে যায়। পরমাত্মা হলেন বাবা, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, একথা মানুষ ভুলে যায়। তিনি আমাদের বাবা, ক্রিয়েটর, আমরা তাঁর রচনা। তিনি আমাদের ক্রিয়েট করেছেন। কেউ তো রচয়িতা হবে, তাই না। বাবা বুঝিয়েছেন যে -- পুরুষ হলো জাগতিক ব্রহ্মা। বাচ্চাদের ক্রিয়েট করে। প্রথমে স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে, তারপর তার দ্বারা বাচ্চা ক্রিয়েট করে। বাবাও বলেন, আমি এনার দ্বারা ক্রিয়েট করি। স্ত্রী তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না। বাবাকে বলাও হয়, তুমি মাতাপিতা, তাহলে এই ব্রহ্মা মাতা হয়ে গেলো, এনার দ্বারাই বাবা অ্যাডাপ্ট করেন। তাই তোমাদের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বলা হবে। তোমরা এই ব্রহ্মার দ্বারা বাবার হয়েছো। এ বড় ওয়ান্ডারফুল কথা। শাস্ত্রে এই কথা নেই। আমাকে বলা হয় নলেজফুল, সর্বজ্ঞ। মানুষ মনে করে, পরমাত্মা সকলের অন্তরের কথা জানেন, তিনি খট রিডার কিন্তু তিনি এতো সকলের খট রিডার কিভাবে করেন? বাবা বলেন, আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। আমি চৈতন্য, আমিই সত্য। আত্মাও চৈতন্য। শরীর অসত্য (অনিত্য), প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হতে থাকে। আত্মার তো আর মৃত্যু হয় না। আত্মা এই নলেজ গ্রহণ করে।

বাবা বোঝান যে, আমি পরমপিতা পরমাত্মা নির্লিপ্ত, অর্থাৎ দুঃখ - সুখের, বা মিষ্টি - কটুর কোনো প্রভাব আমার মধ্যে পড়ে না। আমি এই সবকিছুর বাইরে, নির্লিপ্ত। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। মানুষ তো এই এই কারণে বলে যে, আত্মা নির্লিপ্ত, কারণ তারা মনে করে আত্মাই পরমাত্মা। একজন বললো -- ব্যস, তার পিছনে সবাই ফলো করতে থাকলো। বাবা বলেন, আমি নির্লিপ্ত। আমার কোনো টক বা কটু কিছুই লাগে না। এ এনার আত্মা বলে যে, অমুক জিনিস টক। আমার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আছে, যা আমি আত্মাদের পড়াই। তোমাদের প্রত্যেকেই বুঝতে হবে - আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শূনছি। এখানে তো বরাবর ভগবান উবাচঃ। তোমাদের নিশ্চিত করতে হবে - ক্রিয়েটর গড ইজ ওয়ান (সৃষ্টিকর্তা ভগবান হলেন এক)।

সর্বপ্রথমে মুখ্য কথা হলো ভারতের। ভারতকে অবিনাশী থণ্ড বলা হয়। এই ভারত হলো পতিত পাবন বাবার বার্থ প্লেস। এ হলো খুবই উচ্চ থণ্ড। যেই থণ্ডে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী থাকবে। এ তোমরাই জানো যে, বাবা আবার দেবী - দেবতা ধর্মের স্যাপলিং (চার্যা) লাগাচ্ছেন। যারা এই ধর্মের হবে, তারা এসেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে, একে স্যাপলিং (চার্যাগাছ) বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে। বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা এই কান দিয়ে শুনি, পড়ি আর পড়াই। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চিত্রকে ভুলে বিচিত্র হয়ে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে যেতে হবে, দেহী অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

২) দেবী - দেবতা ধর্মের চারা লাগছে, তাই অবশ্যই পাবন হতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে।

বরদানঃ:- অলৌকিক জীবনের স্মৃতির দ্বারা, স্মৃতি আর দৃষ্টির পরিবর্তন করে জীবন্মুত ভব ব্রাহ্মণ জীবনকে অলৌকিক জীবন বলা হয়, অলৌকিকের অর্থ হলো এই লোকের মতো নয়। দৃষ্টি, স্মৃতি এবং বৃত্তি, সবতেই যেন পরিবর্তন হয়। সদা আত্মা ভাই-ভাইয়ের বৃত্তি বা ভাই - বোনের বৃত্তি যেন থাকে। আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে এক পরিবার -- এই বৃত্তি যেন থাকে, আর দৃষ্টির দ্বারা আত্মাকে দেখো, শরীরকে নয় -- তখনই বলা হবে জীবন্মুত। এমন শ্রেষ্ঠ জীবন প্রাপ্ত করলে পুরানো জীবন আর স্মরণে আসবে না।

স্নোগানঃ:- সদা শুদ্ধ ফিলিংয়ে থাকো তাহলে অশুদ্ধ ফিলিংয়ের ফ্লু কাছেই আসতে পারবে না।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যখন তোমরা বাবার কোলে স্থান লাভ করো, তখন এই সমগ্র দুনিয়াটাই সমাপ্ত হয়ে যায়, তোমাদের পরবর্তী জন্ম নতুন দুনিয়াতে হয়ে থাকে। সেইজন্যই কথায় আছে - তুমি মরলে তোমার পুরো দুনিয়াই তোমার কাছে মৃত"

*প্রশ্ন:- কোন লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে, বাবার অবতরণকে প্রমাণ করতে পারো?

*উত্তর:- ভারতে প্রত্যেক বছর পিতৃ তর্পণ ও প্রেত ভোজন করা হয়ে থাকে। কোনো ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই আত্মাকে আহ্বান করা হয়, তারপর তার সাথে বার্তালাপ করা হয়, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে চাওয়া হয়। শরীরের আগমন হওয়া সম্ভব নয়, আত্মাই আসে। এসবই ড্রামাতে নির্ধারিত হয়েই আছে। যেমন ভাবে আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করতে পারে, ঠিক তেমনভাবেই পরমাত্মারও অবতরণ হয়ে থাকে - বাচ্চারা, এইভাবে তোমরা এ'কথা সিদ্ধ করে সকলকে বোঝাতে পারো।

*গীত:- তোমার গলিতেই মরবো মোরা....

ওম্ শান্তি। এ তো এখনকারই গায়ন, যা পরবর্তীকালে ভক্তি মার্গে গাওয়া হয়ে থাকে। এই সময়ে, যখন তোমরা বাবাকে আপন করে নিয়ে, শারীরিকভাবে জীবিত থেকেও, বাকি সব কিছু থেকে মরে যাও, তখন সমস্ত দুনিয়াটাই সমাপ্ত হয়ে যায়। অজ্ঞানতার সময় যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন পুনরায় এই দুনিয়াতেই জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই দুনিয়া তো সদা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কথায় আছে - যে মরে যায়, তার কাছে সমগ্র দুনিয়াটাই মরে যায়। কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয়, তখন এই দুনিয়ার বিনাশ হয় না। তাকে পুনরায় এই দুনিয়াতেই জন্মগ্রহণ করতে হয়। যখন তোমাদের মৃত্যু হবে, তখন এই দুনিয়াটাও সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে তোমরা নতুন দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করবে - একথা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, তাই তোমরা সত্যযুগের বার্থ রাইট (জন্মানোর অধিকার) প্রাপ্ত করে থাকো, স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করে থাকো। নরক সমান কলিযুগের সমাপ্তি ঘটে। এতে কোনো মেহনতের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। লৌকিক দুনিয়াতে যখন কোন মানুষের মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন তাকে রাম নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়। তারপর তার মৃত্যুর পর তার দেহকে নিয়ে যখন শ্মশানের অভিমুখে যাত্রা করা হয়, তখন সবাই বলতে থাকে যে - রাম নাম সত্য। তারা অজ্ঞাতে ভগবানকেই স্মরণ করে। রাম নাম সত্য - এ কথার অর্থ হলো, পরমপিতা পরমাত্মা যিনি একমাত্র সত্য, তাঁকেই স্মরণ করা উচিত। ভক্তরা রাম রাম উচ্চারণ করতে করতে মালা জপ করে। এই রাম নাম এত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যেন মনে হয় কোনো সঙ্গীত অনুরণিত হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা এখন বোঝাতে থাকেন যে, মুখে কোনো আওয়াজ করার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে - যখন কেউ জীবিত অবস্থায় ঈশ্বরের কোলে আশ্রয় পায়, তখন তার কাছে এই দুঃখদায়ক দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমরা তোমার গলার হার হয়ে থাকবো। রুদ্রমালার গায়ন রয়েছে। রাম মালা বলা হয় না। যাতে রুদ্রমালাতে তোমাদের স্থান লাভ হয়, তার জন্য তোমরা এখন এই রুদ্র স্তোত্র যথেষ্ট যোগদান করো - যেমনভাবে পূর্বকল্পেও করেছিলে। এইরকম আর কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে সকলে এই উপলব্ধি করে যে তারা ঈশ্বর অর্থাৎ তাদের বাবার গলার মালা হয়ে যাবে। বাবার থেকে বাচ্চারা তো উত্তরাধিকার অবশ্যই পাবে। ঈশ্বরকে বাবা বলে আহ্বান করে কে? আত্মা। আত্মার মধ্যে বুদ্ধি রয়েছে। বুদ্ধিতে প্রথমে স্তোত্রের উপলব্ধি হয় তারপরে তা বাণীতে আসে - অর্থাৎ প্রথমে সংকল্প সৃষ্টি হয় তারপর কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তা ব্যক্ত করা হয়। বাচ্চারা বলে যে, আমরা অবশ্যই বাবারই হয়েছিলাম আর বাবার হয়েই থাকবো। এই অস্তিম জন্মে মানুষ তাঁকে গডফাদার বলে। তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করো যে, তাদের কাছে কি গডফাদারের নলেজ রয়েছে? তখন তারা বলবে যে - ভগবান তো সর্বব্যাপী। তখন তাদেরকে বুঝিয়ে বলো - তোমাদের আত্মা যাকে পরমপিতা বলে আহ্বান করছে, সেই পিতা কিভাবে সর্বব্যাপী হতে পারেন? পিতা কিভাবে তাঁর সন্তানের মধ্যে আসতে পারেন? বাবাকে সর্বব্যাপী বলা একেবারেই অনুচিত। এ সকল কথা খুব ভালোভাবে প্রথমে নিজে বুঝে নিয়ে, তারপর অন্যদেরকে বোঝাতে হবে।

রুদ্র স্তোত্রযুক্ত বিখ্যাত। রুদ্র তো নিরাকার, শ্রীকৃষ্ণ সাকার শরীরধারী। তাহলে কাকে ভগবান বলা যায়? শ্রীকৃষ্ণ কে ভগবান বলা যায় না। সাদাসিধে আলাভোলা মানুষেরা বলে - গড ইজ অমনি প্রেজেন্ট (ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান)। প্রকৃতপক্ষে বাবা তো তাঁর নিজের ঘরেই থাকেন, আর কোথায় থাকবেন? এখন বাবা এসেছেন অসীমের এই ঘরে, তিনি

এখানে বিরাজমান হয়ে আছেন। বাবা বলেন যে - আমি ঐর শরীরে প্রবেশ করেছি। ঠিক যেমনভাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে পিতৃপুরুষকে আহবান করা হয়। যখন কেউ নিজের লৌকিক পিতার আত্মাকে পিন্দ্দান করে, তখন আত্মা বলে যে, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি, কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসা করো। আগেকার কালে পিতৃপুরুষদেরকে আহবান করার প্রথা ছিল। পিতৃপুরুষ তো আত্মা। পিতৃপুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকেই খাওয়ানো হয়। মানুষ বলে যে আজ তার দাদুর পিন্দ্দান, কাল অমুক ব্যক্তির পিন্দ্দান। সুতরাং আত্মাকে আহ্বান করা হয়, খাওয়ানো হয়। কোনো ব্যক্তির যদি তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকে, তার দেহত্যাগ করার পরেও সেই আত্মাকে সে আহ্বান করে। ওই ব্যক্তি বলে যে, সে কথা দিয়েছিল, সে তার স্ত্রীকে হীরের নাকছাবি গডিয়ে দেবে। তাই ব্রাহ্মণদেরকে ডেকে তাদেরকে হীরের গহনা পরিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে আহবান করা হয় আত্মাকে, সেই পুরাতন দেহ কখনোই ফিরে আসে না। এই প্রথা ভারতেই একমাত্র রয়েছে। কারোর মৃত্যুর পর যখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে বাবার কাছে ভোগ নিবেদন করো, ভোগ নিবেদন করার জন্য সূক্ষ্মলোকে যাও, তখন সেই আত্মাও সূক্ষ্মলোকে আসে। এসব হল একেবারে নতুন কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এসব কথা ভালোভাবে বুঝতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনে সন্দেহ আসতে থাকে যে - এসব এরা কি করছে? ব্রাহ্মণদের এ কেমন রীতিনীতি ! সকল মন্দির ইত্যাদি স্থানে ভোগ অর্পণ করা হয়। পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ অর্পণ করা হয়। গুরুনানকের আত্মাকেও ভোগ অর্পণ করা হয় - কিন্তু এখন সেই আত্মা কোথায়? মানুষ এসব কথা বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে যারা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, এখন তারা সবাই এখানেই রয়েছেন। বাবা বলেন যে - আমি ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করি । তিনি তো পতিতপাবন। পবিত্র আত্মারাই এসে ধর্ম স্থাপন করে থাকেন। কিন্তু সতপ্রধান আত্মাকে পুনরায় সতঃ রজঃ তমঃতে আবর্তিত হতেই হয়। এখন সকল আত্মাই কবরদাখিল রয়েছে । বাবা তো পতিত পাবন। তিনি কখনোই কবরদাখিল হন না । মানুষকে কখনোই পতিত পাবন বলা যায় না। যিনি পতিত পাবন হবেন, তিনি সমগ্র দুনিয়ারই পতিতপাবন হবেন। একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে পারেন না। বাদবাকি সমস্ত ধর্মপিতা ধর্মনেতারা আসেন নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করতে। খ্রীস্টান ধর্মের উৎপত্তি ওখান থেকেই হয়েছে। প্রথমে ক্রাইস্ট এসেছিলেন তারপর তাঁর পরবর্তীকালে সেই ধর্মের সকলেই আসতে থাকে এবং খ্রিস্টান ধর্মের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। তিনি পতিতদেরকে পবিত্র করে তোলেন না। ক্রম অনুযায়ী সেই ধর্মের লোকেরা আসতে থাকেন। এই সময় যখন সব আত্মাই কবরদাখিল রয়েছে, সেই সময়ই তো পতিত পাবনের প্রয়োজনীয়তা - বাবা আসেন এবং সকলকে পবিত্র করে তোলেন একমাত্র তিনি।

এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, এখন সমস্ত দুনিয়াটাই অধঃপতিত হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বটগাছের কথা বলা হয়, অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশাল তার অস্তিত্ব থাকলেও, কিন্তু তার মূল ভীতটাই নষ্ট হয়ে গেছে, শুধুমাত্র শাখা প্রশাখা গুলোই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সৃষ্টি চক্রও তেমনি একটি বিশাল বট বৃক্ষের মতো। দেবী দেবতা ধর্মের যে ভিতটা রয়েছে, তার মূল একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বাদবাকি সবই রয়েছে। যদি বীজ থাকে, তবেই তো তার পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। বাবা বলেন - আমি পুনরায় এসে স্থাপন করাই। ব্রহ্মার মাধ্যমে স্থাপনার কাজ করাই এবং শঙ্করের মাধ্যমে বিনাশ। বরাবর ভাবেই অনেক ধর্মের বিনাশ হয়েছিল। যারা রাজযোগ শিখেছে, মহাভারত যুদ্ধের সময় তাদের রাজধানী স্থাপন হয়। তোমরা জানো যে, এখন তোমরা বাবার সাথে ফিরে যাবে, তারপর আবার নতুন দুনিয়াতে আসবে। তারপর এই মনুষ্য সৃষ্টির কল্পবৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে। এক সময় যে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তা এখন অবলুপ্ত প্রায়। বাবা বলেন যে - আমি পুনরায় এসে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করাই। যে ভারতের স্থান সমগ্র বিশ্বের দরবারে অগ্রগণ্য ছিল, এখন সেই ভারতে গ্রহণ লেগেছে। কাম বিকারের চিতায় বসে, জ্বলে পুড়ে তোমাদের আত্মা কালো হয়ে গেছে। এখন আবার তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে, গৌরবর্ণ হয়ে উঠছো। তোমরা হয়ে গিয়েছিলে শ্যামবর্ণ, শ্যামকে সুন্দর গৌরবর্ণ করে তুলছেন পরমপিতা পরমাত্মা । এখন তাঁরই শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। পরমপিতা পরমাত্মার আত্মা এভার পিওর (সদা পবিত্র) গৌরবর্ণ। যেমন ভাবে সোনাতে খাদ মেশানো থাকে, তেমনভাবেই আত্মাতেও অশুদ্ধি মিশ্রিত হয়ে গেছে । এখন তোমরা একথা জানো যে - এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হতে চলেছে, সকলের মৃত্যু সুনিশ্চিত। তখন তোমাদেরকে বলার কেউ থাকবে না যে বলবে - রাম রাম বলো। যখন জহরলাল নেহরুর মৃত্যু হলো, তখন তাঁর চিতাভস্ম মাঠে ক্ষেতে সব জায়গায় ছড়ানো হয়েছিল, যাতে তা উত্তম সারের কাজ করে। গাছে যখন পোঁকা ধরে, তখন তাতে ছাই ইত্যাদি দিলে তা কীটনাশকের কাজ করে। এখন এই সমগ্র পৃথিবীতে অনেক ছাই পাওয়া যাবে। বড় বড় সল্লাসী, মহাত্মারা যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাদের চিতাভস্ম যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয় না। সল্লাসীরা হলো সবচেয়ে উত্তম। এখন কতজনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে রয়েছে! কত সার পাওয়া যাবে! তারই ফলে নতুন সৃষ্টিতে ফার্স্ট ক্লাস সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হবে। সত্যযুগে সমস্ত প্রকৃতি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে থাকে। এই সৃষ্টিকে নতুন করে গড়ে তুলতে সময় লাগে। যখন তোমরা সূক্ষ্মলোকে যাও, তখন কত বড় বড় ফল তোমাদেরকে দেখানো হয়, সোমরস পান করানো হয়। তোমরা ভেবে দেখো কত উত্তম সার প্রাপ্ত হবে! বিশেষ করে ভারতে। নতুন দুনিয়াতে কত ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যাবে। সারযুক্ত হয়ে সমগ্র দুনিয়াটাই নতুন

করে উর্বর হয়ে উঠবে। সূক্ষ্মলোকে তোমাদেরকে বৈকুণ্ঠের সোমরস খাওয়ানো হয়। সুন্দর উদ্যান ইত্যাদির সাক্ষাৎকার করানো হয়। বাচ্চারা, এসব সাক্ষাৎকার করেছে। তারা সোমরস পান করে ফিরে আসে। প্রিন্স প্রিন্সেস (রাজকুমার রাজকুমারীরা) বাগান থেকে ফল ইত্যাদি নিয়ে আসে, কিন্তু সূক্ষ্মলোকে তো এইরকম কোনো বাগানই নেই। তাহলে ওরা নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে গিয়েছিল। প্রত্যেককে বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন না। যারা নিমিত্ত হয়ে থাকেন, তাদেরকেই সাক্ষাৎকার করানো হয়। যদি তোমরা বাবার স্মরণে থাকো, বাবার সন্তান হয়ে থাকো, তাহলে পরবর্তীকালে হয়তো তোমাদেরকেও বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন। প্রথমে দিকে গোশালা তৈরি হতো, যোগ ভাঙিতে পাকাপোক্ত করানো হতো, অনেকেই এসেছিল তখন।

বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় যে, কাউকে শুধুমাত্র লিটরেচার (কাগজে লেখা মুরলী অথবা সাত দিনের কোর্সের বই) দিলে, সে তা বুঝতে পারবে না। তা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য টিচারের প্রয়োজন। টিচার এক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝিয়ে দেবে যে - ইনি তোমাদের বাবা, ইনি ঠাকুরদা, ইনি অসীম জগতের পিতা ও স্বর্গের রচয়িতা। শুধুমাত্র কাউকে এই লিটরেচার দিয়ে দিলে, সে তা দেখে ফেলে দেবে, কিছুই বুঝতে পারবে না। অন্ততপক্ষে তাকে এটুকু বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বাবা এসেছেন। এইভাবে ঢাক পেটানো - এতো তোমাদেরই কর্তব্য। যাদব-কৌরবরাও অবশ্যই রয়েছে আর মহা ভয়ংকর যুদ্ধও সম্মুখে দন্ডায়মান। নিশ্চয়ই এমন কেউ থাকবেন যিনি রাজযোগ শিখিয়ে দেবেন। আর তারপর স্বর্গের স্থাপনার কাজও অবশ্যই হবে। এক ধর্মের স্থাপনা এবং অনেক ধর্মের বিনাশ হবে। তোমরা জানো যে, তোমরা নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে উঠছো। এটাই তোমাদের এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য)। মানুষ থেকে দেবতা গড়ে তোলার জন্য, করাত দিয়ে কাটতে হয় না কিংবা এতে কোনো হাতুড়ি ছেনির আঘাত করতে হয় না। শুধুমাত্র সূর্যবংশীদেরকেই দেবতা বলা হয়। চন্দ্রবংশীদেরকে ঋত্রিয় বলা হয়। প্রথমে তো দেবতা হওয়া উচিত, তাই না! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে তখন ঋত্রিয় কুলে জন্ম নিতে হয়। তাই বাবা স্নেহভরে বাচ্চাদেরকে বলেন - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা। বাবার হারানিধি বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক! যদি কারোর সন্তান হারিয়ে যায় আর ৬-৮ মাসের পর তাকে ফিরে পায়, তখন কত ভালোবেসে বুকে জড়িয়ে ধরে! বাবা কত আনন্দিত হয়ে ওঠেন! বাবাও বলেন - আদরের হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা ৫ হাজার বছরের পর আমার কাছে এসেছো। প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলে, এখন আবার আমার কাছে ফিরে এসেছ, অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। ডিটি ওয়ার্ল্ড সভরেন্টি ইজ ইওর গড ফাদারলি বার্থ রাইট (দৈবী দুনিয়া হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার)। বাবা তোমাদেরকে অসীম জগতের বাদশাহী দেওয়ার জন্য এসেছেন। ইনি হলেন হেভেনলি গডফাদার (ঈশ্বরীয় পরমপিতা)। বাবা এসে বলেন যে - বাচ্চারা, দেখো তোমাদের জন্য কত বড় উপহার নিয়ে এসেছি! কিন্তু তার জন্য ততটাই যোগ্য হয়ে উঠতে হবে, শ্রীমং অনুসরণ করে চলতে হবে। মাম্মা-বাবা বলার পর, যদি তাদেরকে ভুলে যাও অথবা তাদের হাত ছেড়ে দাও, তাহলে কখনোই বাবার গলার হার হয়ে উঠতে পারবে না। বাচ্চাদেরকে বাবা কত ভালবাসেন! বাবা বাচ্চাদেরকে মাথায় করে রাখেন। অসীমের পিতার কত সন্তান রয়েছে। বাবা, বাচ্চাদেরকে কত উচ্চস্থানে, সম্মান দিয়ে মাথায় করে রাখেন। তাহলে কত অপার আনন্দে থাকা উচিত আর শ্রীমং অনুসরণ করে চলা উচিত! কেবলমাত্র এক বাবার শ্রীমং অনুযায়ী চলতে হবে। নিজের মনমত অনুযায়ী চললেই মরবে। শ্রীমং অনুযায়ী চললে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ দেবতা হয়ে উঠবে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে - কত নম্বরে পাশ করবে? বাবাও বলেন যে, বাচ্চারা সূর্যবংশী হয়ে ওঠো। তার জন্য মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। নিজের মতন অন্যদেরকেও স্বদর্শন চক্রধারী করে তুলতে হবে। যখন কেউ শিববাবার সামনে আসে, তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে - কতজনকে নিজের মতো বানাতে পেরেছ? কত মজার কথা। এসব কথা শুধুমাত্র তোমরাই বুঝতে পারো, নতুন কেউ এসব একেবারেই বুঝতে পারবে না যে, এ হল মানুষ থেকে দেবতা বানানোর কলেজ। কারোর কারোর আবার ৭ দিনেই বাবার সঙ্গে রং লেগে যায়। কারোর আবার একেবারেই রং লাগে না। তখন তার জন্য অনেক মেহনত করতে হয়। সর্বপ্রথম কথা বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা কর যে - তোমরা কি অসীমের বাবাকে জানো? তখন তারা বলে - হ্যাঁ, তিনি আমার মধ্যেও আছেন, তিনি তো সর্বব্যাপী। তাহলে আর জিজ্ঞেস করার দরকারই নেই। যখন তাঁকে তুমি পিতা বলে ডাকো, তাহলে তোমার পিতা তোমার মধ্যে অথবা আমার মধ্যে কিভাবে থাকতে পারেন? বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা হয়। তাই সর্ব প্রথমে আলফ (আল্লাহ বা পিতা) এর বিষয়ে বাচ্চাদেরকে বোঝাও।

বাবা বলেন - "আমার হারানিধি বাচ্চারা"। এমন মধুর ভাবে কোনো সাধু সন্ন্যাসীরাই বলতে পারে না। তোমরা জানো যে, অবশ্যই তোমরাই শিববাবার হারানিধি সন্তান, তোমরা ৫ হাজার বছরের পর পুনরায় বাবার সাথে মিলিত হয়েছো, স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে, তোমরাই স্বর্গের মালিক ছিলে, পুনরায় তোমরাই আবার স্বর্গের মালিক

হবে। স্বর্গে অবশ্যই যেতে হবে। তারপর সেখানে আপন আপন পুরুষার্থ অনুসারে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আচ্ছাদের পিতা
ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মাতা পিতাকে ফুলো করে, অন্যদেরকে নিজের সমান গড়ে তোলার সেবা করতে হবে। স্বদর্শন চক্রে হয়ে উঠতে হবে
এবং অন্যদেরকেও বানাতে হবে।

২) বাবার গলার হার হয়ে ওঠার জন্য, বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো আওয়াজ করার প্রয়োজন নেই।
স্মরণের ধুন এ থাকতে হবে।

বরদানঃ:- দেহ অভিমানের ত্যাগের দ্বারা সদা স্বমানে স্থিত হয়ে থেকে সম্মানধারী ভব
যে বাচ্চারা এই এক জন্মে দেহ-অভিমানের ত্যাগ করে, স্বমানে স্থিত হয়ে থাকে, তাদের এই ত্যাগের রিটার্নে
(পরিবর্তে) ভাগ্যবিধাতা বাবার দ্বারা সমগ্র কল্পের জন্য সম্মানধারী হয়ে ওঠার ভাগ্যপ্রাপ্ত হয়ে যায় ।
অর্ধেক কল্প ধরে প্রজাদের থেকে সম্মান প্রাপ্ত হয়ে থাকে, অর্ধেক কল্প ভক্তদের থেকে সম্মান প্রাপ্ত হয়। আর
এই সময়ে সঙ্গমযুগে স্বয়ং ভগবান তাঁর স্বমানধারী বাচ্চাদেরকে সম্মান দিয়ে থাকেন। স্বমান আর সম্মান
এই দুয়ের একে অপরের সাথে নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

স্লোগানঃ:- প্রত্যেক পদক্ষেপে বাবার ব্রাহ্মণ পরিবারের দোয়া (আশীর্বাদ) নিতে থাকো, তবে সর্বদাই সম্মুখে অগ্রসর
হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরের মতো হয়েছো, ঈশ্বরের কোল পাওয়াই হল হীরের মতো হওয়া, শ্রীমৎ তোমাদেরকে হীরের মতো বানিয়ে দেয়”

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগে কারো সর্বোচ্চ রাজসিংহাসন (তাউসী-তখ্ত, বাদশাহী) আবার কারো দাস-দাসী বা প্রজার পদ প্রাপ্ত হয়, এর কারণ কী?

*উত্তরঃ - সত্যযুগের সর্বোচ্চ রাজসিংহাসন তাদের প্রাপ্ত হয় যারা সঙ্গমে জ্ঞান সাগরের পড়াকে ভালোভাবে পড়ে আর ধারণ করে, জ্ঞান রঞ্জের দান করে অনেককে নিজের সমান বানায়। আর যারা শ্রীমতের অবমাননা করে, দেহ-অভিমাণে এসে হাস্যামা করে, তাদের প্রজা পদ প্রাপ্ত হয়। যারা পড়ার প্রতি মনোযোগ দেয় না, তারাই দাস-দাসী হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । কড়ি থেকে হীরের মতো হতে চলা হারানিধি, পুরুষার্থী বাচ্চারা এটা জানে যে মায়ার তুফান আসে। বাচ্চারা কড়ি থেকে হীরের মতো হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে, কিন্তু শ্রীমতে না চলার কারণে পুনরায় মায়ার তুফান লাগে আর আত্মার জ্যোতি নিভে যায়। এর উপরেও গীত রয়েছে । বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে আমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম। অসীম জগতের মোস্ট বিলাভ (অতিপ্রিয়) বাবার দ্বারা এই আত্মা শুনছে। তাঁর এই মহিমা গাওয়া হয়। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান। সমগ্র সৃষ্টিতে সবাই তাঁকেই স্মরণ করে কেননা এই দুনিয়াতে তো কেবল দুঃখই দুঃখ। এটা ভেবোনা যে সব মানুষই অবুঝ। তারা এটা বোঝে যে প্রাচীন ভারত অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, অন্য কোনও খন্ড বা ধর্ম ছিলো না এইজন্য ভারতকে প্রাচীন বলা হয়। এতটা বুঝতে পারে, কিন্তু সেটা কিভাবে হল আর কবে হল? ভারত পুনরায় হিরের মতো কবে আর কিভাবে হবে - এটা জানে না। বাচ্চারা এখন তোমরা সম্মুখে বসে আছো এছাড়াও যারা পরদেশ অর্থাৎ বাইরে সেন্টারে থাকে, তারাও শুনছে। হিরের মতো নির্মাণকারী অসীম জগতের বাবা বলছেন - এটা হল তোমাদের অন্তিম ঈশ্বরীয় জন্ম, যেসময়ে ভগবান বসে হিরের মতো বানানোর জন্য তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তো এইরকম বাবার প্রতি কতোই না রিগার্ড রাখতে হবে! সত্য বাবা, সৎ টিচার, সৎ গুরুকে রিগার্ড দেওয়া হয়। বাবা বলছেন - আমিই হলাম বাচ্চাদের সুখদাতা। বাচ্চারা এইসময় তোমাদেরকে সুখ দেওয়ার জন্য এখানে এসে শ্রীমত প্রদান করি। ভগবান যে শ্রীমত দিয়েছিলেন, সেটাই আবার সাধারণ মানুষ গীতাতে লিখেছে কিন্তু যথার্থ লেখেনি। এখন ইনি তোমাদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চতম হিরের মতো বানাচ্ছেন। স্বর্গতে তো তোমরাই আসবে তাই না। এমনি তে তো সমগ্র দুনিয়ার আত্মারাও হল বাবার বাচ্চা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো আছেন তাই না। এইসময় শিববাবার পৌত্র হয়েছে। আবার প্রপৌত্র, তার-পৌত্রও বলে থাকো। বৃদ্ধি তো হতেই থাকে, তাই না। বাস্তবে সকলের রচয়িতা হলাম আমি, তোমাদের বাবা। তারা জিজ্ঞেস করে যে তোমাদেরকে কে জন্ম দিয়েছেন? তখন বলবে - আল্লাহ বা খুদা। এতটা বুঝতে পারে কিন্তু কিভাবে জন্ম দিয়েছেন, কিভাবে এত বৃদ্ধি হয় - এসব কিছুই জানা নেই। এটা তো তোমরা জানো যে সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক রচনা হবে। অবশ্যই রচয়িতা থাকবেন, যিনি এই নতুন দুনিয়া রচনা করছেন। নতুন দুনিয়াতে দেবী-দেবতা পদ প্রদান করেন তাহলে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশও তিনিই করাবেন - এটা কেউ জানেনা। অসংখ্য গ্রন্থ শাস্ত্র ইত্যাদি লেখে। বুঝতে পারে এটা হল ফিলোসোফি (দর্শন) শাস্ত্র। ফিলোসোফি - জ্ঞানকে বলা হয়। কিন্তু এটা কারো জানা নেই যে জ্ঞানের সাগর তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা এনার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে হিরের মতো তৈরী হচ্ছে। ঈশ্বরের কোল নেওয়াই হল হীরে সম জন্ম নেওয়া। হিরের মতো নির্মাণকারী বাবা আমাদেরকে হিরের মতো বানাচ্ছেন। সকল প্রকারের মহিমা এনার জন্য গাওয়া হয়। সত্যযুগে তো মাহাত্ম্যের কথাই নেই। সেখানে তো এই খেলাও থাকে না।

তোমরা এখন জানো যে এখন আমরা না শূদ্র আছি, না দেবতা। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। তোমাদেরকেই স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়। এখানে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বিষ্ণুকূলে গিয়ে রাজ্য করবে। স্বদর্শন চক্রধারী, কমল ফুল সমান তোমাদেরকে এখানেই হতে হবে। এখানে হল পুরুষার্থ, ওখানে হল প্রালব্ধ। এরকম কথা দুনিয়াতে আর কেউ জানেনা। বাবা বলছেন - মায়া তোমাদেরকে তুচ্ছ বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা হিরের মতো দেবী-দেবতা ছিলে। একথা আগে তোমরা জানতে না। দুনিয়াতে তো অনেক মত আছে - কেউ অন্য কিছু বলে, আবার কেউ অন্য কিছু বলে। কেউ বলে - মানুষ মারা গেলে পুনরায় নতুন জন্ম নেয়। কেউ বলে যে যেরকম সংকল্প করবে, সেরকমই হবে। অনেক প্রকারের মতাবলম্বী মানুষ আছে। তোমরা হলে শ্রীমতাবলম্বী। শ্রীমতের দ্বারা তোমাদেরও শ্রেষ্ঠ মত তৈরী হয়। তোমরাও জানো,

সবাই তো জানে না। যদিও কেউ লাথপতি, পদমপতি হয়, কিন্তু এই জ্ঞানে আসা বড়ই মুশকিল। কোটির মধ্যে কয়েকজন আসে কেননা ধনী ব্যক্তিদের জীবন জটিলতায় পরিপূর্ণ। ড্রামাতে এইরকমই নির্ধারিত আছে যে গরীবরাই ঈশ্বরের কোলে আসবে। এই রথ তো তাঁর, তাই না! বাপদাদা দুজনে একসাথে আছেন - এটা কেবল তোমরাই বুঝতে পারো। নিরাকার ভগবানের নিজস্ব কোনও শরীর নেই তাই অবশ্যই শরীরের লোন নিতে হয়, তাই তো ভগবানুবাচ বলা হয়, তাই না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ হতে পারে না। তাকে তো শীঘ্রই সবাই জেনে যায়। ইনি হলেন নিরাকার, তাই এঁনাকে কেউ চিনতে পারে না। আজকাল অনেক মানুষ পোষাক পরিবর্তন করে কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে। পয়সা উপার্জন করে। তারা সবাই মায়ার অনুগামী হয়ে গেছে। এখন তোমরা ঈশ্বরের অনুগামী হয়েছো। কেউ কেউ তো ১০০ শতাংশ ঈশ্বরের অনুগামী হয়েছেন, তাঁর শরণাগত হয়েছেন। বাকি সব মায়ার রাবণের শরণে ফেঁসে আছে। বাবা বুঝিয়েছেন মুখ্যতঃ ভারতবাসীরাই শোকবাটিকাতে আছে। সমগ্র দুনিয়াই হল লক্ষ্য। তারা তো শাস্ত্রে লৌকিক কথা লিখে দিয়েছে। অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের কথা শোনাচ্ছেন। তোমরা জানো যে এখন আমরা ঈশ্বরের কোল নিয়েছি। পুনরায় আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক দেবী-দেবতা হব। সেখানে তো মায়ার থাকবে না। সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীরা অত্যন্ত ধনবান হবে। পুনরায় যখন বৈশ্যবংশী হয়, তখন হিরে জহরতের মন্দির বানায়। প্রথমদিকে যারা হিরে জহরতের মন্দির বানিয়েছিল, তারা সেইরকমই মহলে থাকতো এইজন্য গাওয়া হয় যে ভারত হিরের মতো ছিল। এখন তো কড়ির মতো হয়ে গেছে। এটা হলই পতিত দুনিয়া। ভারতই সত্যখন্ড পাবন ছিল। ভারতই এখন পতিত খন্ড হয়ে গেছে, ভারতকে এখন আমরা পাবন বলতে পারবো না। এখন আমরা পাবন হচ্ছি। সেখানে তো হলই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। কৃষ্ণের কতো মহিমা গায়ন হয়! তাকে দোলনায় দোলায়, কিন্তু তার বায়োগ্রাফী জানে না।

তোমরা জানো যে এখন হলো কলিযুগ। ভারতই সত্যযুগ ছিল। স্পষ্টতঃই ভারতবাসীরা ৮৪ জন্ম নেয়। তোমরা যখন ভালোভাবে বোঝাবে তখন তারা মেনে নেবে। এই ঈশ্বরীয় কোল প্রাপ্ত করেই ভারত হিরের মতো হয়। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা। প্রজাদেরকেও হিরের মতো বলা হবে। এখন যথা রাজা-রানী তথা প্রজা কড়ির মতো হয়ে গেছে। এখন হিরের মতো নির্মাণকারী বাবা এসেছেন, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। হিরের মতো নির্মাণকারী বাবার সাথেই সম্পূর্ণ যোগ লাগতে হবে। তোমরা জানো যে শিববাবার দ্বারাই আমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হবো। সবকিছুর আধার হল পড়াশোনা। পড়ার চিন্তা তো সবাইকেই করতে হবে তাই না। ঘরের মধ্যে কাজ-কর্ম করেও এমন মনে করো যে আমরা হলাম গড় ফাদারের স্টুডেন্ট। আমাদের পড়া হল একদমই সহজ। এক ঘড়িও (ঘন্টা) এসে অবশ্যই শুনতে হবে। এত ভালো ভালো পয়েন্টস্ বের হচ্ছে, যেকোনও সময় যেকারো হঠাৎ তির লেগে যাবে এইজন্য যেকরেই হোক, মুরলী শুনতে হবে। শোনা সম্ভব না হলে তো যেকরেই হোক এই মুরলী পড়তে হবে। প্রবন্ধ হতে পারে। প্রথমে তো এক সপ্তাহ ভালোভাবে বুঝতে হবে, তারপর নতুন নতুন পয়েন্টস্ বোঝার জন্য অবশ্যই পড়তে হবে। বাবা পড়াতে থাকেন। পয়েন্টস্ বের হতে থাকে। বোর্ডের উপরেও লিখতে পারো যে - “ভাই ও বোনেরা, এসো, বাবা তোমাদের সবাইকে এই সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগের দ্বারা হিরের মতো বানিয়ে দেবেন।” তোমাদের কাছে তো সব চিত্র আছে। চিত্র দেখিয়ে বোঝানো খুব সহজ। যেরকম ছোটো বাচ্চাদেরকে খেলনা দেখিয়ে বোঝায়, পড়ায় - এটা হল হাতি, হাতি এইরকম করে, এটা হলো উট...। সাধারণ মানুষ পরমাত্মার বিষয়ে জানে না, এটাও জানে না যে পরমাত্মা কি করেন। তাঁর কর্তব্যকেই জানে না তো মহিমা আর কি করবে? তাই চিত্র দেখিয়ে বোঝানো হয় - ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, ইনি আমাদেরকে হিরের মতো বানাচ্ছেন, ব্রহ্মার দ্বারা এঁনার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদেরকে শিববাবা পড়িয়ে এইরকম দেবী-দেবতা বানাচ্ছেন। পড়িয়েছেন, তাই তো আমরা বোঝাতে পারছি, তাই না। আগে জানতাম না যে পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়াচ্ছেন। বোঝানো তো খুব সহজ যে ভারত হিরের মতো ছিল, এখন কড়ির মতো হয়ে গেছে। তবুও কড়ির পিছনে কেন ধাক্কা খাচ্ছে? এই সব ধনসম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে। এখন তোমরা সত্যখন্ডের জন্য সত্যিকারের উপার্জন করো। সম্পূর্ণ উপার্জন না করার জন্য একদম সাধারণ প্রজাতে চলে যায়। প্রজাদেরও চাকর হয়ে যায়। বাবার হয়ে, বাবাকেই ত্যাগ করে দেয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চাদেরকে মুরলী চেয়েও পড়তে হবে। মুরলী পেতে থাকবে। যেখানেই থাকো, তোমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে। পড় আর পড়াও। বিদেশে থেকেও তোমরা সেবা করতে পারো। বাবার পরিচয় দিতে হবে। প্রভাব তো অস্তিত্বেই বের হবে। বুঝতে পারবে, সত্যই প্রাচীন ভারত হেভেন (স্বর্গ) ছিল। কত ধনসম্পত্তি এখান থেকে লুট করে নিয়ে গেছে!

সত্যযুগে চৈতন্য অবস্থায় তোমরা সমগ্র সৃষ্টির মালিক হবে অর্থাৎ রাজত্ব করবে। পুনরায় ভক্তি মার্গে জড় চিত্রগুলিকে একটা কুঠুরির মধ্যে বন্ধ করে রাখবে, স্মরণিক বানাবে। পূজার সামগ্রীও তো চাই, তাই না। এখন তোমরা সব কিছু জেনে গেছো যে আমরা সবাই পূজ্য ছিলাম, এখন পূজারী হয়ে গেছি। পূজ্য থেকে পূজারী হতে আমাদের কত সময় লাগে?

কিভাবে মন্দির তৈরী হয়েছে? আমরাই তো মন্দির বানিয়েছি। আমরা নিজের জড় চিত্র বানিয়ে আমাদেরই পূজা শুরু করেছি। কত ওয়ান্ডারফুল কথা! বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন কোনও ভুল করো'না। দেহী-অভিমানী হলেই তোমরা হিরের মতো হতে পারবে। দেহ-অভিমাণে আসবে না। দেহ-অভিমাণে এসে বড়-বড় হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, তো নিজেরও সত্যানাশ করে আর অন্যদেরও সত্যানাশ করে। একই জ্ঞান সাগরের থেকে পড়াশোনা করে কেউ তো তাউসী সর্বোচ্চ রাজসিংহাসন (তাউসী তখত) এর উপরে বসে, আবার কেউ দাস-দাসী হয়। দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের বাদশাহ ছিলেন। তাদের কতোইনা মহিমা, পূজা হয়, মন্দির বানায়। এখন তোমরা জেনে গেছো যে আমরা পুনরায় সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছি। পুনরায় সূর্য বংশী থেকে চন্দ্র বংশীতে আসবে। রাজস্ব নেওয়া মানে কতোই না উচ্চপদ প্রাপ্ত করা! এমনই পুরুষার্থ করতে হবে আর করাতে হবে। যদি পুরুষার্থ করাতে না পারো, তার মানে তোমরা এখনও পুরুষার্থ করতেই শেখোনি। নিজের সমান যদি না বানাতে পারো তাহলে রাজা-রানীও হতে পারবে না। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে। এই নেশা খুব অল্প কয়েকজনেরই থাকে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে খুশীর পারদ চড়বে। মাম্মা বাবাকে দেখো, কতোইনা আত্মিক চিন্তনে থাকেন। বাবারও দয়া হয় যে এই কন্যাকে পবিত্র থাকার জন্য প্রহার সহ্য করতে হয়, তো কিভাবে তাকে বাঁচাবেন? আশ্রয় দেওয়ার জন্য কতো হাঙ্গামা হয়েছে। সর্বশক্তিমান শিববাবার দ্বারা ভারতের, হীরের মতো হওয়ার লটারী প্রাপ্ত হয়। এখানে তোমরা সম্মুখে বসে শুনছো, ভালো লাগে। বাবা ডোজ বাড়াতে থাকেন। বাচ্চাদেরকে প্রতি কদমে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সুখদাতা বাবা, টিচার, সঙ্করুর রিগার্ড (সম্মান) অবশ্যই রাখতে হবে। তাঁর মতে চলাই হল তাঁকে রিগার্ড দেওয়া।

২) ঘরের কাজ-কর্ম করার সময় নিজেকে গড় ফাদারের স্টুডেন্ট মনে করতে হবে। পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ মনযোগ দিতে হবে, মুরলী মিস করবে না। সত্যথন্ডের জন্য সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে।

বরদান:- পাস্ট, প্রেজেন্ট আর ফিউচারকে জেনে মায়াজীং হয়ে মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব
যে বাচ্চারা তিন কালকে জানে তারা কখনও মায়ার কাছে পরাজিত হয় না। কেননা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে, দুটোই ত্রিকালদর্শী আত্মার বুদ্ধিতে স্পষ্ট থাকে। এখন কি আছি আর ভবিষ্যতে কি হতে চলেছি, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই দুয়ের নেশাই তাদের মধ্যে থাকে, সেই নেশার খুশীতে উড়তে থাকে। সেইজন্য তাদের পা ধরিত্রী থেকে উঁচুতে থাকে। তারা দেহ, দেহের সম্বন্ধ, দেহের পুরানো পদার্থের আকর্ষণে আসে না।

স্লোগান:- যার কাছে সরলতার গুণ আছে সংগঠনে চলা তার কাছে খুব সহজ হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের জন্য পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে, যোগবলের দ্বারা পাপের খাতাকে ভগ্নীভূত করতে হবে, সেইজন্য অন্তর্মুখী হও"

*প্রশ্ন:- কোন শ্রীমৎ-কে পালন করলে বাণীর উর্ধ্ব যাওয়ার পুরুষার্থ সহজ হয়ে যাবে?

*উত্তর:- শ্রীমৎ বলে -- বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হয়ে যাও, বাইরে (মুখে) কিছুই ব'লো না। এই শ্রীমৎ পালন করলে তখন সহজেই বাণীর উর্ধ্ব যেতে পারবে। যত স্মরণ করবে, স্বদর্শন চক্রে ঘোরাবে, ততই উপার্জন জমা হতে থাকবে। স্মরণের জন্য অমৃতবেলার সময় অতি উত্তম। সেইসময় উঠে অন্তর্মুখী হয়ে আত্ম স্বরূপে স্থির হয়ে বসে যাও।

*গীত:- তুমি রাত নষ্ট করলে ঘুমিয়ে, দিবস কাটালে খেয়ে....

ওম শান্তি। এ'কথা কে বোঝায় যে অন্তর্মুখী হয়ে যাও, মুখে কিছুই ব'লো না। নিজের আত্মার স্বরূপে স্থির হয়ে বোসো। বাবা বাচ্চাদের বলেন মুখ দ্বারা কিছুই ব'লো না। রাম-রাম ইত্যাদি তো অনেক বলে এসেছে কিন্তু সেই বলায় মানুষ পবিত্র হতে পারে না। মানুষ অপবিত্র থেকে পবিত্র তখনই হতে পারে যখন পতিত-পাবন বাবার শ্রীমতানুসারে চলে। পতিত-পাবন বললেই বাবা স্মরণে আসেন। বাবা বলেন যে তোমরা অবশ্যই পতিত ছিলে, তাই না! এখন তোমরা পবিত্র হতে চলেছো। সত্যযুগে কোনো পতিত থাকে না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন ভারত পবিত্র ছিল তখন একটিই ধর্ম ছিল। বাবা তো সুখের সৃষ্টিই রচনা করবেন, তাই না! ভারত সুখধাম ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা ইত্যাদির মন্দির হলো সত্যযুগ-ত্রৈলোক্যের নিদর্শন। সত্যযুগে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি (রাজত্ব) ছিল। এই ভারতই ছিল যেখানে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়দের রাজ্য চলতো, এখন পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। একেই বলা হয়ে থাকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি। তা মানুষই তো জানবে। মানুষ যদি না জানে তখন জানোয়ারের থেকেও খারাপ বলা হয়ে থাকে। বাবাকে জানার জন্য কত ধাক্কা খেতে থাকে কিন্তু জানতে পারে না। তোমরা বাবার সন্তান হয়েছো, তাই বাবা আপন পরিচয় দেন। প্রথমে পরিচয় ছিল না, সেইজন্য এর পরিণাম কি হয়েছিল? অরফ্যান (অনাথ), নাস্তিক, নির্ধন হয়ে যায়। এখন তোমরা বাবার হয়েছো, বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। এ হলো অতি উচ্চ উত্তরাধিকার, ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজধানী প্রাপ্ত হয়, কোনো কম কথা কি? পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেছেন। পুনরায় হিস্ট্রি রিপিট হয়।

বাবা বোঝান -- আমার শ্রীমতে চলো, অন্তর্মুখী হও, বাহ্যমুখী হয়ে না। এখন এইসময়ে হলো গভীর অন্ধকার, একে রাত বলা হয়ে থাকে। এখন সকাল হতে চলেছে। কলিযুগের অন্তকে ঘন অন্ধকার, সত্য যুগের আদিকে সকাল বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন -- আমি আসিই সঙ্গমে যখন সকল মানুষ পতিত হয়ে যায়। বাচ্চারা এখন তোমাদের সদাকালের জন্য সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকেই গেছে, সামান্যই রয়েছে..... সেইজন্য এখন অতি শীঘ্র পুরুষার্থ করে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নাও, যেমন সকলেই গ্রহণ করছে। সকলেই হলো পুরুষার্থী। এখন সকলকেই সুইট হোম, বাণীর উর্ধ্ব যেতে হবে। ওটা হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর, নির্বাণধাম। ধামে (ঘরে) তো কেবল একজন থাকে না। যত জীব আত্মারা রয়েছে.... তারা সকলেই শরীর ত্যাগ করে যাবে আপন ঘরে বাবার কাছে। ওটা হলো নিরাকারী বৃক্ষ। চিত্রতেও যেমন কল্প বৃক্ষ কে দেখানো হয়। সেটা আমাদের আত্মাদের নিকেতন - শান্তিধাম। তারপর আমরা আসবো সুখধামে। এখন ৮৪ জন্মের চক্রে সম্পূর্ণ হয়, কলিযুগের পরে সত্যযুগ অবশ্যই আসবে, তাই না! দ্বাপরের পরে কলিযুগ অবশ্যই আসবে তাই না! বাবা বলেন - আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পুরানো দুনিয়াতে থাকতে হবে। যতক্ষণ না নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরানো বাড়িতেই থাকতে হয় তাই না? তারপরে যখন নতুন হয়ে যায়, তখন পুরানোকে ভেঙে দেওয়া হয়। এই দুনিয়াও তো পুরানো তাইনা। এর বিনাশের জন্যই এ হলো মহাভারতের যুদ্ধ। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আত্মাই বুঝতে পারে - জাগতিক জ্ঞানও আত্মা-ই শেখে, তাইনা। আত্মা বলে আমি প্রিন্সিপাল, আমি সার্জন। আত্মার নলেজ না থাকার কারণে দেহ-অভিমानी হয়ে যায়। আত্মা-ই সংস্কার ধারণ করে নিয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, শিববাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আমরা আত্মারা এই পুরানো দেহ ত্যাগ করে পুনরায় নতুন ধারণ করবো। এখন আমরা শ্যাম পরে সুন্দর হবো। সুন্দর থেকে শ্যাম হয়। তার জন্য ৮৪ জন্ম লেগে যায়। পরে শিববাবা কাম চিতার থেকে নীচে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসিয়ে দেন,

গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণ যুগের মালিক বানিয়ে দেন। অসীম জগতের বাবা নিশ্চয়ই অসীমিত বর্ষা দেবেন তাইনা। শিব বাবা তো হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। শিববাবা বলেন আত্মা রূপী বাচ্চাদের জন্য বৈকুণ্ঠের উপহার এনেছি। হাতে করে স্বর্গ এনেছি। সেকেন্ডে তোমরা সাক্ষাৎকার করে নাও। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীর সংখ্যাও অনেক। অবশ্যই ব্রহ্মার সন্তান এবং শিববাবার নাতি নাতনী। তোমরা বলো আমরা শিববাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করি। উনি হলেন সর্বজনের সদগতি দাতা। রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন। নিরাকার কীভাবে শেখাবেন, তাই অর্গ্যান্স দ্বারা (দেহের আধার নিয়ে) পড়ান। সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রদান করেন। তাঁকেই পরম আত্মা, সুপ্রিম সোল বলা হয়, সর্ব মহিমা হল কেবল তাঁরই। জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন হলেন তিনি, তাঁকে তো তাই অবশ্যই আসতেই হয়। তোমাদেরকেও মাস্টার সুপ্রিম বা পাবন (পবিত্র) বানিয়ে দেন। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা যাঁকে সকল ভক্তরা আহবান করে। সকল ভক্তের পিতা তিনি, তিনি হলেন ভগবান - পরমপিতা পরমাত্মা। যদি তাঁকে সর্বব্যাপী বলা হয় তবে বর্ষা প্রাপ্ত হবে কীভাবে? মানুষকে ভগবান বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকেও দৈবী গুণধারী মানুষ বলা হয়, উনি হলেন ফার্স্ট প্রিন্স। সবাই তাকে দোলনায় বসিয়ে দোলায়। শিববাবাকে কখনই দোলায় না, কারণ বাবা কখনও শিশু হনই না। এইসব তো সাক্ষাৎকার করানো হয় বোঝানোর জন্য যে - আমি তোমাদের সন্তান, তোমরা আমাকে উত্তরাধিকারী বানাবে, আমার কাছে সমর্পিত হবে তো আমিও বলিহার যাবো। বলি আর হলে যেন আমিও তোমাদের সন্তান হয়ে যাই।

মানুষের অনেক অন্ধ শ্রদ্ধা থাকে যেখানে সেখানে মাথা নোয়াতে থাকে, একেই বলে পুতুল পূজা করা। নবরাত্রিতে অনেক পুতুল তৈরি করে। তাদের অক্যুপেশান কেউ জানে না। ৪ - ৬ ভূজাধারী দেবী কখনও হয় নাকি, তার উপরে আবার হাতে তলোয়ার দিয়ে দেয়। দেবতারা হিংসক তো হয় না। শাস্ত্রবাদীরা তাদেরকেও হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। নেপালেও কালী পূজা হয় কিন্তু এইরকম তো হয় না। মাস্টা এমন কালো জীভধারী তো একেবারেই নন। মানুষ তো হলো মানুষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। অন্য কোনো জিনিস নয়, তাহলে ৮ - ১০ ভূজাধারীরা আসবে কোথা থেকে! এইসবই ভক্তি মার্গের অলঙ্কার বানিয়ে দিয়েছে। অর্থ উপার্জনের জন্য কিছু তো চাই, তাইনা। তারপরে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিত্র বসে বানিয়েছে। কোথাও দেখো সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, কোথাও আবার শ্যাম বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। কারণ তো চাই, তাইনা। কতখানি অন্ধ শ্রদ্ধা আছে! এখন ভক্তি মার্গ শেষ হয়ে জ্ঞানমার্গ জিন্দাবাদ হয়। যদিও সময় খুব অল্প বাকি আছে, সবারই মৃত্যু হবে অবশ্যই। পুত্র পৌত্র উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই। সেখানে তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে না যে সঙ্গমে আমরা রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করেছিলাম। সেখানে তো পবিত্র সৃষ্টি চলমান থাকে। এখানে তোমরা জানো যে অবশ্যই আমরা বাবার রাজধানীর অধিকারী। সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না যে আমরা কি কি কর্ম করেছিলাম, কীভাবে এমন স্বরূপধারী হয়েছি - এইসব কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। সেখানে কেউ পতিত হয়-ই না যে, পবিত্র হওয়ার জন্য গুরুর দরকার পড়বে। শিববাবা বাচ্চাদের পা ধুইয়ে দিয়ে তাদেরকে সিংহাসনে বসান। গুরু চাই সদগতির জন্য। সেখানে তো সদাই সদগতি থাকে। গুরুর দরকার নেই। শিববাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে, দেহ-অভিমাণে থেকো না। আমি আত্মা এখন ডাক্তারের রূপে আছি, আমি আত্মা ম্যাজিস্ট্রেট, তারপরে এই দেহ ত্যাগের পরে জানিনা কি হবে? আমরা আত্মারা এই দেহের আধার নিয়ে পড়াশোনা করি। আত্মাই এই অর্গ্যান্স গুলির দ্বারা পড়াশোনা করে, আত্মাই শোনে- এইসবই বোঝার মতো কথা, কোনো প্রাচীন কাহিনী নয়।

শিববাবা বলেন এই সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরখানা হবে। এখন জেগে ওঠো, নাহলে কলিযুগ রূপী দুনিয়ায় আগুন লাগলে সেই সময় হয় হয় করবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না, কাল গ্রাস করবে, গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকবে। অনেক দন্ড ভোগও করতে হবে। এখন আমাদের পাপের খাতা ভস্ম করে পুণ্যের খাতায় জমা করতে হবে। নতুন করে ২১ জন্মের জন্য জমা করতে হবে। জমা হবে শিববাবাকে স্মরণ করলে। পুরানো খাতা শোধ হয়ে যাওয়া উচিত। এই জ্ঞান কতখানি সহজ ! রোজ তোমাদের অনেক উপার্জন হয়! যে যত স্মরণ করে, স্ব দর্শন চক্র ঘোরাবে, সে অগাধ উপার্জন করতে থাকে, অপরিমিত। সেখানে কোনও গুণতি হয় কি! এখন কুঁড়ে ঘরে বসে আছো পরে মহলে বসবে। তফাৎ তো হলো তাইনা - কুঁড়ে ঘর আর মহলে। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপনা হয়ে যাবে তখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। বর্তমান সময়েরই কথা। রাজধানীর স্থাপনা হয়ে যাবে তখন যে যত পুরুষার্থ করে থাকবে তা -ই থাকবে তারপরে বিনাশ হয়ে যাবে, তাই এখন গাফিলতি করা উচিত নয়। ভোরবেলায় উঠে স্মরণে বসা উচিত। যত স্মরণের চার্ট রাখবে ততই ভালো আর তাতেই ততখানি উঁচু পদের অধিকারী হবে। শিববাবার গলার হার হবে। হৃদয় দর্পণে দেখতে হবে যে আমি যোগ্য হয়েছি কি - লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য ? আমরা কি বাবা-মাস্টার মতন সার্ভিস করি? হরেক রকমের ফুল রয়েছে। এ'হলো বাগানের মালিক বাবার হিউম্যান গার্ডেন। বাবা বলবেন - দেখো, কুমারকা, মনোহর কত ভালো ভালো ফুল! এ'হল রতন জ্যোত ফুল। বাবা এই বাগান দেখে তারপর ওই বাগানে গিয়ে ফুল গুলিকে দেখেন। বাগানের মালিক নিরীক্ষণ করেন ফুল

গুলিকে, তাই বাচ্চাদেরও ফলো করা উচিত - নম্বর ওয়ান, টু ফুল কে কে ? এই রকম হতে হবে । ২১ জন্মের জন্য রাজ্য পদের অধিকারী হওয়া কোনও কম কথা নয়! অগাধ সুখ রয়েছে । বিশ্বের মালিক হতে হবে। এ'হল স্কুল। ওই জাগতিক পড়াশোনার সাথে এই আত্মিক পড়াশোনাও করো। টিচারদের সর্বদা ভালো ম্যানার্স থাকে। অনেস্ট হয় তারা। স্কুলে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। সেখানে ব্যারিস্টারি পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। এখানে তোমরা রাজার রাজা হওয়ার জন্য পড়াশোনা করো। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। ব্যাস্, খেলা শেষ। অসীম জগতের বাবা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো। তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো।

সেখানেও এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে । এও হল গডলি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। তোমরা বাচ্চারা হলে রাজশাসি। তারা তো ঘর দুয়ার ত্যাগ করে দেয়। তোমরা তো ঘরে থেকে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ত্যাগ করো। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন নতুন দুনিয়া রয়েছে, যা বাবা স্বয়ং রচনা করেন, তাই শিব বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এই রুহানী (আত্মিক) কলেজ বা হসপিটালও হলো অনেক বিশাল, যার দ্বারা তোমরা এভার হেলদী, এভার ওয়েলদি হও। ঘরে-ঘরে তোমরা এই হসপিটাল বা কলেজ খুলতে পারো, এতে খরচ কিছুই হয় না। শুধুমাত্র তিন পায়ের মতন পৃথিবী চাই। আচ্ছা!

মাতা-পিতা বাপদাদার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সকাল-সকাল উঠে স্মরণে অবশ্যই বসতে হবে, এতে গাফিলতি করবে না। পূণ্যের খাতা জমা করতে হবে।

২) এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। আধ্যাত্মিক (রুহানী) পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বকে জেনে তাকে কাজে লাগিয়ে সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব ড্রামার নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গমযুগে প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মার কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে । সে যদি মালার শেষ দানাও হও, তার মধ্যেও কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে । তাই ব্রাহ্মণ জন্মের ভাগ্যের বিশেষত্বকে চেনো এবং কাজে লাগাও। একটি বিশেষত্ব কাজে লাগালে আরও বিশেষত্ব স্বতঃতই আসতে থাকবে, একের পাশে বিন্দু লাগাতে লাগাতে সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- মন্মনাভব মন্ত্রের স্মৃতি সর্বদা থাকলে মনের বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করা বন্ধ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পিউরিটির আধ্যাত্মিক (রুহানী) পার্সোনালিটির স্মৃতি স্বরূপের দ্বারা মায়াজীত হও"

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা চতুর্দিকের সকল স্নেহী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি স্নেহী বাচ্চার মধ্যে আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির ঔজ্জ্বল্য দেখছেন। বহিরাঙ্গিকে তোমরা হলে সাধারণ পার্সোনালিটি বিশিষ্ট, কিন্তু আন্তরিক পার্সোনালিটির দিক থেকে তোমরা সকলে হলে সকলের মধ্যে নম্বর ওয়ান। বিশ্বে অনেক প্রকারের পার্সোনালিটির কথা কথিত রয়েছে। শারীরিক পার্সোনালিটি, কোনো বিশেষত্বে সম্পন্ন পার্সোনালিটি আবার কেউ কোনো বিশেষ পজিশনের পার্সোনালিটি বিশিষ্ট, কিন্তু তোমাদের সকলের চেহারায়, চলাফেরায়, আচার-আচরণে কোন্ পার্সোনালিটি দেখতে পাওয়া যায়? পিউরিটির পার্সোনালিটি। পিওরিটিই হলো পার্সোনালিটি। যে যত বেশী পিওর, তাদের পার্সোনালিটি না কেবল চোখেই দেখতে পাওয়া যায়, বরং অনুভবও হয়ে থাকে। তোমরা সকলে নিজের আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিকে অনুভব করে থাকো? তোমাদের মতো পার্সোনালিটি সত্যযুগ থেকে এই সময় পর্যন্ত আর কারো রয়েছে কি? সমগ্র কল্প পরিক্রমা করে আসো, তোমাদের মতো পার্সোনালিটি কারো আছে? নেই না? তো তোমার নিজের মধ্যে থাকা আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির নেশা রয়েছে? অনাদি কালে তো পরমধামেও তোমাদের অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদের পার্সোনালিটি হলো সব থেকে উচ্চে। সব আত্মারাই সেখানে যদিও ঝলমলে উজ্জ্বল জ্যোতি, কিন্তু তোমরা, যারা আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি সম্পন্ন আত্মা, তোমাদের ঔজ্জ্বল্য অন্য সকল আত্মাদের থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা এবং ভালোবাসার মতো। নিজের অনাদি কালের পার্সোনালিটিকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো। এসেছে স্মৃতিতে? দেখতে পাচ্ছো? বাপদাদার সাথে সাথে কীভাবে আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিতে শোভা পাচ্ছো তোমরা? নিজেকে দেখতে পাচ্ছো তোমরা? তাহলে চলে যাও অনাদি কালে। কতটুকু সময়ের মধ্যে চলে যেতে পারো? যেতে কতটা সময় লাগবে? সেকেন্ডেরও কম সময়ে না? নাকি একদিন বা এক ঘন্টা চাই? সেকেন্ডেরও কম সময়ে যেখানে চাও পৌঁছে যেতে পারো। তো অনাদি কালের নিজের পার্সোনালিটিকে দেখে নিয়েছো তো? এখন অনাদি কাল থেকে আদি কালে চলে যাও। এসে গেছো নাকি এখনও চলেছো? পৌঁছে গেছো? তো অনাদি কাল থেকে আদি কালে নিজের আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিকে দেখো - কতখানি শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি! তনের দিক থেকে, কি মনের দিক থেকে, কি ধনের দিক থেকে কিম্বা সম্বন্ধের দিক থেকে - সব প্রকারের পার্সোনালিটিই কতখানি শ্রেষ্ঠ! তো আদি কালের পার্সোনালিটিকে দেখতে পাচ্ছো? কতো সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! কত সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত, কতখানি সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ স্বরূপ তোমরা! তো আদি কালেও নিজের পার্সোনালিটিকে দেখো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো নাকি ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে বলে একটু কম স্পষ্ট? সকলের কাছে স্পষ্ট? কুশলী তোমরা? তো আদিকালকেও দেখে নিয়েছো তোমরা। এখন এসো মধ্য কালে, তো মধ্য কালেও তোমাদের পার্সোনালিটি কেমন ছিল? তোমাদের জড় চিত্র কতখানি বিধি সম্মতভাবে পূজিত এবং কীর্তিত হয়। যত পার্সোনালিটি বিশিষ্ট ধর্মাত্মা, মহাত্মা, নেতাদের কথাই বলা হোক না কেন, তোমাদের জড় চিত্রের পার্সোনালিটির কাছে তাদের পার্সোনালিটি কিছুই নয়। তোমাদের সকলের যেমন পূজা হয় কোনো মহাত্মা কিম্বা কোনো নেতার, ধর্ম আত্মাদের এই রকম বিধি সম্মতভাবে পূজা করা হয় কি? কখনো দেখেছো? তোমাদের জড় চিত্র গুলির মতো শৃঙ্গার কারো হয় কি? তো মধ্য কালেও তোমাদের মতো আত্মাদের পিউরিটির পার্সোনালিটির বিশেষত্ব কতখানি শ্রেষ্ঠ! নিজেদের চিত্রকে দেখেছো? তোমাদের পূজা হয় কিনা? নাকি কেবল বড় বড় যারা তাদেরই হয়, আমাদের নয়? ডবল বিদেশীদের মন্দির আছে? দেখেছো তোমরা, তাতে তোমাদের চিত্র রয়েছে? নাকি শুনেছো বলেই বলছো যে হ্যাঁ থেকে থাকবে? স্মৃতিতে আছে? তো মধ্য কালও তোমাদের অতি শ্রেষ্ঠ আর এখন লাস্ট জন্মে যে মরজীবা ব্রাহ্মণ জন্ম, তার পার্সোনালিটি দেখো কতো মহান! কতো গায়ন রয়েছে - যে কোনো শ্রেষ্ঠ কাজ এখনও পর্যন্ত তোমাদের নামধারী ব্রাহ্মণরাই করে থাকে। এখন ব্রাহ্মণ যদিও সেই ব্রাহ্মণ নেই, কিন্তু নামের ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই তারা? তোমাদের নামেই তোমাদের পার্সোনালিটির কারণে তারাও খ্যাত এখনও। তো ব্রাহ্মণ জন্মের পার্সোনালিটি কতখানি শ্রেষ্ঠ! আদি কাল, অনাদি কাল, মধ্য কাল আর এখন অন্তিম কাল - সমগ্র কল্পে তোমাদের পার্সোনালিটি সর্বদাই মহান রয়েছে।

লৌকিক পার্সোনালিটি বিশিষ্টদের নাম যখন আসে, কোনো বিশেষ বুক এ তাদের নাম ওঠে - "সো অ্যান্ড সো" তারা। কিন্তু তোমাদের নাম কিসে আসে? সাধারণ বুক এ তোমাদের নাম আসে না, শাস্ত্রে আসে। আদি কাল থেকে যে সমস্ত শাস্ত্র লেখা হয়েছে তাতে কাদের অ্যাক্টিভিটি (চরিত্র) রয়েছে? কাদের প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে? কাদের গল্পগাথা রয়েছে? তো লৌকিক পার্সোনালিটি বিশিষ্ট যারা তাদের প্রশস্তি বিশেষ কিছু বুক এ করা হয়ে থাকে আর তোমাদের প্রশস্তি গীত শাস্ত্রে হয়ে থাকে আর শাস্ত্রকে কতখানি রিগার্ড (সম্মান) দেওয়া হয়! অত্যন্ত বিধি সম্মতভাবে শাস্ত্রকে নাড়াচাড়া করা করা, সেই

সব শাস্ত্রকেও পূজনীয় রূপে দেখা হয়। সত্যিকারের ভক্ত যারা, তারা শাস্ত্রকে বিধি সম্মতভাবে রাখে আর পড়েও। সাধারণ বইপত্রের মতো তাকে রাখে না। তো নিজের পবিত্রতার পার্সোনালিটিকে সর্বদাই ইমার্জ রূপে স্মৃতিতে রাখো। কেবল হ্যাঁ জানি তো, কিম্বা হ্যাঁ আমরাই তো... এই রকম মার্জ নয়। স্মৃতি স্বরূপে রাখো। যাদের বুদ্ধিতে এটা ইমার্জ রূপে থাকে, তো স্মৃতিই হলো সমর্থীর আধার। আর যেখানে সমর্থী রয়েছে সেখানে মায়া আসতে পারে? সমর্থ আত্মার কাছে মায়ার আসা অসম্ভব। পরিশ্রম করার প্রয়োজনই নেই। মায়ার কাজ হলো আসা, কিন্তু তোমাদের কাজ হলো এখন সময় অনুসারে তাকে ভাগানো নয়, মায়া এলো আর তাকে ভাগালে। না। তোমাদের কাজ হলো সদা মায়াজীত থাকা। তো মায়াজীত হয়েছে নাকি মায়াকে বারে বারে ভাগাতে থাকবে? এখন ভাগাতে হয়, একটু আধটু দর্শন দেওয়ার জন্য চলে আসে। তা নয়তো না? ডবল ফরেনার্স মায়াকে চিরকালের জন্য ভাগিয়ে দিয়েছে? নাকি ভাগাতে থাকো? কী অবস্থা এখন? মায়া চিরদিনের জন্য বিদায় হয়েছে? এখন আসবে তো না? নাকি একটু আধটু এলে কোনো ক্ষতি নেই? তার সাথে অর্ধ কল্পের সখ্যতা যদিও, ফ্রেন্ড না? তাকে এমনিই ছেড়ে দেবে? আসবেই না? আগেও বলেছিলাম না যে, সময় সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অনেক কালের মায়াজীত হওয়ার অভ্যাস চাই। অন্তিমে সেটা হওয়া সম্ভব নয়। অন্তিমে যদি মায়াজীত হওয়ার পুরুষার্থও করতে থাকবে তবে কী হাল হবে তখন? বাপদাদা তোতা পাখীর কাহিনী বলে থাকেন না যে, তোতাকে বারণ করা হতো জলের কলের উপরে না বসতে, কিন্তু সে সেখানে বসে আওয়াজ করবেই করবে। সেই রকমই দীর্ঘ কালের অভ্যাস যদি থাকবে তবে মনে মনে ভাবতে থাকবে, আমি হলাম আত্মা, কিন্তু হবেই না। সেইজন্য কী করতে হবে? এখন থেকে মায়াজীত হওয়ার অভ্যাস করো। আর তার সহজ উপায় হলো নিজের আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিকে স্মৃতি স্বরূপে রাখো। পার্সোনালিটি সম্পন্ন যারা তাদের লক্ষণ কি হয়ে থাকে? যারা উচ্চ পার্সোনালিটি সম্পন্ন হবে তাদের চোখ কোনো কিছুতেই বা কারো প্রতিই যাবে না। এ এই রকম, সে ওই রকম করছে, অমুকে ওই রকম কাজ করছে, আমি করবো না কেন, আমি করতে পারবো না কেন... অন্যদের প্রাপ্তির দিকে চোখ যাবে না। কেন? রুহানী পার্সোনালিটি সম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকে। স্বভাবের দিক থেকেও সম্পন্ন, সংস্কারেও সম্পন্ন আর সম্বন্ধ - সম্পর্কেও সম্পন্ন, ভরপুর। তারা কখনো নিজের প্রাপ্তির ভান্ডারের কোনো অপ্রাপ্তির অনুভব করবে না। কেন? রুহানী পার্সোনালিটির কারণে তারা সর্বদা মন থেকে ভরপুর থাকার কারণে সন্তুষ্ট থাকে। চোখ অন্যদের প্রাপ্তির দিকে তখনই যায়, যখন নিজের মধ্যে অপ্রাপ্তির অনুভব করবে। তো কোনো অপ্রাপ্তি আছে কি? তোমরা কি গীত গাও - অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে। এই গীত মুখে গাও না, মনে মনে খেয়ে থাকো তাই না? যারা গেয়ে থাকো তারা হাত তোলো। আচ্ছা, ডবল বিদেশীরাও এই গীত গাও তো না? আচ্ছা!

বাপদাদা আজ চতুর্দিকের বাচ্চাদের পিউরিটির পার্সোনালিটি চেক করছিলেন। পিউরিটির পরিভাষাকেও খুব ভালো ভাবে তোমরা জানো। পিউরিটি কেবল ব্রত নয়। ব্রহ্মচর্য ব্রততে তো আজকালকার সারকামস্ট্যান্স অনুসারে অগুণীও থাকে। জ্ঞানের দিক থেকে নয় বরং পরিস্থিতিতে দেখে। কোনো কোনো ভক্তও থাকে। সেটা কোনো বড় কথা নয়। কিন্তু পিউরিটিকে সারাদিনে চেক করো - পবিত্রতার লক্ষণ হলো স্বচ্ছতা, সত্যতা। সারাদিনে যদি অমৃতবেলায় ঘুম থেকে উঠলে, বসলে, কথা বলার সময়, সেবার সময়, স্থূল সেবাতে বা সূক্ষ্ম সেবাও করলে অথচ বিধি সম্পন্ন ভাবে না করে, বিধিতেও যদি একটু আধটু তফাৎ ঘটে যায়, তাহলেও সেখানে স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতা নেই। ব্যর্থ সংকল্পও হলো অপবিত্রতা। কেন? তোমরা ভাববে যে, আমি তো কোনো পাপ করিনি, কাউকে দুঃখ দিইনি, কিন্তু যদি ব্যর্থ চললো, সময় চলে গেলো, সংকল্প গেলো, সন্তুষ্টতা গেলো, তবে তোমাদের পবিত্রতার ফাইনাল স্টেজে ডিগ্রীতে তফাৎ ঘটে যাবে। ১৬ কলা হতে পারবে না। ১৫ কলা, ১৪ কলা, ১৫ কলাও যদি হয়... নস্বরের তফাৎ হয়ে যাবে। তো অপবিত্রতা কেবল কাউকে দুঃখ দেওয়া বা পাপ কর্ম করা নয়, বরং নিজের মধ্যে সত্যতা, স্বচ্ছতাকে যদি বিধি সম্মতভাবে অনুভব করে থাকো, তবে তোমরা পবিত্র। মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, বলতে চাইনি কিন্তু বলে ফেলেছি, তো একে কি বলবে? মালিক হলে তবে? সেইজন্য অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সংকল্প, বোল, কর্ম, সেবা - সব কিছুকে চেক করো। ওপরে ওপরে চেক করো না। সেইজন্য ওপরে ওপরে (মোটা/স্থূল রূপে) চেক করলে দেখো, চন্দ্রবংশীদের স্থূল চিহ্ন তীর ধনুক দিয়েছে আর সূর্যবংশীকে কত ছোট মুরলী (বাঁশী) দিয়ে দিয়েছে। মুরলী কত হাল্কা হয়! আর তীর ধনুক হলো কত পরিশ্রমের! আর মুরলী দেখো - নাচো, গাও, হাসো, খেলো। তো সেইজন্য স্থূল স্থূল রূপে পুরুষার্থকে দেখো না, আর না চেকিংকে রাখবে। এখন সূক্ষ্ম বুদ্ধির হও। কেননা সময় আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হবে, বলে কয়ে হবে না। বাপদাদা তো আগেই বলে দিয়েছেন যে, কোনো অনুযোগ করবে না যে - বাবা, আপনি আগে বলেননি কেন? বাবা কখনোই টাইম কনশাস বানাবেন না। এখন সম্পূর্ণ ডায়মন্ড হতে হবে না? এই প্রতিজ্ঞা করেছো না? ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করতে চাও নাকি ডায়মন্ড হতে চাও? কি করতে চাও? হতেও হবে আবার উদযাপনও করতে হবে। দুটোই এক সাথে করতে হবে। তো বাপদাদা পরের বছর চেক করবেন - প্রতিজ্ঞা পালন করেছো নাকি কেবল মুখ মিষ্টিই করেছো? তাহলে কারা

তোমরা? কেবল মুখেই বলে থাকে তারা? নাকি প্রতিজ্ঞা পালন করে? আচ্ছা! দেখো, টি. ভি. তে তোমাদের সবার ফটো আসছে, পরে বদলে যেও না যেন যে - আমি তো ছিলামই না, আমি তো বলিনি? হওয়া তো ভালো তাই না? তাহলে যে জিনিসটা ভালো সেটাকে তাড়াতাড়ি করা উচিত তো না? নাকি দেৱী করে করা উচিত? দ্রুত করা উচিত না?

সেকেন্ডে এভাররেডি হতে পারো? সেকেন্ডে অশরীরী হতে পারো? নাকি যুদ্ধ করতে হবে যে, না, আমি শরীর নই, আমি শরীর নই... এই রকম নয় তো না? ভাবা আর সাথে সাথে হয়ে যাওয়া ! (বাপদাদা কয়েক মিনিটের ড্রিল করালেন) ভালো লাগে তাই না? তো সারাদিনে মাঝে মাঝে এই অভ্যাস করো। যত বিজিই থাকো না কেন, মাঝে মাঝে এক সেকেন্ডের জন্য হলেও অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। এই ব্যাপারে কেউই বলে না যে - আমি এখন বিজি। এক সেকেন্ড বের করতেই হবে, অভ্যাস করতেই হবে। কারো সাথে যদি কথাও বলছো, কারো সাথে কোনো কাজও করছো, তো তাকেও এক সেকেন্ড এই ড্রিল করাও, কেননা সময়ের দিকে তাকিয়ে এই অশরীরী ভাবের অনুভব, এই অভ্যাস যার অধিক হবে সে সামনের দিকের নম্বর নেবে। কারণ আগেই বলেছি যে, সময় আকস্মিক ভাবেই সমাপ্ত হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস হয়ে থাকলে তৎক্ষণাৎই সময়ের সমাপ্তির ভাইব্রেশন আসবে। সেইজন্য এখন থেকে অভ্যাস বাড়াও। এই রকম নয় যে, সামনের বছরে হলো ডায়মন্ড জুবিলি, তাই এখন করতে হবে না, পরে করতে হবে। যত যত দীর্ঘ কাল অ্যাড করতে থাকবে ততই রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তিতেও সামনের নম্বর নিতে পারবে। মাঝে মাঝে যদি এই অভ্যাস করো, তবে স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী স্থিতির সহজ অনুভব করবে। এই যে ছোট ছোট বিষয়ের জন্য যে পুরুষার্থ করতে হয়, সে সব সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

আচ্ছা সবাই হ্যাপী আর সন্তুষ্ট আছোই নাকি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে? মাতা-রা হ্যাপী তো? খুব ভালো। দেখো, কোথা থেকে কোথা থেকে মেলাতে এসে পৌঁছে গেছো তোমরা। ভালো চান্স পেয়েছো তাই না, নাহলে তো ডেট এর জন্য অপেক্ষা করতে হতো - আমাদের নম্বর কবে আসবে, আমাদের নম্বর কবে আসবে? এখন তো খোলা নিমন্ত্রণ ছিল তাই না! সবাই ঠিকমতো ভালো ভাবে রয়েছে তো? অসীম জাগতিক অনুভূতি হচ্ছে তাই না? নাকি একটু একটু অসুবিধা হচ্ছে? বয়স্ক মাতাদের অসুবিধা হয়নি? লাইনে দাঁড়াও তবেই খাবার নেওয়া যাবে! লাইনে দাঁড়াতে হয় বলে শরীরে ক্লান্তি আসে না? মজা হয়? এত বড় পরিবার কোথায় পাবে? তো পরিবারের দিকে তাকিয়ে আনন্দ হয় তাই না? ভক্তি মার্গের মেলার থেকেও সুন্দর মেলা এটা তাই না? আরও দুটো দিন বাড়িয়ে দেবো নাকি বাসের খরচ বেশী হয়ে যাবে? বাড়ির কথা মনে পড়বে না? কর্ম স্থলের কথা মনে পড়বে না? এইরকম কিছু নতুন হলে তো ভালোই হয় তাই না? তো এই মেলাও বেশ নতুন হয় তাই না? নতুনত্বের অনুভব করে নিয়েছো। এখন আবার কি পুরানো ব্যাপার হবে নাকি, সব নতুন ব্যাপারই হবে তাই না? নতুন বিষয় ভালো লাগে নাকি পুরানো? নতুন কথা ভালো লাগে তাই না? আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল আধ্যাত্মিক পিউরিটির পার্সোনালিটি সম্পন্ন বিশেষ বাচ্চাকে, সদা আদি থেকে অন্ত পার্সোনালিটির ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, সত্যতার শক্তির দ্বারা নিজেকে আর বিশ্বকে পরিবর্তনকারী বিশ্ব পরিবর্তক আত্মারা, সদা নিমিত্ত ভাবের দ্বারা সেবান্বিত হয়ে প্রত্যক্ষ ফল অনুভবকারী অনুভাবী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের প্রতি : - মেলা ভালো মতো হয়েছে ? কোনো রকমের অসুবিধা হয়নি তো? সকলের শুভ সংকল্প আর উৎসাহ উদ্দীপনার সংকল্পের ফলে সফল হওয়ারই। এই সংগঠনের সংকল্প এমন হয়ে থাকে যে অসফলতাকে দূর করে দেয়। যেমন কোনো কেব্লা যদি দুর্বল হয়, তবে যে কোনো ইটই নড়বড় করবে। আর যদি সব ইট শক্তপোক্ত হয়, তবে কেব্লা কখনোই নড়বড়ে হবে না। বিজয় রয়েছে এতে। তো এখানেও সেইরকমই তোমাদের সফলতাও সুনিশ্চিত, কারণ সংগঠন এবং তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা, তোমাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্প আর সহযোগিতা রয়েছেই। ভালো লেগেছে আর সময়ে সময়ে তোমরা আরও অনুভব করতে থাকো এখান থেকে। আগে কোশ্চেন উঠতো যে তোমরা করতে পারবে কি পারবে না? কিন্তু যেটাই ভেবেছো তাতেই সফলতা রয়েছেই রয়েছে। তো সফলতা মূর্তির বরদান সংগঠনের শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাপদাদা সদা গুড মর্নিং, গুড নাইট করে থাকেন। আচ্ছা ডবল বিদেশীরা উড়ছে তো না! খুব ভালো। ওম শান্তি।

বরদান:-

স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে অর্ডার অনুসারে চালিয়ে অকাল সিংহাসনে তথা হৃদয় সিংহাসনে আসীন ভব

আমি অকাল সিংহাসনে আসীন আত্মা অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী রাজা আমি। রাজা যখন সিংহাসনে বসে

তো সব কর্মচারী অর্ডার অনুসারে চলে। এই রকম সিংহাসনে আসীন হয়ে উঠলে এই কর্মেন্দ্রিয় গুলি স্বভাবতঃই অর্ডার অনুসারে চলে থাকে। যে অকাল সিংহাসনে থাকে তার জন্য বাবার হৃদয় সিংহাসন রয়েছেই। কারণ নিজেকে আত্মা মনে করলে বাবাই স্মরণে আসে, তখন না দেহ থাকে, না দেহের সম্বন্ধ থাকে, না পদার্থ থাকে। একমাত্র বাবাই হলো সংসার। সেইজন্য অকাল সিংহাসনে আসীন স্বভাবতঃই বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন স্বতঃতই হয়ে যায়।

স্লোগান:- নির্ণয় করার, পরখ করার আর গ্রহণ করার শক্তিকে ধারণ করাই হলো হোলিহংস হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গतिकে মাথায় রেখে এই কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করবে না, দান করে দিলে গ্রহণ(দশা) কেটে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন বিষয়ে ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করা বাচ্চারা ভবিষ্যতে সিংহাসনে আসীন হয়?

*উত্তরঃ - যেমন ব্রহ্মাবাবা দেহ-সহ সম্পূর্ণ বলিপ্রদত্ত হয়েছেন, নিজের সবকিছু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের সেবায় দান করে ডায়রেক্ট ইনসিওর করেছেন সেইজন্য বিশ্বের রাজত্ব পেয়েছেন, তেমনভাবেই ফলো ফাদার। সুপুত্র হওয়ার সার্টিফিকেট নিতে হবে। প্রকৃত সন্তান হয়ে তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী হতে হবে। সবকিছু ইনসিওর করে ২১ জন্মের রাজত্বের দাবীদার হতে পারো।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে। এখন বাচ্চারা জীবিত থেকেও এই দুনিয়ার কাছে মৃত-সম হয়ে ওই দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য বাবার কোলে শরণ নিয়েছে। কোন বাবা? পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। সর্বদা যখন বোঝাতে থাকো তখন এরকম বোলো না যে বাবা হলেন জ্যোতির্লিঙ্গম্, অনন্ত জ্যোতিস্বরূপ, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, এ বলা বাস্তবে ভুল। তোমরা কি বলবে? পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা, তিনি সর্বদাই পরমধামে থাকেন পরম অর্থাৎ উচ্চ থেকেও উচ্চ ইনকরপোরিয়াল (নিরাকারী) ফাদার। তিনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা সেইজন্য ওঁনাকে সুপ্রীম বলা হয়ে থাকে। তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না। তিনি বুম্বিয়ে থাকেন - বাচ্চারা, আমিও যদি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসি তাহলে সকলের উদ্ধার কে করবে? আমিই এসে সকলকে দুঃখের থেকে পার করে নিয়ে যাই। দুঃখহরণকারী আর সুখপ্রদানকারী হলাম আমিই কিন্তু জানেই না। ভক্তিমার্গে গায়ন করে থাকে -- ও পরমপিতা পরমাত্মা! অবশ্যই মনে করে তিনি হলেন ফাদার। কিন্তু আমাদের বাবা কেমন ? তিনি কি জিনিস -- তা জানে না। মানুষের মতন রূপ তো হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও স্মরণ করে থাকে। তাদের তো এই চোখে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি (শিব) কে ! শিবের মন্দিরে যায়, কিন্তু ওঁনাকে কেন স্মরণ করে, তা জানে না।

বাবা বসে থেকে বোঝান দেবী-দেবতার যখন বামমার্গে চলে আসে তখন সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করে। কেবল এতটুকু বোঝে যে শিববাবা আছেন, কিন্তু এটা জানে না যে তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবেন। যদি জানতো তাহলে অন্যদেরকেও শিববাবার বায়োগ্রাফি বলে দিত। ড্রামায় না জানাই নির্ধারিত রয়েছে। জানা অর্থাৎ উত্তরাধিকার পাওয়া। না জানা অর্থাৎ উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলা। বাবা বলেন -- আমি হলাম স্বর্গের রচয়িতা আমাদের সুখ প্রদান করি, পবিত্র করে দেই। তারপর ৫ বিকার তোমাদের অপবিত্র করে দেয়। কলা কম হতে থাকে। তোমরা কালো হয়ে যাও। প্রথমে তোমরা ১৬ কলাসম্পন্ন চন্দ্রমা ছিলে, পবিত্র ছিলে, এখন তোমাদের গ্রহণ লেগে গেছে। বাবা বলেন - দান করলে গ্রহণ(দশা) কেটে যাবে। পাঁচ বিকারকেই গ্রহণ বলা হয়ে থাকে। যারজন্য তোমরা আত্মারা দুঃখী, কালো হয়ে যাও। বাবা বলেন -- আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পিতা। হে ব্রাহ্মণেরা, তোমাদের কাছে এই যে ৫ বিকার রয়েছে তা আমায় দান করে দাও তবেই গ্রহণ মুক্ত হবে। আজ থেকে দান করে পুনরায় কখনো ওইগুলি দিয়ে কিছু করবে না। মায়ার তুফান তো অনেক আসবে। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রোধ ইত্যাদি করলে পাপ হয়ে যাবে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিও তোমাদের বুম্বিয়ে থাকি। তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যাওয়া উচিত নয়। বাচ্চারা, আমি তোমাদের বিকর্মজিৎ করে দিই। এ হলো রাহুর গ্রহণ। দান করে দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। বাবা বলেন -- আমার মিষ্টি বাচ্চারা, এই ৫ ভুতকে দান করে দাও, এতে পয়সা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। ইনি হলেন বাবা, তোমরা হলে আপন সন্তান। বাবার তো আপন সন্তানদের সহায়তা করতেই হবে। তোমরাও তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করো। বাবারও দায়িত্ব রয়েছে তোমাদের সেবা করার। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এই সবকিছু হলো তোমাদের। ভক্তিমার্গে তোমরা ভগবানকে দিয়ে এসেছো। কিন্তু ঈশ্বর কি কোনো ক্ষুধার্ত কেউ ! না তা নয়। এ তো তোমরা ইনসিওর করে দাও। ঈশ্বরকে দিলে ঈশ্বর পুনরায় পরজন্মে তোমাদের দেবেন। এ তো ইনসিওর করাই হলো, তাই না! পরজন্মে এর ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর হলেন দাতা। এখন তোমরা নিজেদের ইনসিওর করো -- ২১ জন্মের জন্য। ওরা ইনসিওর করে এক জন্মের জন্য। এখানে তো সবকিছু ইনসিওর হয়ে যায় -- ২১ জন্মের জন্য। বলা হয়ে থাকে, সন শোজ ফাদার। দেখো ফাদারের (ব্রহ্মা বাবা) কাছে যা কিছু ছিল সব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের সেবায় দিয়ে দিয়েছেন, শিববাবাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন,

তন-মন-ধন সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন তাই তার বদলে আবার নিজের পুরুষার্থের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়, কারণ এ তো ডাইরেক্ট, তাই না ! তোমরা আমার হয়ে গেলে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হয়ে যাও কিন্তু যত বলিপ্রদত্ত হবে ততই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। দেহ-সহ সবকিছু বলি(সমর্পণ) দিয়ে দিতে হবে। যারা মাদার-ফাদারকে ফলো করবে, তারাই সিংহাসনেও বসবে। তাই বাবা বলেন, দান করে দিলে তবেই গ্রহণ মুক্ত হবে। দান করে দিয়ে তারপর আবার যদি ফিরিয়ে নিয়ে নাও তখন তাহলে দুর্গাপ্রাপ্ত হবে। সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থী স্টুডেন্ট ভালোভাবে পড়ে তাই নাম্বারও প্রাপ্ত করে থাকে। তোমরাও পুরুষার্থ করে উচ্চ (ভালো) নম্বর নাও। এতে কোনো কষ্টের কথা নেই। কেবল পবিত্র থাকতে হবে। এরজন্য বাবার থেকে শক্তিও প্রাপ্ত হয়। খুশির পারদও চড়ে থাকে।

আমাদের দেবতা হতে হবে তাই কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়। ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানেই হতে হবে সেইজন্য কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়। অর্ধেক কল্পে বিকারী হয়েছে তাই মায়াও বলে এখন এরা নির্বিকারী হয়, আমি পুনরায় বিকারী করে দিই। এভাবে চলে মায়ার যুদ্ধ। এ হলো মুশকিলের। মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। ওরা আবার হিংসক লড়াই দেখিয়ে খন্ডন করে দিয়েছে। তোমরা মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করার ফলে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাচ্চারা বোঝে বাবাকে ৫ বিকার দান করে না দিলে তখন শ্রী নারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমাদের হৃদয়-দর্পণে দেখা উচিত -- আমি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু করিনি তো ? মায়ার তুফান তো সামনে অধিকমাত্রায় আসতে থাকবে। বৈদ্যরা ওষুধ দেওয়ার সময় বলে যে প্রথমটা পুরানো রোগকে বের করে আনবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ তো আসবেই। ইনিও হলেন সার্জন। ইনি বলেন যে তোমরা আমার বাচ্চা হয়ে গেলে তখন আবার রাবণের সঙ্গে তোমাদের ভীষণ যুদ্ধ হবে। মায়া খুবই আঘাত করতে থাকবে সেইজন্য তুফানকে ভয় পেওনা। বাবার হয়ে গেছে তো এই শৈশবকে ভুলে যেওনা। এ হলো ঈশ্বরীয় শৈশব। ঈশ্বরের কোলে একবার এসে তারপর দৈবী কোলে ২১ বার যাবে। ঈশ্বরীয় জন্মের পর তোমরা স্বর্গে চলে যাও। সার্টিফিকেট নিতে হবে। বাবা, আমরা তোমার সুপুত্র নাকি কুপুত্র ? তখন বাবা বলতে পারেন, সুপুত্রও কত নম্বরে রয়েছে ? কি খামতি রয়েছে? বাবা বলতে পারবেন। নিজেও বুঝতে পারে যে আমরা সার্ভিস করি না তাহলে এত উচ্চপদ কিভাবে পাবো ? আচ্ছা, বাবা বলেন তোমরা কি করবে, একটি হসপিটাল বা কলেজ খুলে দাও। অবশ্যই তোমরা সেখানে যেওনা, আরো অনেক মানুষ আরোগ্য লাভ করবে তখন তার প্রতিদান তোমরা পাবে। মানুষ ধর্মশালা নির্মাণ করে, এইজন্য যে অনেকেই এসে বিশ্রাম পাবে তখন পরজন্মে তারা ভালো মহল পাবে। বাবার কাছে অনেকেই আসে, বলে এমন হসপিটাল খোলো, আমি সাহায্য করবো। বড় হসপিটাল খোলো। নিজের যদি জ্ঞান গ্রহণের অবসর না থাকে, আচ্ছা তাহলে তিন পায়ের তুল্য জমি নিয়ে এই হসপিটাল কাম কলেজ খুলে দাও। হসপিটালের জন্য এভার-হেল্পী হয়ে যাবে। কলেজের জন্য এভার-ওয়েল্ডী হয়ে যায়। অনেকেই এসে তৈরী হলে তোমাদের পুণ্য হবে। বেশী খরচও নেই। আজকাল কত পয়সা উপার্জন করে, কোটি-কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। তাদের পৌত্র-পৌত্রী থাকে কি ? তারা ধুলোও পাবে না, সব বিনাশ হয়ে যাবে। রাজস্ব দরিদ্ররা পায়। তিনি হলেন দীনদয়াল, তাই না ! এই বাবা নম্বার ওয়ান সাধারণ ছিলেন। কারোর এক দুই হাজার থাকলে তাকে গরীব বলা হবে। এখানে গরীবও ভালো পদ পেতে পারে। কারোর লক্ষ-কোটি নিয়ে কি করবে? গরীবের এক এক পয়সার দ্বারাই স্থাপনা করা হয়ে থাকে। গান্ধীকে কত দান দিত। তাতে কত মারা গেছে, কত কষ্ট সহ্য করেছে ! তোমাদের তো কোনো কষ্ট নেই। বাবা বলেন -- তোমরা প্রথমে রাজযোগ শেখো তাহলেই তোমাদের রাজস্ব দেবো। এই রাজ্য তো মৃগতৃষ্ণা সমান। কাহিনী রয়েছে, তাই না ! দ্রৌপদী দুর্যোধনকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সে এলে জলাশয় মনে করে নামার জন্য বস্ত্র খুলতে গেলে তখন দ্রৌপদী বলে -- অন্ধের সন্তান অন্ধ, এ হলো মৃগতৃষ্ণা। সকলে মনে করে আমরা স্বরাজ্য পেয়ে গেছি, কিন্তু কত দুঃখ রয়েছে। প্রজারা কত দুঃখী, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবা বলেন -- এরা সব মরে পড়ে রয়েছে। এ হলো কবরখানা, তোমাদের পুনরায় পরিস্থান বানাতে হবে। হীরে-মুক্তোর মহল নির্মাণ করবে। এখানে তো এ হলো প্রস্তরপুরী, ওখানে হবে সোনার। সেইজন্য বাবা বোঝান -- দান করলে গ্রহণ মুক্ত হবে, তারপর ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন তোমরা হলে পতিত, মানুষ কত দুঃখী হয়ে গেছে। লড়াই লাগলে ঘুম উড়ে যায়। আরাম লাগে না, ঘুমের বড়ি (ওষুধ) খেয়ে ঘুমায়। এ হলোই রাবণ-রাজ্য। এখন দশেরায় (দশমীর দিন) রাবণকে জ্বালাবে, তা শেষপর্যন্ত জ্বালাতে থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিনাশ হচ্ছে। বিনাশের পরে আর রাবণ প্রস্থলন হবে না। দ্বাপরের পর পুনরায় রাবণকে বের করে জ্বালানোর জন্য। প্রতি বছর রাবণকে জ্বালানো হয়, কিন্তু জ্বলেই না। প্রতিবছর তোমরা রাখীবন্ধন পালন করো, রাখী বন্ধন করে পুনরায় অপবিত্র হয়ে যাও।

লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে তো কত অগাধ ধনসম্পদ ছিল ! তাদের কত পূজা হয়। পূজা কি কেবল লক্ষ্মীর খোড়াই হয়, চতুর্ভূজের করা হয়ে থাকে। তাতে দুজনেই চলে আসে। লক্ষ্মীর সাথে নারায়ণ তো অবশ্যই চাই। সেইজন্য দুজনকেই পূজা করে। যুগল ব্যতীত কার্য কিভাবে চলবে ? এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ, তাই না ! তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাচ্চারা

জিঞ্জাসা করে দীপাবলিতে সকলেই বলে -- যদি লক্ষ্মীর পূজা না করবে তাহলে তোমাদের কাছে ধন-সম্পত্তি আসবে না। সেইজন্য বাবা রায় দেন বাচ্চারা, এতে সাক্ষী হয়ে ভূমিকা পালন করো, নাহলে খিট-খিট (মতবিরোধ) হবে। যেমন বাবা বলেন -- কন্যার বিবাহ করাতে হলে তখন সাক্ষী হয়ে ভূমিকা পালন করো, নাহলে ঝগড়া হবে। কন্যারা নির্বিকারী থাকতে না চাইলে তখন নিরুপায় হয়ে তাদের বিবাহ করিয়ে দাও। পবিত্র থাকতে না চাইলে তখন রওনা করিয়ে দাও, বিরক্ত করা উচিত নয়। কুমারী সেই যে ২১ কুলকে উদ্ধার করে। তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমারী। তোমাদের কাজই হলো সকলকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেওয়া। হৃদয়কে(মন) জিঞ্জাসা করো আমি কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছি। মিশন আছে, তাই না ! এখানে তোমরা মানুষকে দেবতায় পরিণত করো তাহলে অত্যন্ত পরিশ্রম করা উচিত। তোমরা হলে ঈশ্বরের সহযোগী। আমি তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে স্বর্গের মালিকে পরিণত করি। আমি হলামই নিষ্কাম। তোমাদের রাজত্ব দিয়ে আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। আমার রাজত্ব করার ইচ্ছে নেই। তোমাদের রাজ্য দিয়ে থাকে, তোমরা আপন রাজ্য-ভাগ্য পুনরায় নিয়ে নাও। তোমরা জানো আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, ৮৪ জন্ম অতিক্রম করে আজ আমরা রাবণ সম্প্রদায়ের হয়েছি। রাবণকে সর্বদা জ্বালানো হয়ে থাকে। রাবণকে কখনো পূজা করা হয় না। যে সুখ দেয় তাকেই পূজা করা হয়ে থাকে। রাবণের চিত্র বানায় আর জ্বালিয়ে দেয়। সে তো সর্বদাই দুঃখ দেয়। দুঃখ প্রদানকারীর মহিমা আবার কিভাবে করবে ? শিববাবা হলেন সুখদাতা। ওঁনার উপর প্রতিদিন গিয়ে ফুল দেওয়া হয়। অক্যুপেশন (পেশা) কিছুই জানে না। আজকাল তো অন্ধশ্রদ্ধা অনেক।

বাবা বলেন -- যাঁর থেকে তোমরা স্বর্গের সুখ পাও এমন বাবাকে ভুলে যেও না। তাহলে স্বর্গের অগাধ সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে না। মাম্মা-বাবা বলেছে তাহলে স্বর্গে তো আসবেই কিন্তু এসে চাকর-বাকর হবে। গানের অর্থ বাচ্চারা বুঝেছে। ঈশ্বরের হয়ে এই শৈশবকে ভুলে যেও না। আসুরীয়-সন্তান থেকে পরিবর্তিত হয়ে তোমরা ঈশ্বরীয়-সন্তান হও তারপর দেবী-সন্তান হবে। এ হলো ঈশ্বরীয় জন্ম। এই সময় তোমরা হলে সেবাধারী। তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার (আধ্যাত্মিক সমাজসেবী)। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ঈশ্বরীয় জন্ম নিয়ে কোনো অকর্তব্য করা উচিত নয়। সুপুত্র হতে হবে। অবগুণ বের করে দেবত্বের গুণ ধারণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে রুহানী সেবার মাধ্যমে সকলকে নিজের সমান বাড়াতে হবে। তিন পা পৃথিবী (জায়গা) নিয়ে রুহানী হাসপিটাল বা কলেজ খুলে দিতে হবে। তন-মন-ধনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সহযোগী হতে হবে।

বরদানঃ:- কর্মযোগী হয়ে প্রত্যেকটি কার্যকে কুশলতা এবং সফলতা-পূর্বক সম্পন্নকারী চিন্তামুক্ত ভব অনেক বাচ্চাদের উপার্জন করার, পরিবারকে প্রতিপালন করার চিন্তা থাকে কিন্তু চিন্তাকারী কখনো উপার্জনে সফল হতে পারে না। চিন্তাকে পরিত্যাগ করে কর্মযোগী হয়ে কর্ম করো তবেই যেখানে যোগ রয়েছে সেখানে যেকোনো কার্য কুশলতা আর সফলতা-পূর্বক সম্পন্ন হবে। যদি চিন্তামগ্ন হয়ে উপার্জন করা পয়সা আসেও সেও চিন্তাই উৎপন্ন করবে, আর যোগযুক্ত হয়ে খুশিতে উপার্জন করা পয়সা খুশি দেবে। কারণ যেমন বীজ হবে তেমনই ফল ফলবে।

স্নোগানঃ:- সর্বদা গুণ-রূপী মুক্তো গ্রহণকারী হোলীহংস হও, কাঁকর-পাথর গ্রহণকারী নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন বিন্দু স্বরূপ, তাকে যথার্থ রূপে জেনে স্মরণ করো এটাই হলো বিচক্ষণতা"

- *প্রশ্নঃ - অসীমিতের (বেহদের) দৃষ্টিতে স্বপ্নের অর্থ কি? এই সংসারকে স্বপ্নবৎ সংসার কেন বলা হয়েছে?
- *উত্তরঃ - স্বপ্ন অর্থাৎ যা আগে হয়ে গেছে। তোমরা এখন জানো যে এই সম্পূর্ণ সংসার এখন স্বপ্নের মতো অর্থাৎ সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত সব অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তোমাদের এখন সেকেন্ডের মধ্যে এই স্বপ্নবৎ জগৎ সংসারের স্মৃতিতে এসেছে। তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্ত, মূললোক, সূক্ষ্মলোক, স্থূললোককে জেনে তোমরা এখন মাস্টার ভগবান হয়ে গেছো।
- *গীতঃ- কে এলো আমার মনের দুয়ারে.....

ওম্ শান্তি । শিববাবা নিজের মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের, হারানিধি শালগ্রামদের বসে বোঝাচ্ছেন। শালগ্রামরাই বাবার সন্তান তাইনা। বাচ্চারা জানে আমাদের উনি শিক্ষা প্রদান করেন, যাঁকে কোনো মানুষই জানে না। ওরা শিবের মন্দিরে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে তো অনেক বড় শিবলিঙ্গ দেখে। ওরা এটা খোঁড়াই জানে যে আমাদের বাবা হলেন বিন্দু। যে বাচ্চারা শিববাবাকে এতো বড় মনে করে স্মরণ করে বা করে থাকবে — তারাও ভোলা বাচ্চা, কেননা তারাও হলো ভুল। বাবা বুঝিয়ে বলেন আমি বিন্দু, এখন বিন্দুকে কেউ কিভাবে বুঝবে। যদিও কেউ বলে থাকে তিনি অখন্ড জ্যোতি স্বরূপ, তিনি অমুক কিন্তু তিনি তা নন, তিনি হলেন বিন্দু। ওঁনাকে স্মরণ করা খুব মুশকিল। ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায়। ভক্তি মার্গে মানুষের শিবলিঙ্গের উপরে ফুল অর্পণ করা বা পূজা করার অভ্যাস আছে সুতরাং সেটাই তাদের মনে থাকে । কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায় যে আমাদের পিতা হলেন বিন্দু স্বরূপ। সম্পূর্ণ ড্রামায় ওঁনার যে পার্ট রয়েছে সেটাই এসে তিনি প্লে করেন। তারা কি করে বসে বিন্দুর মহিমা করবে যে তিনি সুখের সাগর, শান্তির সাগর....। কত ছোট বিন্দু রূপ তাঁর।

বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে কাকে ধ্যানে রাখব? এই কথা গুলি তো যারা সুবুদ্ধিমান তারাই বুঝতে পারবে। তা না হলে সেই শিবের লিঙ্গই স্মরণে চলে আসবে। গ্রীকৃষ্ণ তো খুব ভালো ভাবেই বুদ্ধিতে বসতে পারে। ইনি তো হলেন বিন্দু। গানের কথাতেও আছে মনে করার চেষ্টা করলেও মনে আসে না, সেই চেহারা তবে কেমন? এটাই ওয়ান্ডারফুল যে এতো ছোট বিন্দু তিনি। তিনি জ্ঞানের ডাম্প করেন। বলা হয় - এ হলো স্বপ্নের সংসার। যা কিছু অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাকে বলে স্বপ্ন। স্বপ্নের মতো সংসার, যা পার হয়ে গেছে তা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড, মূললোক, সূক্ষ্মলোক, সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর — সম্পূর্ণটাই স্বপ্ন হয়ে গেছে। যা অতীতে ঘটে গেছে সেটাই স্বপ্ন হয়ে গেছে। এখন কলিযুগেরও শেষ সময়। ওটা স্বপ্নের সংসার হলো তাইনা। সেই স্বপ্নগুলো সীমিত। সীমাহীন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী সে ও স্বপ্ন হয়ে গেছে। একে বলে স্বপ্নের সংসার। বাচ্চারা ছাড়া এই গোপন কথা আর কেউ-ই জানে না। সত্যযুগে অগাধ সুখ ছিল - সেইসব অতীত হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আদি,মধ্য অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করা উচিত। বাবা যা বোঝান আর কেউ-ই বোঝাতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে স্বপ্নের সংসার আছে। এটা-এটা পাস্ট (অতীত) হয়ে গেছে - বুদ্ধি তো জানে তাইনা। তোমাদের উপর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে আছে - আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। তোমরা এখন ত্রিকালদশী-ত্রিলোকীনাথ হয়ে গেছো। ত্রিলোকীনাথ হওয়ার জন্য তোমরা ঠিক যেন ভগবান হয়ে গেছো। ভগবান বসে তোমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। সেকেন্ডের মধ্যেই স্বপ্ন আসে না ! সুতরাং সেকেন্ডের মধ্যেই তোমাদের সবকিছু স্মরণে আসা উচিত - বীজ এবং বৃক্ষ। বাবাও বলেন - আদি , মধ্য, অন্তের জ্ঞান আমার কাছে আছে সেইজন্যই আমাকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল, জানী-জাননহার বলা হয়। তিনি জানেন প্রত্যেকের অবস্থা (স্থিতি) কেমন হবে ! আমি কেন বসে প্রত্যেকের অবস্থা জানবো! যে অবস্থা কল্প পূর্বে ছিল, সেই অবস্থাতেই আছে। সেটা তো তোমরাও জানো। পুরুষার্থ করার জন্য তিনি বলেন - ভালোভাবে পুরুষার্থ করো।

এখন তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। তোমরা জানো এটা-এটা পাস্ট হয়ে গেছে - এইভাবে দেবতারাজ্য করত এরপর আবারও এসে রাজত্ব করবে। তোমরা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সব স্মরণ করতে থাকবে, একেই বলে স্বদর্শন চক্রধারী। শিবলিঙ্গের মূর্তি মানুষ মনে রাখতে অভ্যস্ত। সুতরাং ওরা বিশ্বাস করে যে বাবা হলেন জ্যোতির্লিঙ্গম্। তোমরা একে বিন্দু বললে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ওরা মনে করে আত্মা ছোট এবং পরমাত্মা বড়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - এই কলিযুগের দুনিয়াতে এখন কত রকম আড়ম্বর রয়েছে। একেই মায়ার আড়ম্বর বলা হয়। মায়ার আড়ম্বর এবং

প্রদর্শনী দেখে ওরা বলে না - দুনিয়া এখন কত ভালো হয়ে গেছে। বড়-বড় মহল তৈরি হয়েছে। আমেরিকায় কত আড়ম্বর। কত রকমের চিত্তাকর্ষক জিনিস তৈরি হয়। আমরা জানি এগুলো তো সোনালী মোড়কে তৈরি জিনিস যা শেষ হয়ে যাবে। দিনে-দিনে বড়-বড় ইমারত, বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করবে, ঠিক যেন সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া। মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত। আসুরিক সম্প্রদায়ের আড়ম্বরের প্রদর্শনী। এসবই হলো ম্যাজিক, নিমেষেই গায়েব হয়ে যাবে। বড়-বড় সায়েন্সের অহংকার যা বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিতে আছে, তার সবই শেষ হয়ে যাবে। তারা একে অপরকে বলবে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না, নয়তো সব শেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করে তবে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় নম্বরে আর কাউকে থাকতে হবে যে তার মোকাবিলা করবে। বলা হয়- দুটো বিড়াল মারামারি করেছিল। যাদবরা নিজেদের কুলকেই ধ্বংস করেছিল, সুতরাং ওরা তো দুটো বিড়াল তাইনা। বাস্তবে সেটাই এখন ঘটছে।

বাচ্চারা তোমরা জানো - পূর্বেও এই সময় তোমরাই নলেজ গ্রহণ করেছিলে। আবারও এখন নিষ্ছো। বাবা এসে সম্পূর্ণ নলেজ ব্যাখ্যা করেন। যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। শিব বলা হয় বিন্দুকে। আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে। তোমাদের হলো অলরাউন্ডার পার্ট, সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত। সত্যযুগ - ত্রেতায় তোমরা যখন সুখ ভোগ কর ঐ সময় বাবার কোনো পার্ট থাকে না। বাবা বলেন আমার থেকেও তোমাদের পার্ট অনেক বেশি। তোমরা যখন সুখ থাকো তখন আমি নির্বাণধামে থাকি। আমার তখন কোনো পার্ট নেই। তোমরা অলরাউন্ডার পার্ট প্লে করে ক্লাস্ত হয়ে পড় সেইজন্যই লেখা হয়েছে - ঈশ্বর তোমাদের পদ সেবা করেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ক্লাস্ত হয়ে পড়েছো। তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করেছো, দরজায়-দরজায় ধাক্কা খেয়েছ। ভক্তি মার্গে ঘুরত-ঘুরতে তোমরা ক্লাস্ত হয়ে যাও তারপর বাবা এসে পূজার যোগ্য করে তোমাদের ফিরিয়ে দেন, পূজারী থেকে পূজ্য করে তোলেন। তোমরা জানো আমরাই পূজ্য ছিলাম এরপর পূজারী হয়েছি। এমন নয় যে পরমাত্মা নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী হন। না, আমরা হই।

ভারতকেই অবিনাশী খন্ড বলা হয়। ভারত হলো শিববাবার জন্মভূমি। জন্মভূমির জন্য মানুষ আত্মত্যাগ করে। কংগ্রেসদের দেখো, জন্মভূমি ফিরে পাওয়ার জন্য কতো মাথা ঠুকেছে। ফরেনারদের বাইরে বের করে দিয়েছে। এই জন্মভূমি স্বর্গ ছিল। তারপর ৫ বিকার রূপী মায়া এসে গ্রাস করেছে। আমরা রাবণকে সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করি। এটা কেউ-ই বুঝতে পারে না যে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মায়া রাবণ, যে আমাদের রাজ্য খেয়ে ফেলেছে। এ যেন ঠিক গুপ্ত ইঁদুরের মতো ফুঁ দিয়ে তারপর কামড় দেয়, যা কেউ জানতেও পারে না। কামড় দিতে-দিতে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে দিয়েছে। কেউ-ই জানে না যে, আমাদের রাজ্য ভাগ্য কেড়ে নিয়েছে। কারো জানা নেই আমাদের শত্রু কে? আমরা কিভাবে কাণ্ডাল হয়ে গেছি? মায়া হলো বড় ইঁদুর - অর্ধেক কল্প ধরে খেয়ে-খেয়ে ভারতকে কড়িহীন করে দিয়েছে। খুব শক্তিশালী মায়া। এখন তোমরা গুপ্ত রূপে তার উপর জীত প্রাপ্ত করছ। তোমরা জানো যে আমরা গুপ্ত রীতিতে রাজ্য কিভাবে নিয়ে থাকি। গুপ্ত ভাবে রাজ্য হারিয়েছি এরপর নিয়েও থাকি গুপ্ত রূপে। কেউ জানে না - এখন এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। কত সূক্ষ্ম রহস্য! বাবার সাহায্যে আমরা আবারও রাজ্য-ভাগ্য নিয়ে থাকি। আমরা কেউ হাত-পা ব্যবহার করি না। গুপ্ত রীতিতে আমরা আমাদের অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি, যা অর্ধেক কল্প থাকবে। ঐ ইঁদুর রূপে মায়া তো ধীরে-ধীরে খায় আর তোমরা একবারই ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব নিয়ে থাকো। ৮৪ জন্মের রহস্যও তোমাদের বোঝান হয়েছে। এতো-এতো জন্ম নিয়েছ। তোমরা জানো সত্যযুগে আমাদের আয়ু দীর্ঘ ছিল। তারপর অপবিত্র ভোগী হয়ে পড়ি তারপর দ্বাপর-কলিযুগে ৬৩ জন্ম নিয়ে থাকি। এসবই বাবা বসে বোঝান। কল্পে-কল্পে মায়া এভাবেই রাজ্য ছিনিয়ে নেয় এরপর আবারও আমরা ওঁনার কাছ থেকে রাজত্ব নিই। গানের মধ্যেও গাওয়া হয় - কোন দেশ থেকে এসেছে, কোন দেশে যাবে.... ? কিন্তু বোঝেনা কিছুই। তোমরা তো জানো আত্মা কোন দেশ থেকে এসেছে? কেন এসেছে? সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে। সম্পূর্ণ ড্রামায় হিরো-হিরোইন পার্ট হলো শিববাবার। শিববাবার সাথে পার্টধারী (ভূমিকা পালনকারী) কে-কে আছে? প্রথমে তিনি জন্ম দেন - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে তারপর তোমরা বাচ্চাদের। তোমরা বাবার সহযোগী বাচ্চা। বাবা নিজের ভূমিকা পালন করে নিজধামে যান এবং তোমরা সাহায্যকারীদেরও সঙ্গে করে মুক্তিধামে নিয়ে যান। তোমরা মুক্তিধামে গিয়ে তারপর জীবনমুক্তিতে চলে যাবে। কত ভালোভাবে বুদ্ধিতে রাখা উচিত, তো এই হলো স্বপ্নের সংসার যা অতীত হয়ে গেছে।

তোমরা জানো যে সত্যযুগ-ত্রেতায় দেবী-দেবতারা থাকে, এখন নেই। গানের কথায় কত গুহ্য রহস্য আছে - কিভাবে স্বপ্নের সংসার বুদ্ধিতে নিয়ে বসে আছে? সম্পূর্ণ চক্র কিভাবে ঘোরে? যে নলেজ বাবার আছে তা আমাদের মধ্যেও আছে। অসীম জগতের বাবার কাছের অসীমিত নলেজ আছে। বাচ্চারা জানে - এটাও স্বপ্ন হয়ে যাবে। এগুলো বোঝা এবং ব্যাখ্যা

করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সত্যযুগ-ত্রৈতায় এইসব বিষয় কারো বুদ্ধিতে থাকে না। অবিরত গুহ্য পয়েন্টস পেতেই থাকো। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র থাকা উচিত। ভক্তি মার্গ কি, কবে থেকে শুরু হয়েছে, এসব করে কোনো লাভ হয়নি। ভক্তি করতে-করতে ক্ষতিই হয়ে এসেছে। এখন আবারও তোমরা কড়িহীন থেকে হীরা হচ্ছ। মায়া কড়িহীন করে দেয়। বাবা জ্ঞানের নৃত্য শেখান। তারপর ওখানে গিয়ে তোমরা নৃত্য করবে। এই বিষয়গুলো জানার জন্য ওয়ান্ডারফুল। এখানকার আচার-অনুষ্ঠান ওখানে (সত্যযুগে) একেবারেই হয়না। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। ওখানে মায়ার নাম-নিশানা কিছুই নেই। প্রথমে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, বর্ষা তো নিয়ে নাও, বাদবাকি ওখানকার যে আচার-অনুষ্ঠান আছে, সেটাই চলবে। ওখানকার আচার-অনুষ্ঠান সব নতুন হবে। ওখানে এই উত্সব ইত্যাদি হবে না। এখানে বিষম্বতা বিরাজ করে, এবং এই কারণেই উত্সব পালন করে। ওখানে তো প্রতিদিনই উদযাপন। ওখানে কাল্লাকাটি করার প্রয়োজন পড়ে না। উত্সব পালন করার বিষয় ওখানে নেই। সবসময়ই আমাদের বড়দিন হবে। ওখানে বিয়েও খুব আড়ম্বরের সাথে হয়, যৌতুক পাওয়া যায়, দাস-দাসী পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎসব ইত্যাদি করার প্রয়োজন পড়ে না। এ সবই হলো সঙ্গম যুগের উৎসব, যা ভক্তি মার্গে পালন করা হয়। ওখানে তো নিরন্তর শুধুই খুশি আর খুশি থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে মায়ার উপরে গুপ্ত ভাবে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার সমান নলেজফুল হয়ে থাকতে হবে।

২) বাবা যেমন, বাবা কেমন, তাঁকে যথার্থ বিন্দু রূপে জেনে স্মরণ করতে হবে। বিন্দু হয়ে, বিন্দু বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার ডাইরেকশন অনুসারে (নির্দেশ) সেবা মনে করে প্রতিটি কার্য সম্পাদনকারী সবসময় অক্লান্ত আর বন্ধনমুক্ত ভব
প্রবৃত্তিকে সেবা মনে করে দেখাশোনা করো, বন্ধন মনে করে নয়। বাবা ডাইরেকশন দিয়েছেন - যোগের দ্বারা হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলো। এটা তো জানা আছে যে ওটা হলো বন্ধন কিন্তু বারে বারে বললে বা ভাবলে সেটা আরও কঠিন বন্ধন হয়ে যায় এবং অন্তিম সময়ে যদি সেই বন্ধনের কথা স্মরণে আসে তবে গর্ভজলে যেতে হবে। সেইজন্যই কখনও নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ো না। ফাঁদেও পড়ো না, আর বাধ্যও হয়ো না। খেলা মনে করে প্রতিটি কার্য করতে থাকো তাহলে অক্লান্তও থাকবে আর বন্ধনমুক্তও হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- ব্রুকুটির কুটিরে বসে তপস্বীমূর্তি হয়ে থাকো – এটাই হলো অন্তর্মুখিতা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাম্বারা - দূরদর্শী আর বিশাল বুদ্ধির হও, শিব বাবার কার্যে কখনো ডিস্টার্ব করবে না, যে ডিস্টার্ব করে সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - এই দুনিয়াতে মানুষের কি খেয়াল আসে, যা সত্যযুগী দেবতাদের কখনোই আসবে না?

*উত্তরঃ - এখানে মানুষ মনে করে যে, আমি যদি উপার্জন করি তাহলে আমার পুত্র - পৌত্র ভোগ করবে, এই খেয়াল কিন্তু দেবতাদের মধ্যে আসে না, কেননা তাঁদের পুত্র এবং পৌত্র এখান থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে যায়। ওরা মনে করে যে, আমাদের অবিনাশী রাজত্ব। এখানেই প্রত্যেকে নিজের - নিজের পুরুষার্থ করছে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্য বিধাতা.....

ওম্ শান্তি। বাম্বারা মাতা-দের মহিমা শুনেছে। বাম্বারা জেনে গেছে যে, কোন্ কোন্ মাতার মহিমা হয়। মাতাদের এতো মহিমা করা হয়, তাহলে অবশ্যই তারা ছিলেন। এখন তো তারা নেই। যে জগদম্বা ছিলেন, ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমা করা হয়। এখন তিনি কি করে গিয়েছিলেন -- এ তোমরাও জানতে না। মানুষ জগদম্বার মন্দিরে যায়, গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু না কিছু চায়। কেউ কেউ তো বাম্বার আশা করে, কেউ আবার আশীর্বাদ চায়। এখন এই জড় চিত্র তো কিছু করতে পারে না, না সে বুঝতে পারে, কিন্তু এ হলো ভক্তি। তোমরা জানো যে, তিনি অতীতে হয়ে গেছেন। জগদম্বার অনেক মহিমা। একজন তো নয়, তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ কুলের পালনা করো, এরপর দৈবী কুলের পালনা করবে। তোমরা এই সময় সমস্ত জগতের পালনা করো কিন্তু কেউই তা জানে না। চণ্ডিকা দেবীরও মেলা হয়। চণ্ডিকা নাম দেখো কতো ছিঃ - ছিঃ ! বাবা বলেন, যে আশ্চর্যবৎ ভাগিন্দি হয়ে বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়, সে-ই গিয়ে চণ্ডালের জন্ম পায়। ঘরে যখন কেউ চঞ্চলতা করে, তখন তো তাকে বলা হয় -- তুমি চণ্ডী, তুমি চণ্ডাল। বরাবর তোমরা দেখো যে, শিব বাবার হয়ে তবুও খুবই চঞ্চলতা করে, চঞ্চলতা অর্থাৎ অবজ্ঞা করে, শিব বাবার সার্ভিসে ডিস্টার্ব করে, আর শেষ পি চলেও যায়। কোনো ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে থাকলে, কিছু চঞ্চলতা যদি করে, কাউকে যদি বোঝাতে না পারে বা যদি ক্রোধ করে, তখন সবাই বলবে যে, এর মধ্যে তো খুবই ক্রোধ। এখন চণ্ডিকা একজন তো নন, অনেক হয়। দেবীদের অনেক মহিমাও আছে, তারপর এমন যারা চণ্ডিকা আদি হয়, তাদেরও মহিমা আছে। তবুও তো ঈশ্বরের হয়েছো। যদিও কেউ চলেও যায়, তবুও তো স্বর্গে তো আসবে, তাই না। মালিক তো হবে, তাই না। যদিও মালিক তো রাজা - রানীই হয়, কিন্তু ওখানে প্রজাও বলবে যে, আমি মালিক। মানুষ তো বলে, আমার ভারত মহান। আজকাল তো গীতও গাইতে থাকে - ভারত খুব সুন্দর ছিলো।

তোমরা এখন অসীম জগতের বাবার বাম্বা হয়েছো। গোপী বল্লভের গোপ - গোপীর গায়ন আছে। বল্লভ বাবাকে বলা হয়। এমন গায়নও আছে যে, এক গোপী বল্লভের অনেক গোপ - গোপী। সত্যযুগ আদিতে তো গোপিকা ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। বাম্বারা, তোমরা এখন বিশাল দূরদর্শী বুদ্ধির হয়েছো। তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গিয়েছে। তোমরা এই জন্মের জীবন কাহিনীকে খুব ভালোভাবে জানো। প্রত্যেকেরই তো নেশা থাকে, তাই না। এখন যে বিড়লারা রয়েছে, তাদের তো ধনের নেশা থাকবে, তাই না। তারা মনে করবে -- আমরা সবথেকে বিত্তবান, কিন্তু তোমরা জানো যে, আজ যে বিত্তবান আছে, সে আবার গরীব হয়ে যাবে। তোমাদের এবং অন্য মানুষের বুদ্ধির মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। কারোর কোনো নেশা, কারোর আবার অন্য কোনো নেশা থাকে যে - আমি অমুক, আমি এমন। এনারও (ব্রহ্মা) তো নেশা ছিলো তাই না যে - আমি অনেক বড় জহরী। এখন বুঝতে পারেন, সেই সব নেশা কড়ি তুল্য। বাম্বারা, তোমাদের কতো নেশা চড়ে রয়েছে। ওরা মনে করে যে, আমরা উপার্জন করবো আর আমাদের পুত্র - পৌত্র ভোগ করবে। এখানে তো এমন কথা নেই। তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের বাবাকে জেনে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। যার প্রালব্ধ হিসাবে আমরা জন্ম - জন্ম পদ প্রাপ্ত করবো। পুত্র - পৌত্র ইত্যাদিরাও এখানেই পুরুষার্থ করছে। 'আমার পৌত্র ভোগ করবে'.....এমন খেয়াল ওখানে থাকে না। বুঝতে পারে যে, এ হলো অবিনাশী রাজত্ব। এখানকার ধনী ব্যক্তিরও মনে করে যে - পুত্র - পৌত্র ভোগ করবে। তোমরা এখন বাবার থেকে এতটাই উত্তরাধিকার গ্রহণ করো, এমনই কর্ম করো যে, ২১ জন্ম তোমরা সেই ফল প্রাপ্ত করো, পুত্র - পৌত্রের খেয়াল থাকে না। ওরাও সব এখানেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। তোমাদের কতো জ্ঞান, মনুষ্য তো কিছুই জানে না। গড ফাদার, যাঁকে এতো স্মরণ করে, অবশ্যই তাঁর থেকে এতো বেশী সুখই প্রাপ্ত করবে। মানুষ তো গেয়েও থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, দয়া করো। তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়, তিনি

হলেন সুপ্রীম। তিনি জনম - মরণ রহিত, তাই তাঁকে পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। সব আত্মাদের রূপ একই রকম। আত্মা যেমন - যেমন পুরুষার্থ করে, তেমন পদ পায়। ঐর আত্মা খুব ভালো পড়াশোনা করে তাই নারায়ণ হয়। কেউ আবার ফেল করলে রাম হবে। আত্মাই তো এমন হয়, তাই না। তোমাদের আত্মা মনে করে যে, আমি পরমপিতা পরমাত্মার কাছে রাজযোগ শিখছি। আত্মা আবার এসে নতুন বস্ত্র ধারণ করে ভূমিকা পালন করবে, নর থেকে নারায়ণ হবে। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আছে। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে। ওখানে কোনো পতিত থাকবে না। জ্ঞান কাকে দেবে? পপতিত পাবনকে তো এখানে স্মরণ করা হয়। আচ্ছা, যদি মনে করো যে, গঙ্গা পতিত পাবনী, তাহলেও তো গঙ্গা রাজযোগ শেখাতে পারবে না, বাবাই তো রাজযোগ শেখান, তাই না। বাচ্চারা, এই সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

তোমরা তো সবাই একই ক্লাসে পড়ো, কিন্তু নম্বরের ক্রমানুসারে আছে। শুরুর দিকে ৩০০ জনের ভাট্টা ছিলো। গোশালাতে যদি হাজারের আন্দাজে গরু থাকে, তাহলে কেউ সামলাতেও পারবে না। ভাট্টাও অল্পজনেরই হওয়ার ছিলো। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ এখনো চলছে, কেউ কেউ আবার ছিন্ন হয়ে গেছে। কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে যে, আমরা প্রথম থেকে থাকলে ভালো হতো, কিন্তু এমনও নয়। পুরানো পুরানো কতো ভাগলি হয়ে গেছে। ২৫ - ৩০ বছরেরও যারা আছে, তারাও এতটা মনে রাখতে পারে না যে, ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা, যাঁর থেকে আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান, এ হলো সেকেন্ডের কথা। বাবা বলেন, তোমরা আমার হলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে। জীবনমুক্তি তো রাজা - রানীও প্রাপ্ত করে, প্রজারাও প্রাপ্ত করে। এমন গায়ন আছে যে, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। যে বাচ্চারা সম্পূর্ণ পাঠ গ্রহণ করে না, তারা কি করবে? চঞ্চলতা। কোনো কোনো বাচ্চা আবার খুব আঙুকারী হয়। তারা বাবার থেকেও ভালো পদ প্রাপ্ত করে। বাবা ১০০ - ২০০ উপার্জন করে, দেখা গেলো সন্তান লাখপতি হয়ে যায়। তাই অলৌকিক সম্বন্ধেও এমন হয় -- সাত দিনের বাচ্চা পঁচিশ বছরের বাচ্চার থেকেও তীক্ষ্ণ চলে যায়। নম্বরের ক্রমানুসারে তো তো থাকেই।

বাস্তবে তোমরা তো সবাই সজনী, এক সাজনকে স্মরণ করো। তোমরা জানো যে, বাবা এসে আমাদের সুখধামের উত্তরাধিকার দান করেন। লৌকিক পতি তো থাকেই, তবুও স্মরণ তাঁকেই করা হয়, যিনি পতিরও পতি। পারলৌকিক সাজন অমৃত পান করান, তাই তাঁকে স্মরণ করা হয়, তারপর তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও, তখন ওখানে তোমরা কাউকেই স্মরণ করো না। এখনকার পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। তোমাদের বুদ্ধি খুলে গেছে, তাও তা নম্বরের ক্রমানুসারে, তাই বাদশাহীও নম্বরের ক্রমানুসারেই প্রাপ্ত করো। তোমাদের সবই বোঝানো হয়েছে। এখানে ভালোভাবে পড়লে তোমরা পদও অনেক উচ্চ প্রাপ্ত করবে। না হলে অশিক্ষিত, শিক্ষিতের সামনে মাথা নত করবে। এখানে খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থের জন্য এখন সময় খুব ভালো। তোমরা জানো যে -- যেখানে বাঁচতে হবে সেখানে জ্ঞানামৃতও পান করতে হবে অথবা পড়তে হবে। চারা লাগানো হতে থাকে। কেউ চট করে বুঝে যায়, তখন বুঝতে হবে যে, এর পদ তো খুব ভালো হবে দেখা যাচ্ছে, এ হলো খুব ভালো, কাছের দিকের ফুল, এ তন - মন - ধন অর্পণ করে বসে আছে, সার্ভিসে খুব ভালোভাবে লেগে গেছে। বুঝতে পারে যে, নিজের সময় যতো সার্ভিসে দেবে, ততই লাভ। বাবা যেমন আমাদের মতো জ্ঞান নেত্রহীন অন্ধের লার্লি হয়েছেন, আমাদেরও এমনই হতে হবে। তোমরা একে অপরের লার্লি হতে থাকো। রাবণ তোমাদের অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। এ তোমাদের বোঝানো হয় যে, সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন লঙ্কা, সবাই শোক বটিকাতে বসে আছে। নাম রাখা হয়েছে অশোক হোটেল, ওখানে খুব মজা করা হয়।

তোমরা এখন জানো যে, বাবা এসেছেন। মহাভারতের যুদ্ধও সামনে উপস্থিত। এ তো হতেই হবে, যেহেতু ঘরের গেটস খুলতে হবে। দ্বাপরের তো কোনো কথাই নেই। এখন তো ঘোর অন্ধকার, তাই না। ব্রাহ্মণদের রাত এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, বাবা এখন এসেছেন। এই কথা বাচ্চারা, তোমরাই জানো। স্কুলে যে বাচ্চারা পড়ে, কেউ তো খুব ভালো মার্কস পায়, কেউ আবার ফেল করে যায়। ফেলের নিদর্শন হলো, তারা চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। রামকে ক্ষত্রিয়ের নিদর্শন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। লব - কুশের কি - কি কথা মানুষ বসে শোনায়। কতো মিথ্যা দোষ লাগায়। এমন গেয়ে থাকে -- রাম রাজা, রাম প্রজা, ধর্মের উপকার। এরপর এই সব কথা কোথা থেকে এলো? এই সব হলো বোঝার মতো কথা। তোমরা জানো যে, এই নলেজ নম্বরের ক্রমানুসারে আমাদের বুদ্ধিতে আছে। স্টুডেন্টদের খুব তীক্ষ্ণ পুরুষার্থ করা উচিত। আমরা হলাম গড ফাদারলী স্টুডেন্ট। টিচারকে কে না স্মরণ করবে? আমরা হলাম পতিত পাবন গড ফাদারলী স্টুডেন্ট, এতে বাবা-টিচার এবং সঙ্গী এই তিনই এসে যায়। তোমরা সকলেই সীতা, তাই না। তোমরা রাবণের শোক বটিকাতে পড়ে আছে। ইনকরপোরিয়েল গড ফাদার হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী -

নারায়ণকে এমন বলা হবে না। তাঁদের মহিমাই পৃথক। গীতেও মহিমা করা হয় -- তাঁর মহিমা অপরম অপার, যিনি এমন বানান। তোমরা বলো -- বাবা, আমরা তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। তুমি কতো মিষ্টি, কতো প্রিয়। লক্ষ্মী - নারায়ণ কতো মিষ্টি, কতো প্রিয়। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র দেখো, সদাই হাসিমুখ দেখানো হয়। তোমরা জানো যে, দেবতারা এই ভারতেই ছিলেন। এখন তাঁরা কোথায়? তোমরা সবাইকে বলতে পারো যে, এই হলো তাঁর অন্তিম জন্ম। আবার শ্রীকৃষ্ণ হতে হবে। এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এখন রাজযোগ শিখছেন। তোমরাও যদি কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাও, তাহলে রাজযোগ শেখো। লক্ষ্মী - নারায়ণ বললে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণকে দোলনায় দোলা দেয়। পূজা লক্ষ্মী - নারায়ণের করে। তাঁদের কোনো ছোটবেলার চিত্র বা চরিত্র কিছুই নেই। রাধা-কৃষ্ণ এরপর কোথায় গেলেন, কি হলো -- কিছুই জানা নেই। রাধা-কৃষ্ণের নিজেদের মধ্যে কোনো ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিলো না। এখন তো রাধা-কৃষ্ণের কোনো রাজত্ব নেই। দ্বাপরেও তাঁদের রাজধানী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাই এই সব কথা বোঝার জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। লিবারেটোর বানানোতেও পরিশ্রম লাগে। বিষ্ণুকে অলংকারে দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তবে বিষ্ণুর এই অলংকার, অলংকার নয়। বিষ্ণু বা লক্ষ্মী - নারায়ণের তো শঙ্খ থাকেই না। তাহলে আমরা কি লিখবো? মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না। শঙ্খ তো আছে তোমাদের কাছে। তাই অলংকার অবশ্যই ব্রাহ্মণদের দিতে হবে। তখন বলবে, এই ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এলো? কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমরা বোঝাতে পারো - আমরা ব্রাহ্মণরা স্বদর্শন চক্রধারী। এই সব কথা বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। যারা প্রজাতে যাবে, এমন স্থূল বুদ্ধির যারা, তারা বুঝতে পারবে না। এই কথা বোঝাতে অনেক সমস্যা হয়। বাবা লেখেনও, হারানিধি স্বদর্শন চক্রধারী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, কিন্তু তোমাদের কাছে অলংকার কোথায়। চিত্রে দেবীদের তৃতীয় নয়ন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁদের তো তৃতীয় নেত্রই নেই। তোমাদের এখন তৃতীয় নয়নের উন্মোচন হয়েছে। তোমাদের মতো শক্তিদের অনেক মহিমা। জগদম্বা যখন আছেন তখন বাচ্চারাও সাথেই থাকবে। মেজরিটি হলো মাতাদের। মাতাদেরই উঁচুতে ওঠানো হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) নিজের সময় সার্ভিসে সফল করতে হবে। তন-মন এবং ধন সব অর্পণ করে যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ এই ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে একে অপরকে জ্ঞানের দ্বারা পালনা করতে হবে। এমন কোনো কার্য করবে না যাতে বাবার অবজ্ঞা হয়।

বরদানঃ:- অবিনাশী অতীন্দ্রিয় সুখে থেকে সবাইকে সুখ প্রদান করে আর নিজেও সুখ প্রাপ্ত করে মাস্টার সুখদাতা ভব অতীন্দ্রিয় সুখ অর্থাৎ আত্মিক সুখ, যা অবিনাশী। ইন্দ্রিয় স্বয়ং বিনাশী, তাই তার থেকে প্রাপ্ত সুখও বিনাশী হবে, তাই সদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকো। তাহলে দুঃখের নাম-নিশানা আসতে পারবে না। যদি অন্য কেউ তোমাদের দুঃখও দেয়, তাহলেও তোমরা তা নিও না। তোমাদের শ্লোগান হলো -- সুখ দাও, সুখ নাও। না দুঃখ দাও, আর না দুঃখ নাও। কেউ যদি দুঃখ দেয় তাহলে তা পরিবর্তন করে তোমরা সুখদান করো, তাকেও সুখী করো, তখনই বলা হবে মাস্টার সুখদাতা।

শ্লোগানঃ:- অধিক বলে এনার্জি নষ্ট করার পরিবর্তে অন্তর্মুখতার রসের অনুভাবী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদেরকে মুখে কিছুই বলতে হবে না, সত্য হৃদয়ে একমাত্র বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে, সত্য হৃদয়ে ঈশ্বর প্রসন্ন হন"

*প্রশ্নঃ - সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ম্যানার (চরিত্র) কি? তোমাদেরকে কোন্ দৈবী ম্যানারসকে ধারণ করতে হবে?

*উত্তরঃ - সবচেয়ে ভালো ম্যানার হলো, সর্বদাই প্রফুল্লিত থাকা। দেবতারা সর্বদা প্রফুল্লিত হয়ে থাকেন, তাঁরা খিলখিল করে উচ্চস্বরে হাসেন না। অট্টহাস্য করা অথবা শব্দ করে হাসাও এক রকমের বিকার। বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে বাবার স্মরণের গুপ্ত খুশি থাকা দরকার। ফ্যামিলিয়ারিটির (অন্তরঙ্গতা) সংস্কারও অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সার্ভিসের (সেবার) সফলতার জন্য, অনাসক্ত মনোভাবের প্রয়োজন। তাতে নাম-রূপের বিন্দুমাত্র দুর্গন্ধও যেন না থাকে। অত্যন্ত স্বচ্ছ বুদ্ধির প্রয়োজন। এইভাবে ধারণাযুক্ত হয়ে বাচ্চারা, যখন সার্ভিস করে, অন্যদেরকে নিজের সমান করে গড়ে তোলে, তখনই তাদের চেহারা প্রফুল্লিত হয়ে থাকে।

*গীতঃ- না তিনি কখনো আমাদের থেকে আলাদা হবেন...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা নিজের নিজস্ব পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী একথা জানে। বলা হয়ে থাকে যে - সত্য হৃদয়ে ঈশ্বর (সাহেব) প্রসন্ন হন। আত্মার মধ্যেই হৃদয় রয়েছে। সুতরাং সত্য ঈশ্বরকে স্মরণ করলে তবেই সুখ প্রাপ্ত হবে। স্মরণ করার অর্থ হলো অন্তরে অন্তরে বাবাকে স্মরণ করা। সাহেবকে জপো। জপ করার অর্থ এটা নয় যে, মুখে কিছু বলতে হবে। না, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে নিবিড় সুখের প্রাপ্তি হবে। অন্যদেরকেও নিজের মত করে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। ঠিক যেমন ভাবে সত্যিকারের পতিরতা স্ত্রী একমাত্র তার স্বামী ভিন্ন অন্য কাউকে ভালবাসে না, ঠিক সেভাবেই আত্মাকে, ওই পারলৌকিক অসীমের বাবাকে সত্য হৃদয়ে স্মরণ করতে হবে। ঠিক যেমনভাবে প্রিয়তম-প্রিয়তমার (আশিক-মাসুক) ভালোবাসা। তারা একে অপরের নাম-রূপে সমর্পিত হয়, সেখানে বিকারের কোন নাম গন্ধ থাকে না। প্রিয়তম স্মরণ করে প্রিয়তমাকে আর প্রিয়তমা স্মরণ করে তার প্রিয়তমকে। ব্যস আর অন্য কোনো দিকে বুদ্ধি ধাবিত হয় না। জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করতে থাকলেও, মনটা সেই এক এর সাথেই যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে স্মরণ করাই হলো পবিত্র স্মরণ। এক্ষেত্রে শরীর এবং বুদ্ধি অপবিত্র হয় না। তারও গায়ন রয়েছে, কিন্তু এমন পবিত্র ভালোবাসা খুব কম সংখ্যক এর রয়েছে। এই জ্ঞানেও সত্যিকারের আশিক (প্রেমিক) এর সংখ্যা অনেক কম। এমনই দুস্তর মায়া যে অধঃপতন করিয়ে দেয়। অঙ্গদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। রাবণ বলেছিল - দেখা যাক অঙ্গদের দৃঢ় সংকল্পরূপী পা নাড়ানো যায় কিনা? জ্ঞানে যারা অত্যন্ত পারদর্শী মহারথী হয়, মায়া তাদেরকেই ধরে আছাড় মারে। ইঁদুর যখন কেটে দেয়, তখন এমন ভাবে ফুঁ দেয় যাতে কেউ বুঝতেও না পারে। মায়াও এমনই দুস্তর। কারোর মধ্যে বেকায়দা চালচলন দেখলে, মায়া এসে ভেতরে ভেতরে তার বুদ্ধিতে গুপ্ত তাল লাগিয়ে দেয়। এসব ভালোভাবে বোঝার জন্য খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবাকে স্মরণ করার দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাস এর প্রয়োজন। বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকা দরকার।

তোমাদেরকে অনাসক্ত হয়ে সার্ভিস (সেবা) করতে হবে। এই জ্ঞানে যে যতই পরিপক্ব হোক না কেন, তবু কখনোই তার নাম-রূপের মোহে আটকে যেও না, এতে অত্যন্ত লোকসান হয়ে যায়। বাবা বলেন যে - নিজেকে অশরীরী আত্মা জেনে আমাকে স্মরণ করো। নিজেকে স্বচ্ছ রাখো। তোমরা শিববাবাকে জেনে তাঁর হয়ে যাও, তিনি তোমাদেরকে স্বচ্ছ করে তোলেন। নিজেকে বিকার মুক্ত করতে হবে। তোমাদের তো নামই হল শিবশক্তি। তোমরা সর্বশক্তিমান এর কাছ থেকে শক্তি প্রাপ্ত কর, সুতরাং খুব ভালোভাবে তাঁর সাথে যোগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে। বাবা বলেন - নিরন্তর স্মরণে থাকা, অত সহজ কথা নয়। আহাির করার সময়, বাচ্চারা কত চেষ্টা করে বাবার স্মরণে থাকার, তবুও ভুলে যায়। অনেক বাচ্চারাই চেষ্টা করে যাতে বাবার স্মরণে থেকে আহাির গ্রহণ করতে পারে, তারা মনে করে - তিনি আমাদের অতি প্রিয়, যদি তাঁকে স্মরণ করে আহাির গ্রহণ করি তো তিনি আমাদের সাথেই সর্বদা থাকবেন। তবুও বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে বাবার কথা ভুলে যায়। ভক্তি মার্গেও বুদ্ধি অন্য নানান দিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এতো হল জ্ঞানের কথা। এসব কথা বাচ্চারা পুরোপুরি বুঝতে পারে না আর ছোট বাচ্চাদের মত হামাগুড়ি দিতে থাকে। যখন বাবার সাথে নিরন্তর ভাবে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে পারবে, তখনই বুঝতে পারা যাবে যে কর্মাতীত অবস্থা নিকটবর্তী। কিন্তু বাবার স্মৃতি বেশিষ্কণ মনে টিকে থাকতে পারে

না, মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। বাবা দেখেন যে, অনেকেরই বুদ্ধিযোগ পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে, অশরীরী হয়ে উঠতে যথেষ্ট মেহনতের দরকার হয়। খুব কম সংখ্যক বাচ্চারা ই সত্যি কথা বলে, বাকিদের সত্যি কথা বলতে লজ্জা অনুভব হয়। মায়া বড়ই দুষ্টুর। মাথা মুড়িয়ে দিতে এতটুকুও দেরি করে না। কেউ যদি ভাবে যে, আমরা তো বাবার বাচ্চা হয়েই আছি, আমাদের বাবাকে স্মরণ করার কি দরকার- তাহলে তা ঠিক নয়। নানান রকমের যুক্তিও বলা হয়ে থাকে। প্রথমে কর্মাজীত অবস্থায় যেতে হবে, তারপর ক্রম অনুযায়ী পদপ্রাপ্তি হবে। বাবা জানেন যে মায়া বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত হয়রান করে দেয়, মনে বাবার স্মৃতিকে টিকতে দেয় না। অনেকেরই এরকম অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, যারা অন্যের নাম রূপের ফাঁদে পড়ে যায়। এখন নিজেকে অশরীরী মনে করার অভ্যাস করতে হবে, কারণ তোমরা বহু সময় ধরে নিজেদেরকে অশরীরী বলে জানতে না। সত্যযুগে এই জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিতে থাকে যে, আমি আত্মা, আমাকে এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। বাচ্চাদের এরকম সাম্রাজ্যকারও হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে তারা বুঝতে পারে যে এখন শরীরের আয়ুকাল পূর্ণ হতে চলেছে। যখন কারোর মৃত্যু আসন্ন হয় তখন সে বলে যে - আমার মনে হয় যে, আমার এখন যাওয়ার সময় হয়েছে আর থাকতে পারব না। সত্যযুগে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, অনেক কাল এই শরীরে থাকা হয়েছে, এখন একে ত্যাগ করতে হবে। নিজের সময় অনুযায়ী আনন্দ সহকারে শরীর ত্যাগ করে। ড্রামা অনুযায়ী - সত্যযুগে আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে থাকবে কিন্তু বাবার জ্ঞান একেবারেই থাকবে না। ওখানে কেউ বাবাকে কেনই বা স্মরণ করবে? প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে মানুষ দুঃখে তাঁকে স্মরণ করে আর তোমাদেরকে নিজেদেরকে আত্মা জেনে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। এই শরীর তো এখন পুরনো হয়ে গেছে। এর প্রতি তো কোনমতেই মোহ থাকার কথা নয়, বরঞ্চ এর প্রতি অনাসক্ত ভাব হওয়া উচিত। যে যতই অসাধারণ রূপবান রূপবতী সুন্দর দেহধারী হোক না কেন, প্রত্যেকেই এখন কদর্য হয়ে গেছে, তার কারণ কালের নিয়ম অনুযায়ী সকল আত্মাই কালো হয়ে গেছে। এসব কথা বুদ্ধিসহকারে ভালো করে বোঝার কথা। সকল মানুষের শরীর কালো বর্ণের হয়ে যায় না, দেহের বর্ণ নির্ভর করে সেই স্থানের আবহাওয়া, জল-হাওয়ার ওপর। শীতপ্রধান দেশে মানুষের দেহের বর্ণ গৌর হয়। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন যে, বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। যেমন ভাবে লৌকিকে লভ ম্যারেজ (প্রেমঘটিত বিবাহ) করে থাকে। এও তো তোমাদের আত্মার লভ ম্যারেজ। তখন আর এই দেহের প্রতি লভ (ভালোবাসা) থাকে না। যখন নিজের দেহের প্রতি কোন লভ থাকে না তখন অন্যের দেহের প্রতি আর লভ কি করে থাকবে? এই দুনিয়াতে দেহের কালো রং অথবা ফর্সার রং এর ভিত্তিতে সৌন্দর্যের বিচার হয়। কেউ কেউ আবার না দেখেই সগাই করে নেয় (বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়), তারপর চেহারা দেখার পর বলে যে এরকম কালো রংয়ের জীবনসার্থী চাই না। তারপর বিবাদের সৃষ্টি হয়, তারা বলে যে - আমি টাকা পয়সা নিয়ে কি করব, আমার তো সুন্দর জীবনসার্থী চাই।

এখন তোমরা জানো যে, আমরা সকলেই হলাম আত্মা। এই পুরাতন দেহের প্রতি মোহ রাখবে না। কারণ এসবই তো বিকারী সম্বন্ধ। লৌকিক সমস্ত ব্যাপার থেকে আমাদের বিষয় অনেক ভিন্ন। এখন তোমাদের কালো হয়ে যাওয়া আত্মার গাঁটছড়া বাধা হয়েছে গৌরবর্ণের মুসাফিরের সাথে। এখন তোমরা জানো যে এই দুনিয়াতে সকলেরই আত্মা একেবারে কালো হয়ে গেছে। যিনি গৌরবর্ণের তাঁর সাথে সম্বন্ধ জুড়ে তোমাদের আত্মাকে গৌরবর্ণ করে তুলতে হবে। একজন মুসাফির শত শত হাজার হাজার আত্মাকে সুন্দর করে তোলেন। কালো হয়ে যাওয়া আত্মাকে গৌরবর্ণের করে তুলতে হবে, এতে খুব ভালো রকমের যোগ এর প্রয়োজন আছে। আত্মা যদি কালো হয়েই থেকে যায় তাহলে প্রথমত তাকে অনেক কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে আর তারপর পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এখানে কারোর নাম-রূপের ফাঁদে ফেঁসে যেও না। অনেক বড় (ডিস্ সার্ভিস) বিকর্ম হয়ে যায় তাই বাবা বোঝাতে থাকেন - সাবধান থাকো, তোমরা মায়ার চক্রে পড়ে গেছো, তবুও বাচ্চারা বুঝতে পারে না। যা অবশ্যস্বাভাবী তা হয়েই থাকে। বাচ্চাদের পদভ্রষ্ট করে দেয়। বাবা বলেন - যোগঅগ্নির দ্বারা নিজের আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। এ হলো ভাঙি। বাবার সাথে যুগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে যদি অন্য কোন দিকে বুদ্ধি যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তা ব্যভিচারী বুদ্ধি। তখন সার্ভিস করতে পারবে না, কোন পদও প্রাপ্ত করতে পারবে না। যোগঅগ্নির দ্বারা আত্মার অশুদ্ধি বিনষ্ট হবে। আত্মা যোগযুক্ত হলে তার মধ্যে জ্ঞান ধারণা হবে।

বাবা রূপও (যোগস্বরূপ), আবার বসন্তও (জ্ঞানের বর্ষা প্রদানকারী)। বাচ্চারা তোমরা যত রূপ হয়ে উঠতে থাকবে, ততই জ্ঞানের ধারণা হতে থাকবে। প্রথমে আত্মাকে পবিত্র করে তুলতে হবে। তোমরা যোগ যোগ বলতে থাকো, কিন্তু তোমাদের মধ্যেও অনেকেই যোগের প্রকৃত অর্থ বোঝেনা। যোগ ছাড়া নিজেকে অথবা ভারতকে পবিত্র করে তুলতে পারবে না। অনেকে অনেক সার্ভিস করে, সেন্টার খোলে, তবুও মায়া একেবারে অধঃপতন করিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে অহংকার চলে আসে যে, আমরা এতগুলো সেন্টার খুলেছি। দেহ অভিমান চলে আসে। বাবা বোঝাতে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে

করে, বাবার সাথে যোগযুক্ত হও। কোনরকম বিকর্ম যেন না হয়। যদি বাবাকে ভুলে গিয়ে, অন্য কারোর নাম-রূপের ফাঁদে পড়ে যাও, তাহলে অত্যন্ত লোকসান হয়ে যায়। এ হলো অত্যন্ত কঠিন গন্তব্য। বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠা কি যে সে কথা! বাবার কত মহিমা করা হয়! তাঁর নামে লোকে কত শত মন্দির গড়ে তোলে। এখন তোমরা জানো যে সোমনাথ এর মন্দির কে বানিয়েছিল এবং কবে বানিয়েছিল। ক্রম অনুযায়ী মন্দির গড়ে তোলা হয়। সোমনাথ মন্দিরের পর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির তৈরি হয় কিংবা জগদম্ভার মন্দির তৈরি হয়েছিল। মানুষ তো একেবারেই জানে না যে, সোমনাথের মন্দির কে তৈরি করিয়ে ছিলেন। বাবা তো নিরাকার। নিরাকারের পূজারীরা নিরাকার শিবকে পূজা করবে। কিন্তু তারাও এসব কথা জানে না। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও ক্রম অনুযায়ী রয়েছে। দিনরাত সার্ভিস করার শখ থাকে। যখন দেহ অভিমান সমাপ্ত হবে, তখনই সার্ভিস করার তীব্র ইচ্ছা তৈরি হবে। দেহী অভিমানী হয়ে উঠতে হবে। বাবার সাথে পুরোপুরি যোগাযোগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে। তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাবান হয়ে থাকা, অত সহজ ব্যাপার নয়। মায়ার বিকাররূপী ভূত এসে যোগ ছিন্ন করে দেয়। সে কথা বাবাই জানেন। কোন কোন বাচ্চারা এতটাই সংবেদনশীল হয় যে, কেউ কিছু বললেই অমনি বিগড়ে গিয়ে ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। তখন তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির পথ বন্ধ করে দেয়। আশ্চর্যজনকভাবে বাবার হয়েও পুনরায় বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। ডিস সার্ভিস করতে শুরু করে। পুরানো ভাগবতেও একথা লেখা রয়েছে যে, অমৃত পান করতে করতে আবার ট্রেটর হয়ে গিয়ে উত্যক্ত করতে থাকে। বাবা সেইসব বাচ্চার জন্য চিন্তা করেন যে, অমুক সন্তান এখনো কাঁচা রয়েছে, যে কোনো সময় ট্রেটর হয়ে গিয়ে ক্ষতি করে দিতে পারে। বাবা দেখেন যে, সেই সব বাচ্চারা ট্রেটর হয়ে গিয়ে ক্ষতি করে দেয় আর তারপর কত অবলার উপর অত্যাচার করতে থাকে। বাদবাকি যে সমস্ত সংসঙ্গ আছে তাতে যাওয়ার জন্য কি কখনো অত্যাচার হয়? এখানকার সর্বপ্রথম কথাই হল বিষ (বিকার) ত্যাগ করার। কিন্তু বাচ্চারা বিষ পরিত্যাগ করে না।

বলা হয়ে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি স্বর্গে গমন করলেন। কিন্তু হেভেন (স্বর্গ) যে কি, সে বিষয়ে তারা কিছুই জানেনা। ওরা এমনভাবে বলে যে কথার কোন মানেই হয় না। এখনো বাচ্চারা কত বুঝদার হয়েছে। বাবা জানেন যে কোন বাচ্চারা সুন্দর সুন্দর ফুলের মত ফুটে উঠেছে। কেউ কেউ আছে যারা অন্যের নাম রূপের ফাঁদে পড়ে দুর্গন্ধ ছড়ায় না। জ্ঞানের কথা ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। পুরোপুরি যোগও থাকা দরকার। কেউ কেউ আগে থেকেই কালো হয়েছিল তারপর আরো কালো হতে থাকে। এই সৈন্যবাহিনীতে সব রকম সৈন্যই রয়েছে, হাতিও যেমন রয়েছে তেমনি বাঘ সিংহও রয়েছে, একদিকে যেমন ঘোড়া রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ছাগলও রয়েছে। বাচ্চাদের আচার-আচরণেই বুঝতে পারা যায় - যে কারোর কারোর আচরণ যেন ভেড়ার মত। তারা কিছুই বুঝতে পারেনা, বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণা হয় না, যেন মোষের মত মোটা বুদ্ধি। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে দেন যে - তোমরা তো আত্মা। তোমরা অসীমের বাবাকে স্মরণ করতে পারো না? বাবা বলেন - হে আত্মারা, তোমরা আর বাকি সব দিক থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো। তোমরা কি আমাকে স্মরণ করতে পারো না? বাদবাকি যত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তাদেরকে তো তোমাদের মনে থাকে, তাহলে আমাকে স্মরণ করতে সমস্যা কোথায়? বাচ্চারা বলে - বাবা, মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়! আরে, তাহলে তো উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলবে। তোমরা বাবার সাথে পুরোপুরি বুদ্ধিযোগে যুক্ত হলে, তবেই তো বিশ্বের মালিক হবে। বাবাকে কি কখনো ভোলা যায়। দেহ অভিমানী হয়ে গেলে তোমরা বাবাকে ভুলে যাও। তোমাদেরকে বারংবার বোঝানো হয় যে - নিজেকে আত্মা মনে কর আর বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করো, জপ করতে হবে না, মুখে কোন আওয়াজ করতে হবে না, তোমাদেরকে বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে। মুখে রাম রাম বললে দেহ অভিমান চলে আসবে। অন্তরে তাকে স্মরণ করতে হবে, এই দেহের অর্গানস এর (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) শুধুমাত্র আধার নিতে হবে। আমি আত্মা - শান্ত হয়ে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল, তাঁর মধ্যে সমস্ত নলেজ রয়েছে, তিনি তোমাদেরকেও সে কথা শিখিয়ে দিচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে হোলি (পবিত্র) তাজ প্রাপ্ত করবে। সৃষ্টিচক্রের এই রহস্য জানো বলে রত্নখচিত মুকুট প্রাপ্ত হবে। তোমরা হবে ডবল মুকুটধারী। বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তা না হলে ধর্মরাজের ডান্ডা খেতে হবে। আর পদভ্রষ্ট ও হয়ে যাবে। সেই কারণেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অতঃপর গুপ্ত আন্তরিক আনন্দ থাকা দরকার। শব্দ করে হাসা উচিত নয়। লক্ষ্মীনারায়ণকে হর্ষিত মুখ বলা হয়। হর্ষিতমুখ হয়ে থাকা আর হাস্য করা - দুটি ভিন্ন বিষয়। হর্ষিত মুখ হয়ে থাকলে তার অন্তরে গুপ্তখুশি বজায় থাকে, শব্দ করে হাসা ভালো কথা নয়। হর্ষিত বা প্রফুল্লিত হয়ে থাকা সবচেয়ে ভালো। খিল খিল করে হাসা, শব্দ করে হাসা - এ ও একপ্রকারের বিকার। তাও থাকা উচিত না। খুশি তোমাদের চেহারা প্রতিফলিত হওয়া উচিত - তা তখনই হবে যখন তোমরা অন্যদেরকে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলবে। সার্ভিস আর সার্ভিস। সেবার কথা এলেই দৌড়ে সেবার জন্য যেতে হবে, আর অন্য কোনো কথা নয়। বাচ্চারা তোমরা সার্ভিস করে থাকো, কাঁটাকে ফুল বানাতে থাকো। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে ভালো ভালো পয়েন্ট বলে দেন। এই দৃঢ় নিশ্চয় রাখতে

হবে যে বাবা স্বয়ং এসে আমাদের এসব কথা বলছেন। বাবা একথাও বলেন যে তাঁর মহিমা গান করার দরকার নেই। সমস্ত মহিমাই তো শিব বাবার, তাঁকে স্মরণ করলে তবেই সম্পূর্ণ বিকর্মাঙ্গ হতে পারবে। এ অত্যন্ত সহজ কথা বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। অন্তিমে স্বদর্শন চক্রারীরা ক্রম অনুযায়ী তৈরি হয়ে ওঠেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবাকে সাথে রাখার জন্য যুক্তির আশ্রয় নিতে হবে। আহাৰ গ্রহণ করার সময় তাঁর স্মরণে থাকতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিজের পুরানো দেহের প্রতিও লভ (মোহ) রাখবে না।

২) বাবার সম্পূর্ণ রিগার্ড (সম্মান) রাখতে হবে। অহংকার যেন না আসে। নাম রূপের অসুখ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। জ্ঞান-যোগে মগ্ন হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- সবকিছু বাবাকে সঁপে দিয়ে সঙ্গমযুগের বাদশাহীর অনুভবকারী অবিনাশী রাজতিলকের অধিকারী ভব আজকালকার বাদশাহী প্রাপ্ত হয় ধনদান করার ফলে অথবা ভোটদান করার ফলে, কিন্তু তোমাদেরকে স্বয়ং বাবা এসে রাজতিলক দিয়েছেন। বেপরোয়া-বাদশাহ - এই স্থিতি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ স্থিতি। সবকিছুই যখন বাবাকে সঁপে দিয়েছো, তাহলে সেই সবকিছুর চিন্তা কে করবে? বাবাই করবেন। তবে এরকম করলে হবেনা যে অল্প স্বল্প নিজের অথরিটিকে অথবা মনমতকে লুকিয়ে এখনো রেখে দিয়েছো। যদি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলছো তাহলে সব বাবাকে সঁপে দিয়েছো। এইরকমভাবে সত্যিকারের হৃদয় থেকে সবকিছু বাবাকে সঁপে দিলে, ডবল লাইট, অবিনাশী রাজতিলক এর অধিকারী হয়ে উঠবে।

স্লোগানঃ:- এক একটি বাক্য মহাবাক্য হবে, একটিও কথা ব্যর্থ যাবে না, তবেই বলা হবে মাস্টার সদ্ধরু।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সুরভিত ফুলে পরিণত হও, শ্রীকৃষ্ণ হলেন নম্বরওয়ান সুরভিত পুষ্প তাই তিনি সবার প্রিয়, সকলে তাকে নয়নের পলকের উপরে রাখে”

*প্রশ্নঃ - লৌকিকে সুইট সম্বন্ধ কোনটি এবং সুইটেস্ট কোন সম্বন্ধকে বলা হবে?

*উত্তরঃ - লৌকিকেও সুইট ফাদারকেই বলা হয়। তোমরা বাচ্চারাও বলা উনি আমাদের অতি মোস্ট লাভলী সুইট ফাদার, আমরা তাঁর লাভলী সন্তান। সুইটেস্ট তারপর টিচারকে বলবে কারণ টিচার পড়াশোনা করান। নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। তোমরাও প্রথমে নলেজ প্রাপ্ত করো। গৃহস্থে থেকে এই নলেজ ধারণ করতে হবে এবং অন্যদের ধারণ করাতে হবে।

*গীতঃ- মরণ তোমার গলিতে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। যখন কারো মৃত্যু হয় তখন সে অন্য মাতা পিতার কাছে জন্ম গ্রহণ করে। পিতাকে অভিনন্দন জানানো হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী। ওটা হলো দেহের কথা। এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করা অর্থাৎ এক পিতাকে ত্যাগ করে অন্য পিতার কোলে যাওয়া। তোমরা ৮৪ জন সাকারী পিতার কোল প্রাপ্ত করেছো। বাস্তবে তোমরা হলে নিরাকারী পিতার সন্তান। তোমরা আত্মারা নিবাসী হলে নির্বাণ ধাম - শান্তি ধামের। যেখানে আত্মারা বাবার সাথে নিবাস করে। তাকে বলা হবে আত্মাদের দুনিয়া। তোমরা আত্মারাও সেখানে বাস করো তো শিববাবাও সেখানে বাস করেন। এখানে লৌকিক পিতার সঙ্গে বাস করে নিরাকারী পিতাকে ভুলে যাও। সত্যযুগে তো বাবাকে (নিরাকার/আকারী) কেউ স্মরণ করে না। বুদ্ধি নীচে (সাকার বতনে) চলে আসে। তাকে স্মরণ করবে তো বলবে - ও বাবা। এনাকেও বলবে বাবা। ইনিও হলেন ফাদার। লৌকিক বাবাকে এখানে দেখবে। পারলৌকিক বাবাকে আহ্বান করলে দৃষ্টি উপরের দিকে চলে যায়। এখন তোমরা সেই পিতার সন্তান হয়েছো। তোমরা জানো প্রথমে আমরা পবিত্র ছিলাম, রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী ছিলাম, এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। দুঃখী হয়েছে বলেই বাবাকে স্মরণ করে। এই বস্ত্র (শরীর) ধারণ করতে করতে এখন তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে। প্রথমে আত্মা এবং শরীর - দুই-ই সতোপ্রধান ছিল। পরে আত্মা সতঃ রজঃ, তমোতে আসে। প্রথমে গোল্ডেন ছিল পরে সিলভার, কপার, আয়রন স্টেজে এসেছে। একে গহনাও বলে। সোনায়ে খাদ মেশানো হয় তাইনা। শিববাবা বোঝান এখন তোমরা আত্মারা পতিত হয়েছো। সোনা কালো হয়েছে। তোমরা কালো ইমপিওর হয়েছো। প্রথমে তোমরা আত্মারা পিওর ছিলে, শরীরও পিওর ছিল, এখন পুনরায় পিওর শরীর কীভাবে ধারণ করবে? স্নান করে? স্নান করলে তো কিছুই হয় না। আত্মা আহবান করে - হে পতিত-পাবন বাবা। 'বাবা' শব্দটি খুব মিষ্টি। খুবই ভালো। ভারতেই 'বাবা' শব্দ রয়েছে। বাচ্চারা 'বাবা-বাবা' বলতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আত্ম-অভিমানী হয়ে বাবার আপন হয়েছি। শিববাবা বলেন আমি সর্বপ্রথমে তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে ছিলাম। পার্ট প্লে করতে করতে এখন শেষ সময়ে এসে পৌঁছে গেছ। অন্তরে সর্বদা বাবা-বাবা করতে থাকো। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা এসেছেন। তাঁকেও সবাই স্মরণ করে যে হে পতিত-পাবন আসুন, আমরা পতিত, এসে আমাদের পবিত্র করুন। সবাই নিজের নিজের ভাষায় আহবান করে। যখন পুরানো দুনিয়া হয় তখন ডাকে। তো নিশ্চয়ই সঙ্গমের সময়েই আসবেন। এই কথাও তোমরা জানো। শাস্ত্রে তো ভুলভাল লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের এই দুটনিশ্চয় আছে যে, আমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা হলেন শিববাবা, মোস্ট লাভলী বাবা হলেন উনি। বাবাও বলেন সুইট চিলড্রেন। সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট। এবারে তবে সুইট কে? লৌকিক সম্বন্ধেও ফাদারই সুইট হয়। তারপরে সুইটেস্ট বলবে টিচারকে। টিচার তো ভালো। তিনি তোপড়ান। বলাও হয় - নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম। তো এই নলেজও হল সোর্স অফ ইনকাম।

যোগকে স্মরণ, জ্ঞানকে নলেজ বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো - তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে ছিলাম, তাই তো শিবজয়ন্তী পালন করো। কিন্তু শিববাবা কীভাবে আসেন - সে কথা কেউ জানে না। চিত্রেও ত্রিমূর্তি আছে, শিব আছেন উপরে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, স্থাপনা কে করান? করনকরাবনহার শিববাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের উপরে হলেন শিব। তারি হলেন রচনা। রচয়িতা হলেন শিব। উনি হলেন নিরাকার। এ'হল সাকার সৃষ্টি। সৃষ্টি চক্র, যা রিপিট হয়। সূক্ষ্মবতনকে সৃষ্টির চক্র বলবে না। এই মনুষ্য সৃষ্টিই আবর্তিত হয়। না সূক্ষ্মবতনে, না মূলবতনে চক্রের ব্যাপার আছে। এখন হলো কলিয়ুগ নরক। সত্যযুগ হলো স্বর্গ। এবারে নরকবাসীদের স্বর্গবাসী কে বানাবে? বামমার্গে গিয়েই পতিত হয়ে

যায়। দিন-দিন সুখ থেকে দুঃখে আসতে থাকে। দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন বলা হয় এ'হল একেবারেই তমোগুণী বুদ্ধি, এ অত্যন্ত সতোপ্রধান বুদ্ধি, যেন দেবতার সমান। বাস্তবে পূজা দেবতাদের হওয়া উচিত। কিন্তু দেবতা তো এই সময় কেউ নেই কারণ দৈবগুণ তাদের মধ্যে নেই। খ্রীস্টানরা খ্রীষ্টকে জানে। তার আরাধনা করে। ভারতবাসী নিজেকে দেবী-দেবতা রূপে পরিচয় দিতে পারে না। নাম তো অনেকের আছে - অমুক দেবী, অমুক দেবতা। কিন্তু সেইরকম গুণ তো নেই। গায়নও করে - আমি নির্গুণ হারা, আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই.... আত্মা কার সামনে গিয়ে বলে? বাবার সম্মুখে গিয়ে বলা উচিত তাইনা। বাবাকে ভুলে ভাইদের (আত্মাদের) অনুসরণ করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন ব্রাদার্স তাইনা। তাদের কাছে কিছুই প্রাপ্তি হওয়ার নেই। ব্রাদার্সদের পূজা করতে থাকে, নীচে নামতে থাকে। এখন ফাদারের কাছে তোমাদের বর্সা প্রাপ্ত হয়। ফাদারের পরিচয় কেউ জানে না। ফাদারকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। আরে, ফাদারের কি নাম? বলে দেয় উনি তো নাম-রূপ থেকে পৃথক অর্থাৎ উর্ধ্ব, নাম-রূপ বিহীন। আরে, তোমরা এক দিকে অখন্ড জ্যোতি স্বরূপ বলো, তারপরে নাম রূপ থেকে পৃথক কীভাবে বলে দাও? এই কথাও বুঝতে হবে যে - নিয়ম অনুসারে সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হবে। পরে যখন বাবা আসেন তখন সবাইকে সতোপ্রধান বানিয়ে দেন। আত্মাকে অবশ্যই পিওর হতে হবে। সব আত্মারা বাবার সাথে থাকবে। নতুন দুনিয়া, পুরানো দুনিয়ায় পরিণত হয়ে যায়।

তোমরা জানো এখন আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবা এসেছেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান। শিববাবা বলেন আমি ব্রহ্মার দেহের আধার নিয়ে থাকি। ভাগ্যশালী রথে যাত্রা করি। রথে তো অবশ্যই আত্মা বিরাজিত থাকবে, তাইনা। বলা হয় ভগীরথ গঙ্গা এনেছে। এবারে গঙ্গার কেশজটা দিয়ে কীভাবে আসবে? গঙ্গা তো হলো পাহাড় বেয়ে নেমে আসা মিষ্টি জলধারা। সাগর থেকে জল নিয়ে মেঘ ভরপুর হয়ে বর্ষা হয়। আজকাল সায়েন্সের শক্তি দিয়ে জলও মিষ্টি হয়ে যায়। ন্যাচারাল মেঘ বর্ষণ হয়। কত জল ভরে যায়। বন্যা হয়ে যায়। এত জল কোথা থেকে আসে? মেঘ নির্মিত হয়। ইন্দ্র দেবতা ইত্যাদি কিছু নয়। এ'হল মেঘ ভরপুর হয়ে বর্ষা হয়। বাস্তবে এইসব হলো জ্ঞানের বর্ষা। এ হলো নলেজ তাইনা। এর দ্বারা কি হয়? পতিত থেকে পবিত্র হয়। গঙ্গা-যমুনা নদী সত্যযুগেও তো থাকবেই। বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে খেলাধুলা ইত্যাদি করতেন। বাস্তবে এমন কোনও কথা নেই। সেখানে তো শ্রীকৃষ্ণের লালন পালন খুবই ভালোভাবে করা হয়। খুবই সুন্দর ফুল তাইনা। ফুলের শোভা হয় খুবই মনোরম। ফুলের কাছে সৌরভ প্রাপ্ত হয়। কাঁটার সৌরভ কেউ নেয় কি? এ' হলোই কাঁটার জঙ্গল। নিরাকার বাবা বলেন আমি এসে গার্ডেন অফ ফ্লাওয়ার বানাই, তাই বাবুলনাথ নামও রাখা হয়। বাবুল কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন তাই মহিমা গায়ন করা হয় - উনি হলেন নাথ, কাঁটাদের ফুলে পরিণত করেন। তাই শিববাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও আত্মা, পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে, কারণ তারা দুঃখী হয়েছে। এও হলো খেলা। তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো। উনি আসেন তবে তো শিবজয়ন্তী পালন করো। তোমরা জানো এখন আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান হয়েছি। আমাদের সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গেও আছে। লৌকিকের সঙ্গেও আছে। অসীম জগতের বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আত্মা জানে ইনি লৌকিক বাবা, উনি হলেন পারলৌকিক পিতা। আত্মা পারলৌকিক পিতাকে আহবান জানায়। আত্মা বলে - হে ভগবান, ও গড ফাদার! যখন ফাদার ঘরে বসে আছেন তো - ও ফাদার! বলে কেন ডাকে? আত্মা সেই অবিনাশী পিতাকে স্মরণ করে। উনি কবে এসে নতুন দুনিয়া রচনা করেন - এ' কথাও তোমরা এখন বুঝেছো। অবশ্যই বলবে যে, কলিযুগের অন্তিম সময়ে এবং সত্য যুগের আদি কালের সঙ্গমে আসবেন। কলিযুগের আয়ু যদিও লক্ষ বছর বলে দেয়। মানুষ ভগবানকে পাওয়ার জন্য অনেক বিব্রান্ত হয়। সবচেয়ে বেশি ভক্তি কে করে? তাদের প্রাপ্তি তো প্রথমে হওয়া উচিত, তাইনা। শিববাবা বুঝিয়েছেন সর্বপ্রথমে ভক্তি তোমরাই শুরু করো। তোমাদেরই প্রথমে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তোমরা প্রথমে আসুরিক গুণ যুক্ত ছিলে। এখন তোমরা দৈবী গুণবান দেবতা হও। এত উচ্চ স্বর্গের তোমরা মালিক হও। সেখানকার সব জিনিস ফার্স্ট ক্লাস হয়। তোমরা খুব ধনী হও। তোমাদের জন্য সেখানে হীরে জহরতের মহল তৈরি থাকবে।

যতক্ষণ ব্রাহ্মণ না হয় তত ক্ষণ শিববাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয় না। শূদ্র বর্সা নিতে পারে না। এ' হলো যজ্ঞ, তাইনা। এতে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই চাই। যজ্ঞ সदा ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। শিবকে রুদ্রও বলা হয়। তো এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র শিববাবার দ্বারা এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা হয়েছে। ভক্তি পূর্ণ হলে এই যজ্ঞ রচনা করা হয়। মানুষ যজ্ঞের রচনা করে ভক্তি মার্গে। সত্যযুগে দেবতারা কখনও যজ্ঞ ইত্যাদি রচনা করেন না। কিন্তু এই হল রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এই নামের শাস্ত্রেও গায়ন আছে। ভক্তি এবং জ্ঞান হল অর্ধেক অর্ধেক। ভক্তি হল রাত, জ্ঞান হল দিন। এই কথা বাবা বোঝান। সর্বদা বাবা-বাবা বলতে থাকে। বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক করেন। মোস্ট বিলাভেড হলেন বাবা। তাঁর চেয়ে বেশি প্রিয় এই দুনিয়ায় কেউ হতে পারে না। অর্ধেক কল্প বাবাকে স্মরণ করেছো। এখন জানো আমরা সেই বাবার

আপন হয়েছি। শিববাবা বলেন গৃহস্থ থেকে বাবাকে স্মরণ করো। সবাই তো এখানে থাকতে পারবে না। যদিও ওই বাবার কাছে থাকতে পারবে। কোথায়? কোন্ বাবা? তাঁর নাম? শিববাবার কাছে কোথায় থাকবে? পরমধামে। সেখানে সব আত্মারা থাকতে পারে। এখানে তো থাকতে পারবে না। এখানে তো অল্প জনই থাকবে। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদেরকে নলেজ প্রাপ্ত করতে হবে। এ হল পড়াশোনা।

যার সাথেই দেখা হবে তাকে এই কথাটি বলা উচিত যে দুই পিতা আছেন - লৌকিক এবং পারলৌকিক। দুঃখে পারলৌকিক পিতাকেই স্মরণ করে। সেই পিতা এখন এসেছেন। শিববাবা হলেন মোস্ট বিলাভেড। শ্রীকৃষ্ণও হলেন সকলের মোস্ট বিলাভেড। কিন্তু শিববাবা হলেন নিরাকার এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন সাকার। শ্রীকৃষ্ণকে সবার পিতা বলা হবে না। উনি হলেন বিশ্বের মালিক। ওনাকেও রচনা করেছেন শিব। দুইজনেই প্রিয়। কিন্তু দুইজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? বলবে শিব। একমাত্র শিব এমন স্বরূপধারী বানিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণকে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কি করেন? কিছুই না। তমোপ্রধান আত্মাদেরকে একমাত্র শিবপিতা এসে সতোপ্রধান বানান। সুতরাং গায়ন তাঁরই হবে, তাইনা। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন শিশু, তার ডাম্প ইত্যাদি দেখানো হয়। শিববাবা কি ডাম্প করবেন? শিববাবা বোঝান তোমরা সবাই হলে পার্বতী। শিব অমর নাথ তোমাদেরকে ঈশ্বরীয় কথা শোনাচ্ছেন। অন্য কোনো পার্বতী নেই। অর্জুনও একজন নয়, তোমরা সবাই হলে অর্জুন। তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী। তারা দুঃশাসন যারা বস্ত্রহীন করে। তখন আহবান করে বাবা আমাদের রক্ষা করো। শিববাবাবাবা বলেন - বাচ্চারা, কখনও বস্ত্রহীন হবে না। দেখানো হয়েছে না, যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা হচ্ছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে ২১ টি চীর অর্থাৎ শাড়ী প্রদান করেছিলেন। এবারে ২১ টি শাড়ী কি ধারণ করা সম্ভব? এও যেন একটি খেলা দেখানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ উপর থেকে শাড়ী প্রদান করেছেন। এখন ২১ টি শাড়ী কীভাবে পরবে? বাস্তবে অর্থ হল এই যে - পিতা বস্ত্রহীন হওয়ার থেকে এমনভাবে সুরক্ষিত করেন যে তোমরা ২১ জন্ম কখনও বস্ত্রহীন হও না। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি সুইট চিলড্রেনদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তরে বাবা-বাবা বলে বাবার সমান সুইট বা মিষ্টি হতে হবে। আত্ম-অভিমानी হয়ে থাকতে হবে। পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

২) মোস্ট লাভলী বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। স্মরণের অগ্নির দ্বারা বিকারের খাদ দূর করে প্রকৃত স্বর্গে পরিণত হতে হবে।

বরদান:- পাহাড় সম বিষয়কেও এক বাবা শব্দের স্মৃতির দ্বারা তুলো বানিয়ে দেওয়া সহজযোগী ভব সহজ যোগী হওয়ার জন্য একটি শব্দ স্মরণে রাখো - "আমার বাবা" ব্যস্। যে কোনও রকমের বিষয় আসুক, হিমালয় পর্বতের চেয়েও যত বিরাটই হোক কিন্তু বাবা বলা মাত্রই পাহাড় তুলো হয়ে যাবে। সর্ষে দানাও একটু মজবুত, শক্ত হয়, তুলো নরম এবং হাল্কা হয়। তো যত বড় মাপের কথা বা বিষয়ই হোক তুলোর মতন হাল্কা হয়ে যাবে। দুনিয়ার মানুষ দেখবে তো বলবে এমনটা কীভাবে সম্ভব আর তোমরা বলবে এইভাবে হবে। বাবা বললেই বুদ্ধিতে টাচ্ হবে যে এমন ভাবে করো তো সহজ হয়ে যাবে। এটাই হলো সহজযোগী জীবন।

স্লোগান:- ভালোবাসার সাগরে লীন হয়ে থাকো তো সদা সমীপ, সমান এবং সম্পন্ন ভবের বরদানী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন সুখ-শান্তির মনোকামনা পূর্ণ করতে, তোমরা যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে এই অর্গ্যান্স দ্বারা ডিটাচ হয়ে যাও, নিজের স্বধর্মে স্থিত থাকো”

*প্রশ্ন:- পূজ্য হওয়ার পুরুষার্থ কী? তোমাদের পূজা কেন হয়?

*উত্তর:- পূজ্য হওয়ার জন্য বিশ্বকে পাবন বানানোর সেবায় সহযোগী হও। যে জীবাশ্মারা বাবার সহযোগী হয়, বাবার সাথে তাদেরও পূজা হয়। বাচ্চারা তোমাদের, শিববাবার সাথে শালগ্রাম রূপেও পূজা হয়, আবার সাকারে লক্ষ্মী-নারায়ণ বা দেবী-দেবতা রূপেও পূজা হয়। তোমরা পূজারী আর পূজ্য রূপের রহস্যকেও বুঝে গেছো।

*গীত:- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি। মাতাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানানোর জন্য অবশ্যই পিতাই আসেন। মহিমা তো এক বাবারই গাওয়া হয়ে থাকে। সকলের সম্মতি দাতা হলেন এক। স্মরণও এক বাবাকেই করতে হবে। বাচ্চারা, এটা তো হল তোমাদেরই মহিমা। তোমরা জানো যে আমাদেরকে দুর্ভাগ্যশালী থেকে সৌভাগ্যশালী বানাচ্ছেন এক বাবা। ভারত সৌভাগ্যশালী ছিল পুনরায় ১০০ শতাংশ দুর্ভাগ্যশালী হয়ে গেছে। ভারতের উপরেই সব কাহিনী আছে। এই মাতাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানাচ্ছেন এক বাবা, যাঁকে তোমরা বাচ্চারা জানো। তাঁর সাথে তোমাদের যোগ আছে। তোমরা জানো যে এসব হল তাঁর রচনা। অন্য কোনও মানুষ এই রচনা আর রচয়িতাকে জানে না। এই চিত্র ইত্যাদি কে বানিয়েছেন? তোমরা বলবে - শিববাবা। কার দ্বারা? তখনও বলবে মাতা বা সাকার পিতার দ্বারা। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ আছে। সৃষ্টি কতো বড়! ভাস্কোদাগামা সমগ্র ধরিত্রীকে চক্র লাগিয়েছিল, পিছনে সাগরই সাগর, আকাশই আকাশ, আর কিছু নেই। এইসব তোমরা স্কুলেও পড়েছো। বাবা পুনরায় সমস্ত কথা নাটশেলে (সংশ্লেপে) বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা স্পষ্টতঃই জানো যে ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগ ছিল। সত্যযুগে কেবলমাত্র ভারত ছিল। ভারতের মধ্যে কতো অল্প সংখ্যক দেবী-দেবতা ছিলেন। এখন তোমরা বলবে যে আমরা সূর্য বংশী রাজা-রাণী ছিলাম। যমুনার কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল, এইরকম গাওয়া হয়ে থাকে। দিল্লীকেই পরিস্থান বলা হয়ে থাকে। প্রথমদিকে অবশ্যই কোনও রাজধানী ছিল। তোমরা বলবে, আমরা সূর্য বংশী রাজধানীতে ছিলাম। পরবর্তীকালে আলাদা আলাদা হয়ে যায়। তো বাস্তবে প্রভাব সেখানেই হবে, যেখানে রাজ্য করতে। ভারতের অনেক প্রভাব আছে। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে টপটপ করে পড়তে থাকা চাই। ধারণ করতে হয়।

শিববাবাকেই আবার সোমনাথ, জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সোমনাথ নামটি পূজারীর রেখেছে। আসল নাম হল শিববাবা। শিব কাকে বলা হয়। আত্মাদের বাবাকে। আত্মা তো হল বিন্দু। গাওয়া হয় পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রীম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। আত্মা আকারে বড় কিংবা ছোটো হয় না। বাবা বলছেন - আমি যখন এনার মধ্যে প্রবেশ করি তখন কেউ বুঝতেই পারে না। কিন্তু এটা বুঝতে পারে যে ভ্রুকুটির মাঝে একটা ছোটো স্টার আছে। তাকে বলা হয় মস্তকমণি, মস্তকে মণি আছে। মণি আত্মাকে বলা হয়। বলে যে সাপের মাথাতেও মণি থাকে। এই সব কথা বাস্তবে এই সময়কার। আত্মা রূপী মণি বাস্তবে ঝলমল করতে থাকে। এই মণি ভ্রুকুটির মাঝে থাকে। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদেরকে প্রতিদিন নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। মুখ্যতঃ এটা বুঝতে হবে যে - আমি হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। বাবা বলেন - আমিও আত্মা, আমাকে পরম আত্মা বলে থাকো, আমি জন্ম-মৃত্যু থেকে বিরত থাকি। আমি আসি অবশ্যই। নিরাকারের মন্দির তৈরী হয়ে আছে। আগে এই জ্ঞান ছিল না। অবশ্যই নিরাকার এসে কিছু করেছেন। নিরাকার আসেন ফ্যামিলীতে। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও আসে। তাদেরও শরীর সহ দেখানো হয়। লিঙ্গ রূপে এক শিববাবাকেই দেখানো হয়। শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গের সাথে আবার শালগ্রামও থাকে। এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণের বা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেও শালগ্রাম থাকে। এথেকেই প্রমাণিত হয় যে এক বাবার এই সব হল বাচ্চা। আত্মারও পূজা হয়, আবার দেবতাদেরও পূজা হয়। রুদ্র যজ্ঞ বলা হয়। বাবা, জীবাশ্মাদের দ্বারা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। যেরকম বাবার পূজা হয়, তেমনি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরও পূজা অবশ্যই হওয়া উচিত। পুনরায় সাকারে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়, তাদেরও পূজা হয়। সেই নামই চলে আসছে। এখানে তোমরা আত্মারা সার্ভিস করছো এই শরীরের দ্বারা এইজন্য তোমাদেরও (আত্মাদের) পূজা হয়। শিববাবা বলছেন আমিও এনার দ্বারা অনেক বড় সেবা করি এই জন্য সবার আগে আমার পূজা হয়। তারপর যে আত্মাদের দ্বারা

সার্ভিস করি, সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাই, তাদেরও পূজা অবশ্যই হওয়া উচিত। সকলের পূজা করতে থাকে। কমপক্ষে এক লক্ষ শালগ্রাম বানায়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির রুদ্র যজ্ঞের আয়োজন করে তখন কেউ ৫ হাজার, কেউ ১০ হাজার আবার কেউ এক লক্ষ শালগ্রাম বানায়। এটা হল পরমাত্মা এবং আত্মাদের পূজা। বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমরা আত্মারা এই পতিত শরীর দ্বারা সেবা করছো। সবথেকে বেশী সেবা শিববাবা করছেন আবার তোমাদের দ্বারাও করাচ্ছেন, তাই তোমাদেরও পূজা হয়। বাবার সাথে সবার আগে তোমাদের মহিমা হওয়া উচিত। কেউই তা জানে না। না রুদ্রকে, না শালগ্রামকে জানে, যারা রাজ্য পেয়েছিল। এখন তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করছো। মূল্য রূপে যে থাকে তারই পূজা হয়, তারা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের ডিনায়েস্টি গাওয়া হয়ে থাকে। তারা এই রাজ্য নিশ্চই কারো সহায়তায় প্রাপ্ত করেছিলেন। বাচ্চারা তোমাদের সহায়তায় রাজধানী স্থাপন হয়। খুবই মিষ্টি কথা। নাটশেলে (সংক্ষিপ্ত আকারে) বাবা বোঝাচ্ছেন যাতে তোমরা ধারণও করতে পারো। মূল্য ধারণ করার কথা হলো - আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো।

আত্মারা, তোমাদের মধ্যেও কল্পবৃক্ষ আর সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আছে। নম্বর ওয়ান সবথেকে বেশী পূজ্য শিববাবা হলেন আত্মাদের বাবা, যিনি বসে তোমাদেরকে এইরকম যোগ্য বানাচ্ছেন। আত্মারা, তোমাদের পূজা হয়ে থাকে। তোমরা পূজ্য আর পূজারী কিভাবে হও, সেটা এখন বুঝে গেছো। ভারতবাসীরাই পূজ্য আর পূজারী হয়। এখন সবাই হল পূজারী, আবার পুনরায় পূজ্য হবে। সেখানে আবার কোনও পূজারী ভক্ত থাকবে না। তাদেরকে (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) ভগবতী ভগবান, অবশ্যই ভগবানই বানিয়েছেন। তাহলে এবার বলো ভগবান নিরাকার নাকি সাকার? সাকারে উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাদেরকে এইরকম বানিয়েছেন নিরাকার, এইজন্য নিরাকারের পূজা হয়। বাচ্চারা, এইসব কথা তোমাদের বোঝানো হয়ে থাকে। সবার আগে বাবার প্রতি নিশ্চয় রাখতে হবে। স্পষ্টভাবেই তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা। কেউ বলে - হে ভগবান, হে পরমপিতা, তখন তাকে জিজ্ঞেস করো - এটা কে স্মরণ করছে আর কাকে করছে? একদম পয়েন্টে ধরতে হবে। তোমার কতগুলি বাবা আছে? তুমি কাকে ডাকছো? ভগবান কাকে বলে থাকো? বলবে - গড় ফাদার। তাহলে অবশ্যই দুটি ফাদার আছে। আত্মা গড় ফাদারকে স্মরণ করে। তোমার আত্মাও আছে আর শরীরও আছে। শরীরের তো লৌকিক বাবা আছে। আত্মার বাবা কে? যাঁকে বলছো পরমপিতা পরমাত্মা। এটা কে কাকে ডাকছে? সেই অসীম জগতের বাবার পরিচয় দিতে হবে। তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই বাবাও তাঁকে স্মরণ করে। ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাতে ভিন্ন-ভিন্ন নামও রেখে দিয়েছে। কেউ গড় বলে, কেউ পরমাত্মা, আবার কেউ খুদা বলে ডাকে। সকল ধর্মের আত্মারা এক বাবাকেই স্মরণ করে। তিনি হলেন সকল আত্মার বাবা। উত্তরাধিকার বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা তাঁকে আহ্বান করে থাকো। দুই বাবার পরিচয় দিতে হবে - লৌকিক বাবা আর অসীম জগতের বাবা। ভক্তি মার্গে ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, তাই ভগবান বলছেন - আমি আসি, এসে তোমাদেরকে শান্তি-সুখ প্রদান করি। তারপর আমাকে আর কখনও স্মরণ করার দরকারই থাকবে না। তো পূজ্য-পূজারী, পাবন-পতিত ভারতবাসীই হয়। এছাড়া বাকি যেসব ধর্ম আছে, সেগুলি দ্বাপর যুগ থেকে স্থাপন হয়। তারপর বৃদ্ধি হতে হতে শেষেরদিকে সেই সকল ধর্ম তমোপ্রধান হয়ে যায়। অন্তিম কালে সমস্ত বৃক্ষই এসে যাবে। সেখানে খালি হবে তারপর তো ফিরে যাবে। তো এখন হল পতিত দুনিয়া। গাইতে থাকে পতিত-পাবন...তাহলে অবশ্যই সে হলো পতিত, তাই না। ভারত পাবন ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। শিববাবা অবশ্যই আসেন, কিন্তু কবে আসেন, কিভাবে আসেন - সেটা সবাই ভুলে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ এটা বলবে না যে আমি শরীর ধারণ করে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। এটা তো নিরাকার বাবা বলছেন, আমি এনার দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি, তাহলে তিনি এনার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা নিজেরাই গীতার ভগবান মনে করতে। বাবা বলছেন - আমি সাধারণ বাণপ্রস্তু শরীরে প্রবেশ করি। আমি তোমাদের জন্ম বৃত্তান্ত জানি। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান, পতিত-পাবন, জ্ঞান সাগর বলতে পারো না। যদিও গীতা হাতে নেয় তথাপি এটা বলে যে পতিত-পাবন সকল সীতাদের রাম, রাধার কৃষ্ণ বলে না।

রাম অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা। ত্রেতার রাম বললে তো তার থেকে শ্রেষ্ঠ তো লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাহলে তাদের নাম কেন বলো না? কিন্তু না। এখানে কথা হল পরমাত্মার। হেভেনলি গড় ফাদার নিরাকারকেই বলা হয়। লিবারেটর, গাইড - বাবাকেই বলা হয়। যীশু খ্রিষ্ট খোড়াই কাউকে লিবারেট করবে! অন্য কারোর নাম নিতে পারবে না। বাবাই এসে দুঃখ থেকে লিবারেট করেন। তিনিই আবার গাইড-ও, বলছেন যে - আমি তোমাদেরকে রাস্তা বলে দিই। বাবা এসে তোমাদেরকে নিজের বানিয়েছেন। এটা হল তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম। শিববাবার থেকে তোমাদের শক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমাদের হল সাইলেন্স বল (শক্তি), তাদের হল সায়েন্স বল বা শক্তি। তারা বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে, তাদের সায়েন্স অহংকারী বলা হয়, এই অহংকারের কারণেই বিনাশ হয়। সায়েন্স সুখও অনেক দেয় আবার বিনাশও করে দেয়। তোমাদের তো সেখানে এরোপ্লেন ইত্যাদি সব থাকবে। এখানকার এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তো সেখানেও থাকবে তাই না। এই

সব জিনিস তোমাদের কাজে আসবে। বিদেশে এমনও বাতি আছে, যে বাতি চোখে দেখা যাবে না, কেবল আলোর প্রকাশ দেখা যাবে। সত্যযুগেও এরকম আলোর প্রকাশ থাকবে। এখন এখানে যে বৈভব আছে, এই বৈভব সেখানেও থাকবে। তোমরা সাক্ষাৎকার করেছো। সেখানে তো অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদির কথাই নেই। বাবা এসে তোমাদের সুখ-শান্তির মনোকামনা পূর্ণ করেন।

সাধারণ মানুষ শান্তির জন্য উদ্ধান্ত হতে থাকে, তাদেরকে জিঞ্জিষ করত হবে তোমাদেরকে কে অশান্ত করেছে? এটা তোমরা জানো। অশান্ত - ৫ বিকারই করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, ভুলে গেছে। আত্মা হল শান্ত স্বরূপ। হে আত্মা, তোমরা শান্তি দেশ থেকে এসেছো, এখানে এসে অরগ্যান্স ধারণ করেছো। এখন তোমরা এই অরগ্যান্স থেকে আলাদা হয়ে যাও, ডিটাচড হয়ে যাও। এতে আর কিছু প্রাণায়াম ইত্যাদি করার কথা নেই। কতোদিন গুহার মধ্যে বসবে! আত্মা বলছে আমি এই অরগ্যান্স থেকে ডিটাচড হয়ে যাই কেননা আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখন এই শরীরকে ভুলে যাচ্ছি। এখন বাবা বলছেন তোমরা নিজের স্বর্ধর্ম আর স্বদেশকে স্মরণ করো। বাস্তবে তোমরা হলে সেখানকার অধিবাসী। নিজের ঘরকে স্মরণ করো। কর্ম তো করতেই হবে। কর্ম ছাড়া থাকতে পারবে না। তারা মনে করে আমরা নিজের হাতে রান্না করিনা, এইজন্য কর্ম সন্ধ্যাসী বলে থাকে। কিন্তু কর্মের সন্ধ্যাস তো হতে পারে না। তাদের ধর্মই হল এইরকম। গৃহস্থীদের কাছে তাদের খেতে হয় এইজন্য পুনরায় গৃহস্থীদের কাছে জন্ম নিয়ে নিবৃত্তি মার্গে যেতে হয় কেননা ভারতকে পবিত্র বানাতে হবে। ভারতের মধ্যেই পিওরিটি ছিল। সবকিছু পিওর ছিল। এখন সব পতিত হয়ে গেছে। বাবা বসে এই রহস্য বোঝাচ্ছেন। পুনরায় বলে বাচ্চারা - আর কিছু কোরো'না, কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। ড্রামা সম্পূর্ণ হবে। সতঃ, রজঃ, তমঃ অতিক্রম করে এখন সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেকে এই শরীরের ভ্রুকুটির মাঝে ঝলমল করতে থাকা মণি মনে করতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) নিজের স্বর্ধর্ম আর স্বদেশকে স্মরণ করে শান্তির অনুভব করতে হবে। বুদ্ধিকে উদ্ধান্ত করবে না। এই শরীর থেকে ডিটাচ হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- প্রত্যেককে ভালোবাসা আর শক্তির পালনা দিয়ে ভালোবাসার ভান্ডারে ভরপুর ভব
যে বাচ্চারা সবাইকে যত বাবার ভালোবাসা বিতরণ করতে পারে ততই ভালোবাসার ভান্ডার ভরপুর হতে থাকে। যেন সবসময় বাবার থেকে ভালোবাসার বর্ষণ হচ্ছে, এইরকম অনুভব হবে। এক কদমে ভালোবাসা দাও আর বারে-বারে ভালোবাসা নাও। এইসময় সকলের ভালোবাসা আর শক্তি চাই, তো কাউকে বাবার দ্বারা ভালোবাসা দাও, কাউকে শক্তি... যার দ্বারা তার উৎসাহ - উদ্দীপনা সর্বদা বজায় থাকবে - এটাই হলো বিশেষ আত্মাদের বিশেষ সেবা।

স্নোগানঃ:- যারা মায়ার চাতুর্য থেকে দূরে থাকে, তারাই হল বাবার অতিপ্রিয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বাপদাদার বিশেষ পছন্দের অগ্রাধিকার আর জ্ঞানের ফাউন্ডেশন - পবিত্রতা"

আজ ভালবাসার সাগর বাপদাদা তাঁর ভালোবাসার স্বরূপ বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সকল বাচ্চাদের মনে বাবার ভালোবাসা সমাহিত রয়েছে। ভালোবাসা সব বাচ্চাদেরকে দূর থেকে সমীপে নিয়ে আসে। ভক্ত আত্মা ছিলে, তাই বাবার থেকে কতো দূরে ছিলে। সেইজন্য চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াতে আর এখন এতটা সমীপ হয়ে গেছে যে, এক একজন বাচ্চা নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলে থাকে, আমার বাবা আমার সাথে আছেন। সাথে আছেন নাকি খুঁজতে হয় যে - এদিকে আছেন নাকি ওদিকে আছেন? তো কতখানি সমীপ হয়ে গেছে! কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে পরমাত্মা কোথায় আছেন? তখন কী বলবে? আমার সাথে আছেন। গর্বের সাথে বলবে যে, এখন তো বাবাও আমাকে ছাড়া থাকতে পারেন না। তো এতটাই সমীপ, সাথী হয়ে গেছে। তোমরাও এক সেকেন্ডও বাবাকে ছাড়া থাকতে পারো না। কিন্তু যখন মায়া আসে তখন কে সাথে থাকে? সেই সময় যদি বাবা সাথে থাকেন তবে কি মায়া আসতে পারে? কিন্তু না চাইলেও মাঝে মাঝেই বাচ্চারা বাবার সাথে লুকোচুরি খেলা করে থাকে। বাপদাদা বাচ্চাদের এই খেলাও দেখতে থাকেন যে, বাচ্চারা একদিকে বলছে আমার বাবা, আমার বাবা আর অন্যদিকে দূরেও সরে যাচ্ছে। এখানে যদি এখন এইভাবে দূরে সরে থাকো, তবে তো বাবা তোমাদেরকে দেখতে পাবেন না, তাই না? তো তখন তোমরা মায়ার দিকে চলে যাও। বাবাকে দেখার দৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় আর মায়া কে দেখার দৃষ্টি খুলে যায়। তো লুকোচুরির খেলা কখনো কখনো তোমরা খেলো? তবুও বাবা বাচ্চাদের প্রতি করুণাময় হয়ে মায়ার থেকে কোনো না কোনো ভাবে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সে বেহুঁশ করে দেয় আর বাবা হুঁশ ফিরিয়ে আনেন যে তোমরা হলে আমার। স্মরণের যাদুতে তিনি তোমাদের বন্ধ চোখ খুলে দেন।

বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন যে বাবার প্রতি সকলের ভালোবাসা কত পারসেন্ট? তখন সবাই বলে - ১০০ পারসেন্টের থেকেও বেশী। পদমণ্ডল ভালোবাসা আমাদের। এই কথাই তো বলো তোমরা না? আত্মা যাদের পদমণ্ডলের থেকে কম রয়েছে, কোটি, লাখ, হাজার, শত রয়েছে, তারা হাত তোলো। (কেউ হাত তোলেনি) আত্মা, সবাই তাহলে পাকাপোক্ত! বাপদাদা তাহলে আরেকটা প্রশ্ন করবেন! তখন যেন কথটা বদলে না যায়। আত্মা এটা তো খুবই ভালো খুশীর খবর শোনাতে যে পদমণ্ডল ভালোবাসা রয়েছে।

এখন বাবা জিজ্ঞাসা করছেন যে, ভালোবাসার প্রমাণ কি হয়ে থাকে? (সমান হওয়া) তো সবাই সমান হয়েছে? (না) তাহলে তো পদমণ্ডল থেকে কম হয়ে গেলো! তোমরা সবাই বলবে যে এখন সম্পূর্ণ হতে কিছুটা সময় বাকি আছে, তাই হয়ে যাবে - এই রকম? কিন্তু যাকে ভালোবাসে সে যদি বলে যে তুমি ভালোবাসার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দাও, তো সে তাই দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। বাপদাদা জীবন তো নেন না, কারণ জীবনে থাকবে তারা, তাদেরকে দিয়ে সেবা করাতে হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে বাপদাদার বাচ্চাদেরকে অবাক করে দিতে হয়, অল্প সময়ের জন্য হলেও। সে তো তোমাদেরকে বলে থাকেন যে আশ্চর্য হতে নেই। কিন্তু বাপদাদার অবাক করে দিতে হয়, তাঁকে তাঁর পার্ট প্লে করতে হবে। প্রাণ বিসর্জন করা ছাড়া, কিন্তু ভালোবাসার লক্ষণ হলো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা, সে যা বলবে তা করা। তো বাবা কেবল একটি বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা দেখতে চান। বিষয় তো অনেক আছে, কিন্তু বাবা অনেক বিষয়ে নয়, একটি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হওয়া দেখতে চান। সেটার জন্য তো হাত তুলে থাকে, প্রতিজ্ঞাও করে থাকে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করার পরেও করে যেতে থাকে। সেটা কী? প্রত্যেকে নিজে ভাবে যে, বাবার থেকে বারে বারে দূরে সরে যাওয়ার মূল সংস্কার বা আসল দুর্বলতাটা কি? প্রত্যেকে নিজের মূল দুর্বলতাকে নিজে জানো, তাই না? তো সেই দুর্বলতাটিকে জেনেও সেটাকে সমর্পণ করছে না কেন? ৬৩ জন্মের সাথী বলে? তার প্রতি এত ভালোবাসা?

ভালবাসার অর্থই হলো যাকে ভালবাসি সে যেটা ভালোবাসে সেটাই করা। মনে করো যাকে ভালোবাসো সে একটা কথা বলছে আর তুমি আরেকটা কথা বলছো, তখন কি হয়ে যাবে? তাতে ভালোবাসা বাড়বে নাকি ঝগড়া হবে? সেই সময় ভালোবাসা কি বলবে যে, লাঠি দিয়ে একজন আরেকজন খুব মারপিট করুক? তো বাবার পছন্দ কি? বাপদাদা বলেন, সমান হওয়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। ব্রহ্মা বাবার বিশেষত্ব গুলিকে দেখো আর ব্রহ্মা বাবার সমানই হতে হবে, তাহলে কত বড় লিস্ট রয়েছে? তার জন্যও বাপদাদা বলেন যে, চলো কোনো ব্যাপার নয়। একটি দুটি বিষয় কম থাকলেও কোনও ব্যাপার না। কিন্তু মূল যে ফাউন্ডেশন রয়েছে, যা হলো ব্রহ্মা বাবার জ্ঞানের আধার, সেটা কী? ব্রহ্মা বাবা শিব

বাবার বিশেষ পছন্দের অগ্রাধিকার কোনটি? (পবিত্রতা, অন্তর্মুখীতা, নিশ্চয়বুদ্ধি, সত্যতা-স্বচ্ছতা)। বাস্তবে ফাউন্ডেশন হলো - পবিত্রতা। কিন্তু পবিত্রতার পরিভাষা হলো অত্যন্ত গুট। পবিত্রতা যেখানে থাকবে সেখানে নিশ্চয়, সত্যতা-স্বচ্ছতা, এই সব গুলো চলে আসবে। কিন্তু বাপদাদা দেখেন যে, পবিত্রতার গুট ভাষা, পবিত্রতার গুট রহস্য এখন বুদ্ধিতে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ব্যর্থ সংকল্প চলা বা চালানো, নিজের ভিতরেও চলছে আর অন্যদের মধ্যে চালানোরও নিমিত্ত হচ্ছে। তো ব্যর্থ সংকল্প - এটা কি পবিত্রতা? তাহলে সংকল্পের পবিত্রতার রহস্য সকলের মধ্যে প্র্যাকটিক্যালি আসা উচিত তাই না? এমনিতে দেখা যায় তো, পাঁচটি বিকার, তা সে কাম হোক, মোহ হোক, সবথেকে নম্বর ওয়ান হলো কাম আর লাস্ট হলো মোহ। কিন্তু যে কোনো বিকার যখন চলে আসে, আগে সেটা সংকল্পে আসে। ব্যর্থ সংকল্প ক্রোধও উৎপন্ন করে, তো কাম অর্থাৎ ব্যর্থ দৃষ্টি, কোনো আত্মার প্রতি যদি ব্যর্থ দৃষ্টিও যায়, তবে সেই সময় সেটাকে পবিত্রতা বলে মানা যাবে না। সুতরাং এই ব্যর্থ সংকল্প বাবার কাছে কেন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিচ্ছে না? করে দিতে পারবে? (হ্যাঁ বাবা) হা জী বলা তো খুব সহজ। কিন্তু বাপদাদার কাছে তো সকলের চার্ট থাকে তাই না? এখনও পর্যন্ত পাঁচটি বিকারের ব্যর্থ সংকল্পই মেজরিটির চলে। সেটা যে বিকারই হোক। এই রকম কেন, এটা কি, এই রকম তো হওয়া উচিত না, এই রকম হওয়া উচিত... অথবা একটা কমন কথাই বাপদাদা বলছেন, স্ত্রী আত্মাদের মধ্যে হয় নিজের গুণের, নিজের বিশেষত্বের অহমিকা (অভিমান) চলে আসে, আর না হলে যত যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই নিজের কোনো একটি ব্যাপারে ঘাটতি দেখে, দুর্বলতা নিজের পুরুষার্থের নয়, বরং নাম, মান, মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা, আমার মতামতকে গুরুত্ব কেন দেওয়া হলো না, আমাকে আগে রাখা হলো না, সেন্টার ইন-চার্জ করা হলো না, সেবার ক্ষেত্রে, বিশেষ পার্ট দেওয়া হলো না - এই সব দুর্বলতা গুলি, এই সব ব্যর্থ সংকল্পও বিশেষ স্ত্রী আত্মাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর আজকাল এই দুটোই হলো ব্যর্থ সংকল্পের আধার। তো আজকে যখন সেবাতে যাবে, তখন একদিনের দিনচর্যাকে নোট করবে আর চেক করবে যে, একদিনে এই দুটি বিষয়ে, সেটা অহমিকাই হোক কিম্বা অন্য শব্দে বললে অপমান - আমাকে কম কেন দেওয়া হলো, আমারও এই পদ পাওয়া উচিত ছিল, আমাকেও আগে রাখতে হতো, তো এগুলিকে তোমরা অপমান বলেই তো মনে করো তাই না - তো এই দুটি কথা অভিমান (অহমিকা) আর অপমান - এই দুটিই হলো বর্তমানে ব্যর্থ সংকল্পের কারণ। এই দুটিকেই যদি সমর্পণ করে দাও তবে বাবার সমান হওয়া খুব কঠিন নয়। তো সমর্পণ করার শক্তি আছে তোমাদের? আচ্ছা, কতটা সময়ের মধ্যে? এখন এটা হলো নভেম্বর না! নতুন বছর আসছে, তো দুই মাস এখনও বাকি রয়েছে। নতুন বছরে এমনিতেও নতুন খাতা রাখা হয়ে থাকে, তো প্রত্যেকে তা সে টিচার হোক, বিদ্যার্থী হোক, মহারথী হোক কিম্বা পেয়াদা। এই রকম নয় যে এটা তো কেবল মহারথীদের জন্য, আমরা তো জুনিয়ার! রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার সময় কেউ তো বলবে না যে, আমি তো ছোট, সেই সময় তো বলবে যে, সেকেন্ড নারায়ণ আমাকেই বানিয়ে দাও। সুতরাং প্রত্যেকের কেবল দুটি শব্দে নিজের সমাচার দিতে হবে আর সেই পোস্টের উপরে বিশেষ করে লিখে দিতে হবে - "অবস্থার পোতামেন"। তো সেই পোস্ট বিশেষ ভাবে আলাদা হয়ে যাবে। আর ভিতরে লিখতে হবে যে, ব্যর্থ সংকল্প কত পার্সেন্ট সমর্পিত হয়েছে? ৫০ পার্সেন্ট নাকি ১০০ পার্সেন্ট সমর্পিত হয়েছে? কেবল এক লাইন লিখতে হবে, বেশী লম্বা চওড়া লিখতে হবে না। যে বেশী লম্বা চওড়া লিখবে তার পত্র আগেই ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। তাহলে তৈরী তোমরা? জোরে বলো - হ্যাঁ বাবা কিম্বা না বাবা? যারা মনে করো যে এতে সাহসের প্রয়োজন, টাইমও চাই, তারা এখনই হাত তুলে দাও, তাদেরকে আগেই বাদ দিয়ে রাখা হলো। কেউ এই রকম আছে নাকি পরে লিখবে যে, চেষ্টা তো অনেক করলাম কিন্তু হলো না। এই রকম লিখবে না তো? পাক্সা তো? আচ্ছা।

বাপদাদা দেখেছেন যে, ভালোবাসা তোমাদেরকে তো মধুবন পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই রকম ভালোবাসা নিয়ে কোথায় পৌঁছাতে হবে? বাবার সমান হতে হবে না? তো যেমন তোমরা মধুবনে ছুটতে ছুটতে চলে আসো না যে আমার নাম অবশ্যই লিখবে, আমার নাম অবশ্যই লিখবে? আর নাম না নিলে তখন টিচারকে একটু চোখও রাঙাও। তো যেমন মধুবনের জন্য ভালোবাসার টানে ছুটতে থাকো, চলে আসো, ঠিক সেইরকম পুরুষার্থও করো যে, আমার নাম বাবার সমান হওয়াতে যেন প্রথম স্থানে হয়। তো এই পবিত্রতার ফাউন্ডেশনকে পাকাপোক্ত করো। ব্রহ্মা বাবা পবিত্রতার কারণে, এই এক নতুনত্বের কারণে গালিও শুনেছেন। তো পবিত্রতা হলো ফাউন্ডেশন আর ফাউন্ডেশনের ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করা, এটা তো একটা কমন ব্যাপার। কিন্তু এখন তোমরা এগিয়ে চলেছে, তোমাদের শৈশবের স্টেজ নেই, এখন তো বাণপ্রস্থ স্থিতিতে যেতে হবে। আমি ব্রহ্মচারী তো থাকি, পবিত্রতা তো আছেই, কেবল এতেই খুশী হয়ে যেও না। এমনিতে এখন দৃষ্টি - বৃত্তিতে পবিত্রতাকে আরও বেশী করে আন্ডারলাইন করো। কিন্তু মূল ফাউন্ডেশন হলো নিজের সংকল্পকে শুদ্ধ বানাও, জ্ঞান স্বরূপ বানাও, শক্তি স্বরূপ বানাও। সংকল্পের মধ্যে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। কি করবো, করতে পারছি না, কি জানি কি হয়ে গেলো... এটা কি তবে পবিত্রতার শক্তি হলো? পবিত্র আত্মা বলবে - কি করবো, হয়ে গেছে, হয়ে যায়, চাই তো না কিন্তু...? এ কোন আত্মা? পবিত্র আত্মা বলে নাকি দুর্বল আত্মা বলে? ত্রিকালদর্শী আত্মা তোমরা। যখন কেন, কি বলে

থাকো, তো বাপদাদা বলেন, এদেরকে জিজ্ঞাসুদের সামনে নিয়ে যাও, তাদেরকে তোমরা চিত্র দেখিয়ে বুঝিয়ে থাকো যে, ৮৪ জন্মকে আমরা জানি। তাদেরকে বোঝাচ্ছে ৮৪ জন্ম আর নিজে করছো, এখন কি, কেন? যখন তোমরা জানো, তাহলে যে জানবে, সে কে, কেন বলবে কি? তারা জানে যে, এটা এইজন্য হয়। কি এর উত্তর আপনা থেকেই তার বুদ্ধির মধ্যে চলে আসবে যে, মায়ার প্রভাবের কারণে পরবশ। মহারথী হোক কিম্বা পেয়াদা। মহারথীদেরও যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে সেই ভুল এর সময় তো সে মহারথী নয়, পরবশ। বুঝেছো, নতুন বছরে কি করতে হবে? ব্যর্থের সমাপ্তির নতুন খাতা। ঠিক আছে? পাক্কা? নাকি কোনো না কোনো কারণের কথা বলবে? যদি কোনো কারণ এসে থাকে তবে কোনও নতুন প্ল্যান বলে দেওয়া হবে। এখন বলবো না। এখন বলে দিলে তবে তো তোমরা কোনো রীজন (কারণ) বের করে ফেলবে। কারণ নয় নিবারণ। সমস্যা স্বরূপ নয়, সমাধান স্বরূপ।

এখন প্রকৃতিও (তত্ত্ব) ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতিরও সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। তো প্রকৃতিও তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতিপতি আত্মাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, এখন তাড়াতাড়ি করো। আর দেরী করো না। আচ্ছা!

বাপদাদাকেও এই তনকে চালনা করতে হয়। চলবে কি চলবে না, কিন্তু চালাতে তো হয়। কেননা বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা রয়েছে। তো এতখানি প্রিয় আত্মারা আসবে আর বাবা রুহরিহান (আন্তরিক বার্তালাপ) করবেন না তা কি করে হয়! তাই জোর করেই চালনা করতে হয়। আচ্ছা, সকলে খুশী তো? বাবার সাথে মিলিত হতে পেরেছো - সন্তুষ্ট তো না?

চতুর্দিকের পদমণ্ডল প্রেম স্বরূপ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে নির্বিকল্প বানানো বিশেষ আত্মাদেরকে, সর্বদা বাবা আর নির্বিল্ল সেবার প্রতি একাগ্র চিতে মগ্ন থাকা আত্মাদেরকে, সর্বদা বাবার স্নেহে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হওয়া সকল আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

আচ্ছা! সবাই খুশী? কেউ মনঃক্ষুব্ধ হওনি তো যে - বাবার সাথে মিলিত হতে পারলাম না? রাজকে (রহস্য /secret) যে জানবে সে কখনো নারাজ বা মনঃক্ষুব্ধ হবে না।

দাদীদের সাথে : - দেখুন আপনাদের অর্থাৎ আদি রত্নদের প্রতি সকলের ভালোবাসার সাথে সাথে শুদ্ধ মোহ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। সকলেই দেখছে আদি রত্ন রয়েছেন যখন তাহলে সব ঠিক আছে। তো আপনাদের প্রতি সকলের শুদ্ধ মোহ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। বাপদাদা এনাদের (চন্দ্রমণি দাদী, রতনমোহিনী দাদী) প্রতিও অত্যন্ত খুশী। জ্ঞান সরোবরের দায়িত্বও আপনারা সামলেছেন। দায়িত্ব কোথায়, সে হলো খেলা। ভারী ভাব ছিল কি? খেলা তো হাল্কা হয়ে থাকে না? তো দায়িত্ব কোথায়, এ হলো খেলা। তো বাপদাদা খুশী যে সময় মতো সহযোগী হয়েছেন এবং আদি থেকে সহযোগী হয়েছেন। আদি থেকে 'আপ্তে বাবা' (হা জী) করে এসেছেন - এটাই হলো সাকার বাবার আপনাদের সকলকে বিশেষ বরদান। ব্রহ্মা বাবার 'না' শব্দ কখনো ভালো লাগতো না। এ'কথা তো আপনারা জানেন, অনুভব রয়েছে আপনাদের।

ঈশু দাদীর প্রতি : - ইনি আদি থেকে এখনও পর্যন্ত খুব সুন্দর পাট প্লে করেছেন। আর আপনার (দাদী প্রকাশমণিকে) তো বিশেষ সহযোগী ইনি। যে কোনো বিষয়ে অন্যদের কথা মন দিয়ে শোনার ব্যাপারে এবং বোঝার ব্যাপারে খুব ভালো। কারণ তিনি যথেষ্ট পরিপক্ব (mature)। এই পরিপক্বতার গুণ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। মনে করো কোনো কথা প্রকাশ করে দিলে, ভাবলে যে ভালোই করেছে। বলে দেওয়ার ফলে অর্ধেক লাভ চলে যায়। অর্ধেক লাভ চলে গেলো, অর্ধেক লাভ কেবল জমা হলো। আর যে গম্ভীর বা পরিপক্ব হবে, তার সম্পূর্ণতাটাই জমা হবে। বলা হয়ে থাকে না - দেখো জগদম্বা গম্ভীর (mature) ছিলেন, তোমাদের সাথে হয়তো স্থূল সেবা কম করেছিলেন, তোমরা অনেক বেশী সেবা করছো, কিন্তু এই গম্ভীরতার গুণ থাকার কারণে মাশ্কার ফুল খাতা জমা হয়েছিল। কাট হয়ে যায়নি। অনেকে অনেক বেশী করে থাকে, ফলে তাদের লাভের থেকে অর্ধেক বা পৌনেই কাট হয়ে যায়। যখন তোমরা এই রকম করো, কোনো ব্যাপার হলো তো পুরোটা কাট হয়ে গেলো আর যদি অল্পও হয় তবে এক তৃতীয়াংশই কাট হয়ে যায়। সেই রকমই তুমি যদি তোমার কথা অর্ধেক বর্ণন করে দাও তবে অর্ধেক কাট হয়ে যাবে। তাহলে কতটুকু বাঁচলো? তো জগদম্বার এই বিশেষত্বের দ্বারাই - জমার খাতা বেশী ছিল। তিনি ছিলেন গম্ভীরতার (maturity) দেবী। সেই রকমই বাকি সকলকেই হতে হবে। সে যারা মধুবনেই থাকো, সেবা কেন্দ্রেই থাকো না কেন, বাপদাদা সকলকেই বলছেন যে, গম্ভীরতার দ্বারা নিজের মার্জ একত্র করো, বর্ণনা করলে জমা হয় না, খরচ হয়ে যায়, সে তুমি ভালো কথাই বর্ণনা করো কিম্বা খারাপ কথা। আচ্ছা যখন ভালো কথা বর্ণনা করছো তখন সেটা হলো নিজের অহংকার আর যদি খারাপ কিছু বর্ণনা করছো,

কার অপমান করাচ্ছো? তো প্রত্যেককে দেখে যেন গম্ভীরতার দেবী আর গম্ভীরতার দেবতা বলে মনে হয়। এখন গম্ভীরতার (to remain Mature) অত্যন্ত বেশী আবশ্যিকতা রয়েছে। এখন কথা বলার অভ্যাস অত্যধিক হয়ে গেছে। কারণ এখন তোমরা ভাষণ করে থাকো, ফলে যা মুখে আসে বলতেই থাকো। কিন্তু প্রভাব যতখানি গম্ভীরতার পড়ে ততখানি বাণীর প্রভাব পড়ে না। আচ্ছা।

বরদান:- আত্মিক (রুহানী) গোলাপ হয়ে চতুর্দিকে আত্মিক গুণের (রুহানিয়ত) সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়া আকর্ষণ মূর্তি ভব

সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমরা হলাম ভগবানের বাগানের আত্মিক গোলাপ। আত্মিক বা রুহানী গোলাপ অর্থাৎ যে কখনোই তার আত্মিক গুণকে দূরে সরিয়ে রাখে না। ফুলের মধ্যে যেমন সুগন্ধ মিশে থাকে, সেই রকম তোমাদের সকলের আত্মিক গুণের সৌরভ যেন আপনিই থাকে যাতে অটোমেটিক্যালি তা চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে পারে আর সকলকে তোমাদের দিকে আকৃষ্ট করাতে থাকে। এখন তোমরা এই রকম সুরভিত বা আকর্ষণ মূর্তি হয়ে ওঠো বলেই তোমাদের স্মরণিক মন্দিরেও তখন ধূপকাঠি, ধূনো ইত্যাদির দ্বারা সুগন্ধিত করা হয়।

স্নোগান:- পরোপকারী সে, যে স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করবার নিমিত্ত হয়।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ টা পর্যন্ত বিশেষ যোগের অনুভব করুন যে, বাপদাদার ললাট থেকে শক্তিশালী কিরণ নির্গত হয়ে আমার ক্রকুটির উপরে পড়ছে আর সেই কিরণ আমার মধ্যকার সংস্কার গুলির পরিবর্তন করে বিশ্ব সংসারকে পরিবর্তনের কার্য করছে। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়া এখন মাটিতে মিশে ধুলোয়(অকেজো) পরিণত হয়ে যাবে, সেইজন্য এই ধুলোয় মিশে যাওয়া দুনিয়ার থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ বের করে দাও"

*প্রশ্নঃ - মানুষের কোন্ চাওয়া (আশা) একমাত্র বাবাই পূর্ণ করতে পারেন?

*উত্তরঃ - মানুষ চায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু অশান্ত কে করেছে, তা জানে না। তোমরা ওদেরকে বলে থাকো যে ৫ বিকারই তোমাদের অশান্ত করেছে। ভারতে যখন পবিত্রতা ছিল তখন শান্তি ছিল। এখন বাবা পুনরায় পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ স্থাপন করে থাকেন, যেখানে সুখ-শান্তি সবই থাকবে। মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বাবা ব্যতীত কেউই বলতে পারেনা।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে.....

ওম্ শান্তি । এ কার সৎসঙ্গ ? মানুষ সৎসঙ্গে যখন যায় তখন কোনো না কোনো সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিরা গদিতে বসে শাস্ত্র ইত্যাদি শুনিয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে এইম অবজেক্ট কিছুই থাকে না। সৎসঙ্গ থেকে প্রাপ্তি কি, তা কারোর জানা নেই। এমনও নয় যে কেবল গুরুর ফলোয়ারসরাই ওনার কাছে আসে। না, যে চায় সে-ই গিয়ে বসে পড়ে, ফলোয়ারস হোক বা যে কেউই হোক, যেকোনো ধর্মেরই হোক। মনে করে অমুক মহাত্মা এসেছে, তৎক্ষণাৎ দৌড়ে যায়। একে বলা হয়ে থাকে সৎসঙ্গ। মহাত্মা ইত্যাদিরা কোনো না কোনো বেদ-শাস্ত্রের কথা বুঝিয়ে থাকে। বাস্তবে সত্য পরমাত্মা তো হলেনই অদ্বিতীয়। বাকি হলো মানুষের সঙ্গে। সত্য পরমাত্মাই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শুনিয়ে থাকেন। সত্যনারায়ণের কথা হয়ে থাকে পূর্ণিমার দিন। এখন তোমরা জেনেছো যে সত্যিকারের পূর্ণিমা হলো এটা যখন রাত থেকে দিন হয়। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে থাকো। বাস্তবে জ্ঞান সূর্যের কখনো গ্রহণ লাগতে পারে না। গ্রহণ তো এই সূর্য-চাঁদ ইত্যাদির লাগে, যা পৃথিবীকে আলো দেয়। জ্ঞান-সূর্য হলেনই সকলকে আলোক প্রদানকারী। ওঁনার মহিমা গাওয়া হয়, জ্ঞান-সূর্য প্রকট হয়েছে..... এখানে তো তোমরা সকল বাচ্চারা বসে রয়েছে। বাইরের মানুষকে অ্যালাউ (অনুমতি) করা হয় না। তারা তো কিছুই বুঝবে না। বাবা বলেন -- বাচ্চারা আমি তোমাদের সম্মুখেই আসি, এসে পাপ আত্মাদের পুণ্য আত্মায় পরিণত করি। মন্দিরে বসবাসের উপযুক্ত করে তুলি। ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া, শিবালয়। শিব স্বর্গের রচনা করেন, তাতে কারা থাকেন ? দেবী-দেবতারা। যাঁদের চিত্র মন্দিরে রাখা হয়। তোমরা জানো যে ৫ হাজার বছর পূর্বে এই দেবী-দেবতারা ভারতে থাকতেন, স্বর্গের রাজত্ব করতেন। কখন রাজত্ব করেছেন, কিভাবে রাজ্য পেয়েছেন -- তা দুনিয়া জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো -- ওটা নতুন দুনিয়া ছিল, এ হলো পুরোনো দুনিয়া। ভারতবাসীরা বলে -- নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত হোক, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি রাজ্য হোক। আত্মার বুদ্ধিতে আসে -- এখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু এই বেচারাদের জানা নেই যে এই অলমাইটি অথরিটি রাজ্য কবে আর কে স্থাপন করেছিল ? কোনো সময় তো অবশ্যই ছিল। তোমরা জানো যে ভারত সোনার পাখি ছিল। এখন তোমরা কার সঙ্গে বসে রয়েছে ? কোন্ মহাত্মা এসেছেন ? শ্রীকৃষ্ণ তো বলবে না যে ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে, তোমরা জানো সমগ্র এই দুনিয়া মাটিতে মিশে ধুলোয় পরিণত হবে। মানুষ শান্তি চায়, কিন্তু শান্তি কে স্থাপন করতে পারে? প্রথমে তো জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমাদের অশান্ত কে করেছে? কিছুই বলতে পারেনা যে এই পাঁচ বিকারই অশান্ত করেছে। ভারতে তখনই শান্তি ছিল যখন পবিত্রতা ছিল। পবিত্র প্রবৃত্তি মাগেই মানুষ অত্যন্ত সুখী ছিল। এখন অপবিত্র পতিত প্রবৃত্তিমার্গ হয়ে গেছে। নিদর্শন রয়েছে -- মন্দিরে দেবতাদের মহিমা করে, আমরা হলাম নীচ, পাপী, নিগুণী, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ গায়নও করে কিন্তু জানে না। যখন বাবা আসেন তখন বাচ্চাদের উপর মেহনত করেন। বাবা আসেনই বাচ্চাদের কাছে। এখানে কোনো সাধু-সন্তাদি বসে নেই। এরা তো হলো দেহধারী। তোমাদের নজর উপরে রয়েছে। আমরা শিববাবার থেকে শুনি। কোনো দেহধারীর দিকে দৃষ্টি নেই। কৃষ্ণ হলো দেহধারী সন্তান, গর্ভ থেকে জন্ম নেয়। প্রত্যেক আত্মার নিজের দেহ রয়েছে। শিববাবার নিজের দেহ নেই। নাম তো দেহের উপরেই হয়ে থাকে। আত্মার নাম তো হলো আত্মাই। বলাও হয়ে থাকে মহান আত্মা, পাপ আত্মা। পাপ পরমাত্মা তো কখনও বলা হয় না। তাহলে নিজেকে পরমাত্মা কিভাবে বলতে পারে ? পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন অদ্বিতীয়। তিনি হলেন সুপ্রিম পিতা, তিনি পরমধামে থাকেন। তোমরা বলো পরম আত্মা, সুপ্রিম, তিনি হলেন নিরাকার। এ'সব মিলিয়েই নাম হয়েছে -- পরমাত্মা। ওঁনাকেই সকলে স্মরণ করে থাকে। নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু, বুদ্ধি উপরে চলে যায় পরমপিতার দিকে। যেমন সমস্ত রহস্য বলে দেন সেই পরমপিতা পরমাত্মাই। নির্বাণধামকে মুক্তিধাম বলা হয়ে থাকে। যে-যে আত্মারা প্রথমে

আসে তারা থাকে জীবনমুক্তিতে, পরে আবার জীবন মুক্তি থেকে জীবনবন্ধে আসে। বাচ্চারা জানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকেই সত্যযুগে। যখন এক রাজ্য থাকে। তাকেই অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়ে থাকে। তারপর দ্বৈত রাজ্য অর্থাৎ শয়তানের রাজ্য হয়। প্রথমে তো এক ধর্ম ছিল, এখন তো রয়েছে অসংখ্য ধর্ম। পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে বাচ্চারা এই সমগ্র সৃষ্টি চক্রকে ভালভাবে জেনে থাকে। আর কোথাও এইম অবজেক্ট নেই।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এই বৃক্ষের বীজরূপ পরমাত্মা উপরে থাকেন। সর্বপ্রথমে সত্যযুগের রচনা হয়। তারপর সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হয়। সমগ্র সৃষ্টিকে পুরোনো, তমোপ্রধান হতেই হবে। এখন তোমরা পুরোনো দুনিয়ায় রয়েছো। নতুন তো বলবে না। নতুন সৃষ্টি তো সত্যযুগে ছিল, কলিযুগকে পুরোনো সৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। পুরোনো হতেও সময় লাগে। ভারতে আজকাল সকলেই চায় যে নতুন দুনিয়া হোক, তাতে নতুন ভারত হোক। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হোক। দেবী-দেবতাদের রাজ্য অলমাইটি অথরিটিই (সর্বময় কর্তাই) স্থাপন করেছিলেন। সেইসময় দ্বিতীয় কোনো রাজ্য থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ অলমাইটি অথরিটি অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর... এই মহিমা একমাত্র পরমাত্মারই হয়ে থাকে। উত্তরাধিকারও তোমাদের ঔঁনার থেকেই প্রাপ্ত হয়। বাবা স্বয়ং বলেন যে আমি প্রতিকল্পে আসি, এসে এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। পুনরায় অর্ধেক কল্প পরে তোমরা সেই রাজ্য-ভাগ্য হারিয়ে ফেলো, মায়ার কাছে পরাজিত হও। মনের কাছে হেরে যাওয়ার কথা নয়। মন তো সম্পূর্ণরূপে অশ্ব হয়ে যায়, মায়ার মনকে উড়িয়ে দেয়। মায়ার বলে -- বাহ ! আমাদের সেনা থেকে কেউ ওখানে কিভাবে যেতে পারে? ভালো ভালো মহারথীদেরও জয় করে নেয়। তোমাদের হলো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। এছাড়া এ কোনো স্থূল অস্ত্রশস্ত্রের লড়াইয়ের কথা নয়। এ হলো মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার লড়াই। এছাড়া ওই লড়াই(স্থূল) তো হয়েই আসছে। প্রথমে তলোয়ারের ছিল, তারপর বন্দুক বেরোলো, এখন তো বোমা বেরিয়েছে।

বাচ্চারা, সেইজন্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। আর কোনো সংসঙ্গে এরকম বলবে না যে আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এখন আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি, এখন পুনরায় পবিত্র হতে চলেছে। তোমরাও নয়নহীন ছিলে, এই চোখের (স্থূল) কথা নয়। এ হলো জ্ঞানের দিব্যনেত্রের কথা। আত্মা তো নিজের বাবাকে ভুলে গেছে। সন্ন্যাসীরা তো আত্মাই পরমাত্মা বলে দেয়। বাবা-ই এসে তৃতীয় নেত্র খোলেন। ওরা আবার দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখায়, যেমনভাবে বিষ্ণুর অলংকার দেখিয়েছে তেমনভাবেই দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওনাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তো খোলে না। সত্যযুগে যদি এই জ্ঞান থাকতো যে আমরা এইভাবে পতনে যাব, তারপর আমরা নরকবাসী হয়ে যাব তাহলে রাজ্য-ভাগ্যের খুশিই চলে যেতো। এই নলেজ এখনই থাকে। তোমরা অর্থাৎ মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া আদরের বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার কাছে ৫ হাজার বছর পর এসেছি পুনরায় নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য নিতে। পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে আমাদের আসতে হবে। আমরা হলাম অলরাউন্ড অ্যাক্টর্স। আমরাই দেবতা হয়েছিলাম, আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছিলাম, এখন আমরাই পুনরায় ব্রাহ্মণ হতে চলেছি। এই জ্ঞান কারোর নেই। গীতা পাঠশালা মানে ভগবানের পাঠশালা। এ হলো ভগবানুবাচ। ওরা আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তারপর শ্রীকৃষ্ণের উপর কত কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে, বলে যে ঔঁনার এতগুলি সন্তান ছিল, এতগুলি রানীকে চুরি করেছেন। এখানে তো তোমরা সকলেই নিজে থেকেই পালিয়ে এসেছো, কেউ ভাগিয়ে নিয়ে আসেনি। গভর্নমেন্টের রাজত্ব যদি কেউ কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে আসে তাহলেও কেস করা হয়। এদের বিষয় হলো আশ্চর্যের, কত বাচ্চা এসেছে, ভাঙি হতো। বৃদ্ধ, যুবক, বাচ্চা - সব ভ্যারাইটিই পালিয়ে চলে এসেছে। কোথাও বৃক্ষের পর বৃক্ষও চলে এসেছে। তাহলে এখানকার কথা শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্ত করে উল্টোপাল্টা লিখে দিয়েছে। সংবাদপত্রেও অত্যন্ত ধুমধাম (করে লেখা) হয়েছে। আমেরিকার সংবাদপত্রেও লেখা হয়েছে যে কলকাতার একজন জহরৎ-ব্যবসায়ী বলে যে আমার ১৬১০৮ জন রানী চাই, এখন ৪০০ জনকে পাওয়া গেছে। তাহলে এ'সব হলো খেলা। নাথিং নিউ (কিছুই নতুন নয়)। কল্প পরেও পুনরায় এমন হবে। এভাবেই তোমাদের ভাঙি হবে। তোমরা দেখছো যে কিভাবে স্থাপনা হয়। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে চলেছো। জীবন মুক্তিদাতাকে আপন করে নিলে সেকেন্ডে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার দাবীদার হয়ে যাও। জনকেরও সেকেন্ডে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তারা বলেও থাকে -- আমাদের জনকের মতন জ্ঞান প্রদান করো। জনক তো ত্রেতায় রাজত্ব পেয়েছিল।

প্রথম-প্রথম বাবা বুঝিয়েছিলেন -- বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমাদের সামনে কে বসে রয়েছেন? শিবের মন্দিরের সামনে ষাড় রেখে দেওয়া হয়েছে। ষাড়ের উপরে মানুষ বসবে, নিরাকার শিব কিভাবে বসবেন? তাই আবার শঙ্করকে বসিয়ে দিয়েছে। কিছুই বোঝে না। গানেও শোনা গেছে যে নয়নহীনকে পথ দেখাও... সকলেই হলো

বুদ্ধিহীন অন্ধ। এ হলো প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য। পূর্বে রাজ্য রাজা চালাতো। কেউ কড়া বিকর্ম করলে তখন রাজা রায় দিত। এখন তো হলো প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য। একে-অপরের জাজ। বিস্ময়কর, তাই না ! এ হলো অসীম জগতের নাটক। তা তোমরা জানো, আর কেউই বলতে পারেনা। উকুনের মতন (ধীর গতিতে) এই ড্রামা চলতেই থাকে। টিক্ টিক্ হতে থাকে। দুনিয়ার চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেউ জানে না। মানুষ বলে থাকে যে পাতাও ঈশ্বরের আদেশে চলে। কিন্তু এ হলো ড্রামা। মাছি এখান থেকে চলে গেল আবার কল্প-পরে তা রিপোর্ট হবে। ড্রামাকে বুঝতে হবে। মানুষই বুঝবে। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (বিশ্বের সর্বময় কর্তা)। তিনি বলেন - আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছি। আমি স্বয়ং এসে পতিতকে পবিত্র করে তুলি। এখন তোমরা বাবার থেকে শক্তি নাও মায়ার উপরে বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য। মায়ারূপী শত্রু তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে, না হেল্‌থ আছে, না ওয়েল্‌থ আছে। এখন তোমরা বোঝো যে আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। ওখানে তো হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ, হ্যাপিনেস সব থাকবে।

পরমাত্মাকেই বলা হয় যে এসে পথ বলে দাও, কৃপা করো, এসে মুক্তি-জীবনমুক্তি দাও। আত্মাই আহ্বান করে - ও বাবা! এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে স্বর্গে সুখী করে দাও। গাওয়াও হয়ে থাকে - দুঃখ-হরণকারী, সুখ-প্রদানকারী। তারপর ওঁনাকে স্বর্গে স্মরণ করার দরকারই থাকে না। সমস্ত বাচ্চাদের সুখী করে দেন। পূর্বে ৬০ বছর বয়সে বাচ্চাদের রাজ্য-ভাগ্য (রাজ্য দিয়ে) দিয়ে নিজে বাণপ্রস্থে চলে যেতো। তাই অসীম জগতের বাবাও বলেন -- আমি জানি তোমাদের সকলকে মায়া অত্যন্ত দুঃখী করেছে, তাই এখন নিয়ে যেতে এসেছি। নির্বাণধাম বা বাণপ্রস্থ হলো একই কথা। বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্বের স্থান, সুইট সাইলেন্স হোম। তারপর যাবে নিজের সুইট রাজধানীতে। এখন তো হলো দুঃখধাম। তোমরা বলো যে আমরা স্বদর্শন চক্রধারী হই আর বানাতেও থাকি। সম্পূর্ণ তো শেষেই হবে। বলে হয়ে থাকে স্বদর্শন চক্রধারী হলো বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ। এ'টা কিভাবে হতে পারে? এ'কথা তো তোমরাই বুঝতে পারো। স্বদর্শন চক্রধারীদের নেশা থাকা উচিত -- শিববাবা আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে দেন। আমরা শেষে গিয়ে সম্পূর্ণ হবে, সেইজন্য অলংকার দেবতাদের দিয়ে দিওয়া হয়েছে। কারণ তোমরা এখনো সম্পূর্ণ হওনি। অলংকার তোমাদের কাছে শোভাই পাবে না। দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ, সেইজন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অসীম জগতের ড্রামার রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে নাথিং-নিউ (কিছুই নতুন নয়) এর পাঠকে পাকা করতে হবে। বাণীর উর্ধ্ব থেকে বাণপ্রস্থ অবস্থায় যেতে হবে।

২) মায়ারূপী শত্রুর উপরে বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞান-নেত্রহীন আত্মাদের জ্ঞানের নেত্র দান করতে হবে।

বরদানঃ:- মনকে অ-মন বা দমন না করে সু-মন(সকারাত্মক/সুন্দর-মন) গঠনকারী দূরদর্শী ভব ভক্তিতে ভক্তেরা কত পরিশ্রম করে, প্রাণায়াম করে থাকে, মনকে নকারাত্মক করে তোলে। তোমরা সকলে মনকে কেবল অদ্বিতীয় বাবার দিকে নিবেশ করেছো, বিজি(ব্যস্ত) করে দিয়েছো, ব্যস্ত। মনকে দমন করোনি, সু-মন করে দিয়েছো। এখন তোমাদের মন শ্রেষ্ঠ সংকল্প করে সেইজন্য এ হলো সু-মন, মনের এদিক-ওদিক বিচরণ করা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিকানা পেয়ে গেছে। আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি কালকেই জেনে গেছো তাই দূরদর্শী, বিশাল বুদ্ধি হয়ে গেছো সেইজন্য মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে গেছো।

স্নোগানঃ:- যারা সদা খুশীর পুষ্টিকর পথ্য খায়, তারা সর্বদা সুস্থ এবং হাসিখুশী থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন কলিযুগের জলসামুদ্রে (মেহফিলে), এই জলসামুদ্র (মেহফিল/সমাবেশ) অনেক বড়, এই মেহফিলে তোমরা বহি পতঙ্গরা বহিঃশিখার কাছে উৎসর্গ হয়ে পবিত্র হয়ে ওঠো"

- *প্রশ্ন:- এখনও যদি বাচ্চাদের পুরুষার্থ পিপড়ের মতো (চিটি মার্গের/ধীর গতির) হয়ে থাকে তবে তার কারণ কী?
- *উত্তর:- কিছু বাচ্চার রাগ অভিমান করার অভ্যাস থাকে, বাবার উপর রাগ করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, তখন মায়া নাক-কান টেনে ধরে, সেইজন্যই পুরুষার্থে অগ্রগতি নেই। পিপড়ের মার্গের মতোই থেকে যায় (ধীর গতিতে এগিয়ে যাওয়া)। বাচ্চাদের মুরলীধর হওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত। মুরলী শুনে অন্যদেরও শোনাতে হবে। রেজাল্ট দেখাতে হবে। যে বাচ্চারা মুরলী মিস করে এবং এই পড়াশোনার মূল্য দেয় না, তারা কখনও ভাগ্যবান হতে পারে না।
- *গীত:- জলসামুদ্রে স্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা/পিপীলিকার পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা

ওম্ শান্তি । পরমপিতা পরমাত্মাকে বহিঃশিখাও বলা হয়। অনেক নাম রাখার জন্য মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আত্মাও জ্যোতি স্বরূপ। এখন তোমরা জাগ্রত জ্যোতি হয়ে উঠছো। বহিঃশিখা এসেছেন। এই মেহফিল বা জলসামুদ্র বিশাল বড়। কেউ তো এসে বাবার হয়ে যায়। বাবার হয়ে জীবিতাবস্থায় আত্ম বলিদান দেয় (সমর্পণ)। দেহ-অভিমান ত্যাগ করা অর্থাৎ যে মৃত তার কাছে এই দুনিয়াও মৃত হয়ে যায়। তুমি কে ? আত্মা। আত্মা শরীর ত্যাগ করে। তখন তার কাছে সম্পূর্ণ দুনিয়াই মৃত হয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন - নিজেকে আত্মা মনে কর। আমরা তো এখন বাবার হয়েছি। দেহ বোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে। মানুষ মরে গেলে দেহ সহ সবকিছু ভুলে যায়। শরীর ত্যাগ করার সাথেই সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তোমরা শরীরে থেকেও অশরীরী হয়ে থাকো কেননা তোমাদের সম্পর্ক এখন বাবার সাথে হয়ে গেছে। তোমাদের রাজযোগ শেখানোর জন্য বাবাও শরীর ধারণ করেছেন (লোন নিয়েছেন)। জলসায় এসেছেন। তোমাদের মধ্যেও কেউ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ জানে, কেউ অর্ধেক জানে, কেউ তো আছে কিছুই জানে না। বাবা বলেন আমি এই রচনার (ব্রহ্মা) মধ্যে এসেছি। এই বিষয়ে তো মানুষই বুঝবে। ভারতবাসীরা শিব জয়ন্তীর কথা জানে। শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, সমস্ত আত্মাদের পিতা। তিনি অবশ্যই আসেন, মন্দিরও আছে। অসংখ্য মন্দির তৈরি করে থাকে। যেমন ক্রাইস্ট তো একজন ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতি হিসেবে অসংখ্য জড় চিত্র তৈরি করা হয়েছে। ইনিও পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়, ঐ নারও মন্দির আছে।

এ হলো এখন পতিত দুনিয়ার মেহফিল, এরপর হবে পবিত্র দুনিয়ার মেহফিল। পাবন দুনিয়াতে তিনি আসেন না। পাবন দুনিয়ার মেহফিল খুব ছোট হয় আর সুখী হয়, সেইজন্যই ওখানে আসার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁকে আসতে হয় বড় মেহফিল-এ। ঐ নার নাম-ই হলো পতিত-পাবন। এটা পতিত দুনিয়া, এরপর পাবন দুনিয়াও হবে। ঐ নতুন দুনিয়াতে অবশ্যই অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে। তোমরা বাচ্চারা নম্বরানুসার পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষেই সার্ভিস করছ। সত্যনিষ্ঠ সার্ভিসের প্রমাণও দেখা যায়। সুতরাং বাবা মেহফিল-এ এসেছেন। তিনি পতিতদের পবিত্রতা প্রদানকারী। বলাও হয় চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম (ঘর থেকে শুরু করা)। ভারত হলো অবিনাশী বাবার অবিনাশী বার্থ প্লেস । মানুষ ভুলে গেছে - শিববাবা কবে এসেছিলেন? ঐ নাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। তিনি আসেনও পতিত শরীরে। ঐ নার মহিমা কত উচ্চ - শিবায় নমঃ । তোমাদের মহিমাও অপারামপার । বৈকুণ্ঠ কিভাবে স্থাপনা করে, যে বৈকুণ্ঠের মহিমাও অপারামপার। তোমরা বাচ্চারাই এই বিষয়ে জানো আর এমন বৈকুণ্ঠে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তোমাদের পুরুষার্থ বড় ঠান্ডা পিপড়ের মতো ধীর গতির।

মায়া কারো কান, কারো নাক টেনে ধরতেই থাকে। কাউকেই ছাড়ে না। তোমরা বুঝতে পারো যে এইভাবে শিববাবাকে নিরন্তর স্মরণ করা উচিত, যেমন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে স্মরণ করে, আর ইনি তো হলেন পতিদেরও পতি, তিনি বাবা। এমন বাবাকে কতখানি স্মরণ করা উচিত, এমন বাবার আমরা কত মহিমা গায়ন করেছি, গান ইত্যাদির মাধ্যমেও শিববাবার কত মহিমা করা হয়। তোমার মহিমা অপারামপার। এত মহিমা কেন করা হয়, কোনো কারণ তো আছে তাইনা। তোমরা জানো বাবা এসেই ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন। ভারতকে কত উচ্চ করে তোলেন। রাবণ এরপর নিচ করে তোলে। বাবা এসে সুখী করে তোলেন। নরককে বহিস্ত (স্বর্গ) করে তোলেন। এমন বাবাকে কেউ জানে না। পতিত

তো সম্পূর্ণ দুনিয়া হয়ে গেছে। যদিও অশোকা হোটেলের সুখ ইত্যাদি আছে কিন্তু এসবই তো অল্প সময়ের জন্য। এটা হলো মৃগতৃষ্ণার মতো রাজ্য। পাইপয়সাও সুখ এখানে নেই, শুধুই দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে রাজা-রানী তথা প্রজা কত সুখে থাকে। এখন তো সবাই কত দুঃখী। ঘুস নেয়, কত পাপ করে। ভারত দৈবী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল। ভারতের মহিমা কত সুমহান, যা এখন তোমরা জেনেছো। ভগবানের মহিমা গায়ন করে। স্মরণ করে কিন্তু জানে না। আরে, তোমরা তাঁকে ভগবান বলছো, ভগবানের তো নাম চাই না! ওঁনার নাম হলো শিব। সম্পূর্ণ মহিমা ওঁনারই। মানুষ ওঁনার নাম, রূপ, দেশ, কাল সম্পর্কে জানে না। ওরা বলে ওঁনার নাম, রূপ নেই। এদিকে বলেও থাকে পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। নাম, রূপ, দেশ বলে কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার কারণে তাঁকে স্মরণ করে না। স্মরণ যদিও করে থাকে সেটাও না বুঝে। গেয়েও থাকে তুমি মাতা-পিতা...। তোমরা বোঝাতে পার লৌকিক মাতা-পিতা তো আছে তাইনা, ইনি তবে কোন্ মাতা-পিতা? পিতা কিভাবে সৃষ্টি রচনা করেন, কিভাবে মুখ বংশাবলী রচনা করে তাদের রাজ্য-ভাগ্য দেন - সেটা তো তোমরাই জানো, আর কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। তোমরা জেনেছো শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে শিক্ষা প্রদান করেন। শিববাবারই এতো উচ্চ মহিমা। ব্রহ্মার দ্বারা উনি রাজযোগ শিখিয়ে আমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক করে তোলেন। নিশ্চয়ই ব্রহ্মা-সরস্বতী প্রথমে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। জগত অম্বা এবং জগত পিতা বসে আছেন, তাঁরাই বিশ্বের মালিক হবেন। ওনাদের সাথে কুমার-কুমারীরাও আছে। এই দিলওয়ারা মন্দির কত সুন্দর ভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই মন্দির ইত্যাদি তো আগেই তৈরি হয়েছে। এখন আমরা দর্শন করছি। আমাদেরই স্মৃতি স্মারক রূপে সম্পূর্ণ এই মন্দির।

সুতরাং এই শিবায় নমঃ গান অবশ্যই থাকা উচিত। দুই-চারটি ফার্স্টক্লাস গান রাখা উচিত। এই বাবা (ব্রহ্মা) নিজের অনুভব শোনান - মন চায় যে বাবার স্মরণে থেকে ভোজন করব কিন্তু ভুলে যাই। তিনি তো বলেন আমি অভোক্তা। ওরা এটা বোঝেনা যে অমুকটা ভালো বা খারাপ। বাবা বলেন আমি আসি তোমরা বাচ্চারা তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে কেননা রাবণ তোমাদের উপর জয়লাভ করেছে। এখন পুনরায় তার উপর তোমাদের জয়ী হতে হবে। রাবণ তোমাদেরকে কড়িহীন করে দেউলিয়া করে দিয়েছে। ভারত এখন দেউলিয়া তাইনা! আমি এসে তোমাদের সলভেন্ট (সমৃদ্ধশালী) করে তুলি। মানুষের বুদ্ধিই ইনসলভেন্ট (হতদরিদ্র) হয়ে যায়। সুতরাং এই শিবায় নমঃ গান অতি সুন্দর, ওঁনার মহিমা হলো নম্বর ওয়ান। তারপরে হলো ভারতের মহিমা। এই ভারত ওয়ান্ডারফুল ছিল। গাওয়াও হয়ে থাকে না যে - স্বর্গ ছিল। হীরে জহরতের মহল ছিল। এখন সেসব কোথায় গেছে? কিভাবে মায়ার প্রবেশ হয়েছে? সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল। ব্রহ্ম কর্ম করানোর জন্য ওখানে মায়া থাকে না। এখানকার পুরুষার্থের প্রালঙ্ক তোমরা পেয়ে থাকো। তোমাদের কোনো দুঃখী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। ওখানে পাপ করার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে পয়সার জন্য কত পাপ করে। ওখানে তো অগাধ ধন, অসীমিত রাজত্ব না! গাওয়াও হয়ে থাকে ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল। যখন দৈবী রাজস্থান ছিল তখন দেবী-দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ছিল। বাবা এসে শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। তোমরা জানো আমরা এখন শ্রেষ্ঠ হচ্ছি, সুতরাং কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়। ভয় থাকা উচিত। ভালো-ভালো বাচ্চাদের মায়া নাক ধরে পাপ কর্ম করিয়ে দেয়। এখন তোমরা জানো মেহফিল-এ বাবা এসেছেন, কিভাবে মুখ বংশাবলী রচনা করে তাদের শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। অবশ্যই শরীর লোন নিতে হবে। তিনি বলেন আমি সাধারণ শরীরে আসি। ইনিও (ব্রহ্মা) নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেন না, আমি বলে দিই। এনার নাম রাখি ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শরীরেই প্রবেশ করি কেননা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা করতে হয়। খোড়াই বৌদ্ধ, ইসলাম বা শিখ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে প্রবেশ করবো। বাবা বলেন আমাকে ঐ শরীরেই প্রবেশ করতে হয়, যিনি প্রথম সূর্যবংশীতে শ্রী নারায়ণ ছিলেন তাকেই আবারও বানাই। ইনি নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেন না। এটা হলো জ্ঞান কান্ড। বাবাই জ্ঞান প্রদান করেন। ওখানে ভক্তির নাম-নিশান থাকে না। জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ বলা হয়। অর্ধেক কল্প ভক্তি কান্ড অর্ধেক কল্প জ্ঞান কান্ড চলে। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। পতিত হতেই হবে। বাচ্চাদের ভালো-ভালো রহস্য ব্যাখ্যা করা হয়। গেয়েও থাকে ভগবান এসে ভক্তকে সাথে করে নিয়ে যান। পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে - বাবা এসো, মায়া রূপী শিকল থেকে বের করো, আমাদের মুক্ত করো। মিত্র-সম্বন্ধ যারা আছে সবাইকেই লিবরেট করেন। এরপর ওখানে দৈবী মা-বাবা পাবে। তোমরা দেবী-দেবতা হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মাও পিওর (পবিত্র) হয়ে যাবে। এখন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, এরপর পবিত্র হয়ে যাবে। অনেক রকমের চিত্র আছে, যাদের অক্যুপেশন (কর্তব্যকর্ম) কিছুই নেই। ঠিক যেমন পুতুল পূজা করে। না আমি পুরুষ পুতুল, না নারী পুতুল, আমি তো নিরাকার। পুরুষ পুতুল, নারী পুতুল মানুষ হয়, আমি হইনা। আমাকে নিরাকার বলা হয়। তোমরা পুরুষ পুতুল-নারী পুতুল এখন অনেক দুঃখী হয়ে পড়েছো, বৈকুণ্ঠে তোমরা অনেক সুখী ছিলে। সুখের মহিমা অপারামপার। কিন্তু বাচ্চারা ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায়, রুপ্ট হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেকেই রুপ্ট বা রাগ অভিমান হয়। রুপ্ট হয়ে বর্সা নেওয়াই ছেড়ে দেয়। আরে, বর্সা তো তোমাদের বাবার কাছেই নিতে হবে না? এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, ঈশ্বরীয়

পঠন-পাঠন। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়েছেন। যদিও তোমরা কোথাও আসতে না পারো, আচ্ছা, মুরলী তো আনিয়ে নিয়ে পড়তে পারো। এতো তৈ কোনো ক্ষতি নেই। তবে হ্যাঁ, পুরুষার্থ করে সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। সার্ভিসের প্রমাণ-ই নেই তবে মুরলী পাঠিয়ে কি করবে? মুরলী পড়া হয় ধারণ করার জন্য। যদি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় তো কি করতে পারবে? বাবাকে স্মরণই করে না। যখন কেউ পাপ করে তো তার বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা কিছুই করেন না। বাবা তো বুঝিয়ে বলেন - তোমাদের খুব মিষ্টি হতে হবে, কাউকে দুঃখী করবে না। শেষে গিয়ে তোমরা বাচ্চারা খুব মিষ্টি, বাবার মতো হবে। পুরুষার্থ করতে হবে। অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমি কাউকে বিরক্ত করিনা তো? আমার প্রতি কেউ বিরক্ত নয় তো? বাইরের লোকেদের খুব অপ্রসন্ন হওয়া সম্ভব।

তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুল ভূষণদের প্রতিদিন মুরলী শোনা উচিত। মুরলী না শুনলে ধারণা কিভাবে হবে? মুরলী শোনে না তবে বুঝতে হবে - সে ভাগ্যবান নয়। মুরলী কখনোই ছাড়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণীরাও শিববাবার কাছ থেকে মুরলী পায় তাইনা। তাদের সাথে তোমাদের কানেকশন রাখতে হবে। ডাইরেক্ট মুরলী পেতে পারো কিন্তু অন্যদেরও নিজের মতো করে তুলতে হবে এবং দেখাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবার স্মরণ অন্যদেরও দিতে থাকো। খবর দিলে জানা যাবে, তা না হলে কিভাবে বুঝবে যে বাবার সার্ভিস করছো? সার্ভিসের প্রমাণ অবশ্যই প্রয়োজন। মুরলীধর হওয়ার জন্য আগ্রহ থাকা উচিত। টেপ রেকর্ডারও মুরলীধর হয়, কারণ সঠিকভাবে (অ্যাকুরেট) মুরলী শোনাতে সক্ষম। তোমরা শোনাতে পারবে না। তবে কি করা উচিত? অন্যদের কল্যাণের জন্য একটা টেপ রেকর্ডার মেশিন নিয়ে তাদেরকে দেওয়া উচিত। অনেকেই যখন শুনবে তখন যে দিয়েছে সে অনেক ফল পাবে। তবে দেবে সেই যে এর তাৎপর্য বুঝবে। এই মুরলী শুনে তোমরা রাজকীয় পদ পেয়ে থাকো। আর কারো ভাষণ শুনলে কি স্বর্গের মালিক হতে পারবে? অথবা মানুষ থেকে দেবতা খোড়াই হতে পারবে! এখানে তো ফাস্টক্লাস দান করতে হবে, যার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য অনেকের কল্যাণ হবে। টেপ রেকর্ডার দেওয়া বা বাড়ি দেওয়া ঈশ্বরীয় সেবার কাজে) কত ভালো সার্ভিস। বাচ্চারা সেখানে বসে সার্ভিস করবে। বাড়ি তোমারই থাকবে এবং এটা ব্যবহারের ফল তুমি প্রাপ্ত করবে। ওখানে এর বিনিময়ে (রিটার্ন) তোমরা বড়-বড় প্রাসাদ পাবে। সেই সময় আসবে যখন বাচ্চারা তোমাদের অনেকে বাড়ি দিতে চাইবে। চরণে মাথা নত করতে থাকবে। তখন আর আমরা সেই সব বাড়িঘর নিয়ে কি করব? আমরা তো শুধু সেবা করতে চাই। বাড়ি নিয়ে তারপর এর জন্য অযথা অর্থ ব্যয় করতে হবে - এই সওদাগরও তো চালাক না! সেন্সিবল (বিচক্ষণ) সওদাগর তিনি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শরীরে থেকেও সবার সাথে (মনে মনে) সম্বন্ধ ছিন্ন করে অশরীরী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বুদ্ধিতে সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

২) পুরুষার্থ করে সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। মুরলী শুনতে এবং পড়তে হবে - ধারণ করার জন্য। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না।

বরদানঃ:- ন্যাচারাল অ্যাটেনশন বা অভ্যাসের দ্বারা নেচারকে পরিবর্তনকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব তোমাদের সবারই নিজের সংস্কারের প্রতি অ্যাটেনশন (মনোযোগ) আছে। যদি টেনশন করতে পারো তবে অ্যাটেনশন রাখা এমন কি বড় ব্যাপার। সুতরাং এখন অ্যাটেনশন রাখার জন্যও টেনশন যেন না হয়, অ্যাটেনশন রাখা স্বাভাবিকভাবেই হতে হবে। আত্মার পৃথক হওয়ার অভ্যাস ন্যাচারাল। আত্মা পৃথক ছিল, পৃথক আছে এবং পৃথক থাকবে। যেমন এখন বাণীতে (শব্দ) আসার অভ্যাস পাচ্চা হয়ে গেছে, ঠিক একইভাবে শব্দের বাইরে যাওয়া এবং পৃথক হওয়ার অভ্যাসও ন্যাচারাল হয়ে যাবে তখন ডিট্যাচমেন্টের শক্তিশালী ভাইব্রেশনের দ্বারা যে সার্ভিস করবে তাতে সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারবে এবং এই ন্যাচারাল অভ্যাস নেচারকেও বদলে দেবে।

স্নোগানঃ:- অশরীরী হওয়ার এক্সারসাইজ আর ব্যর্থ সংকল্প গুলির ভোজন পরিহার করো তবে এভারহেল্পী থাকবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে মাতা - পিতার থেকে তোমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, সেই মাতা - পিতার হাত কখনো ছেড়ে দিও না, পড়া ত্যাগ করলে তোমরা রাস্তার অনাথ বাচ্চা হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সৌভাগ্যবান বাচ্চাদের কেমন পুরুষার্থ এবং লক্ষণ শোনাও?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা সৌভাগ্যের অধিকারী - তারা দেহী অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করে। তারা যা শোনে, তা অন্যদেরও দান করে। তারা শঙ্খধ্বনি না করে থাকতে পারে না। ধারণাও তখনই হবে যখন দান করবে। সৌভাগ্যবান বাচ্চারা দিন-রাত সেবাতে ফাস্টব্রেক্স পরিশ্রম করে। কখনোই ধর্মরাজের প্রতি ডোন্ট কেয়ার করে না। কেবলই ভালো খেলো, ভালো পরিধান করলো, সার্ভিস করলো না, শ্রীমতে চললো না, তখন মায়া খুবই মন্দ গতি করে দেয়।

*গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম...

ওম্ শান্তি। বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক একজনই করেন -- একথা দুনিয়া জানে না। বাচ্চারা, তোমরা যারা এখানে বসে আছো, তারাই বুঝতে পারো। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই জানতে পারে। বিগড়ে দেয় মায়া। যারা আসুরিক মতে চলে, তারাই বিগড়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, ভোলানাথ শিবকেই বলা হয়। শঙ্করকে ভোলানাথ বলা হয় না। ভোলানাথ তাঁকেই বলা হয়, যিনি বিগড়ে যাওয়াকে শুধরে দেন, তিনি বড় ভোলা, গরীবকে অটুট সম্পদ দান করেন। তিনি বাচ্চাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দান করেন, যাঁর এমন চিত্র বানানো আছে। আর কেউই এমন বোঝান না যে, এ হলো উল্টো বৃক্ষ। ভগবান উবাচঃ হলো, এই বৃক্ষ এবং ড্রামার জ্ঞান আর কোনো শাস্ত্র বা বেদ শাস্ত্রে নেই। ভগবানই এই জ্ঞান দান করেছেন। এ তাঁরই শাস্ত্র, যাঁর জন্য বলা হয় সর্বশাস্ত্র শিরোমণি ভাগবত গীতা।

পরমপিতা পরমাত্মা কতো মিষ্টি বাবা, তথাপি তাঁর স্মরণ মায়া ভুলিয়ে দেয়। তোমরা শিব বাবাকে স্মরণ করার প্রয়াস করো, কিন্তু মায়া বড় জবরদস্ত, সে তোমাদের স্মরণ করতেই দেবে না। এখন বাবা তোমাদের কাল্পনার এই দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে যান, যেখানে ২১ জন্ম তোমাদের আর কাল্পনিকটি করার দরকার থাকে না। তোমরা ৬৩ জন্ম তো কাল্পনিকটি করেছে। ৮৪ জন্ম তো আর বলা হবে না। বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো। ভোলানাথ বসে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন। রাবণ যেদিন থেকে বিগড়ানো শুরু করে, সেদিন থেকে তোমরা কাঁদতে শুরু করো। মানুষকে বোঝানোর জন্যই এই বড় বৃক্ষ এবং গোলা বানানো হয়, কেননা বড় চিত্রের উপরই খুব ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে। যদিও কোনো কোনো বাচ্চা নিজেদের কর্ম অনুসারে এতটা ধারণা নাও করতে পারে। সবাই তো আর রাজা - রানী হবে না। ভালো কর্ম করলে তার ফল অবশ্যই ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হয়। এ তো কর্মের গতি, তাই না। বাবা বলেন, আমি কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতিকি জানি আর তা তোমাদের বোঝাইও। টিচার তো সবাইকে একই রকম পড়ায়, তাই না। এরপর কেউ ভালো নাম্বার পেয়ে পাস করে, কেউ আবার ফেলও করে। তারা বলবে, কি করবো, কর্মের এমনই হিসেব - নিকেশ আছে যে, আমরা পড়ি না। এখানেও এমনই। কেউ তো ভালো পড়ে, কেউ তো পড়া বা কলেজই ছেড়ে দেয়। কলেজ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, বাবা, টিচার এবং সন্ধুরকে ত্যাগ করা। ত্যাগ করাকেই অনাথ বাচ্চা হয়ে যায়। অনাথ তাদেরই বলা হয়, যাদের মা - বাবা থাকে না। তাই মাতা - পিতা, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে ত্যাগ করলে রাস্তার অনাথ বলা হয়। এখানেও কেউ কেউ মনে করে - এখান থেকে বেড়িয়ে পুরানো দুনিয়ায় চলে যাবে কিন্তু সেখানে তো জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। ওখানে তো নাটক, বায়োস্কোপ, ঘোরা - বেড়ানো, ভালো কাপড়চোপড় ইত্যাদি পাওয়া যাবে। যাদের ভাগ্যে নেই তাদের এমন খেয়াল চলতে থাকে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয় তাই আবার পুরানো দুনিয়ার দিকে চলে যায়। তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া তো শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে। কিছুই তো আর সাথে যায় না। তোমাদের এই দেহ বোধকেও ত্যাগ করতে হবে। এই দেহ বোধের কারণেই অন্য সব বিকার এসে যায়। দেহী অভিমানী হওয়াতেই খুব পরিশ্রম। বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। আমিও সাময়িকভাবে এই তনে এসেছি। আমরাই সেই দেবতা ছিলাম আবার আমরাই শূদ্র হয়েছি। আমরা শ্রীমতে চলে এই বিশ্বকে স্বর্গ বানাই। বাচ্চারা, তোমরা কতো ভাগ্যবান। শিব বাবা যখন আসেন তখন তোমাদের মতো ভারত মাতাদেরই শক্তিসেনা বানান, তাই তোমাদের নাম শিব শক্তি সেনা রাখা হয়েছে। তোমরা শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করে নিজের স্বরাজ্য স্থাপন করছো। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিব বাবা। দুনিয়া তো সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে জ্ঞানের আলোতে

এসেছে। কারোর কারোর তো আবার জ্যোতিই জাগ্রত হয় না। সেও এই ড্রামাতেই নির্ধারিত রয়েছে। কারোর আবার জ্যোতি জাগ্রত হলেও মায়া আবারও তা নিভু নিভু করে দেয়। চলতে - চলতে মায়ার তুফান লাগলে আবার আগের মতো হয়ে যায়। এই দুনিয়াতে কেউ তো খুব বিত্তবান, কেউ আবার ১০ টাকাও উপার্জন করে না। কারো কারো তো খুব কষ্ট করে ভোজন প্রাপ্ত করে। খাওয়ার জন্য কতো কান্নাকাটি - চিৎকার করতে থাকে। বাবা ওদের দ্বারা (বিদেশীদের দ্বারা) সাহায্য করাচ্ছেন। একথা মানুষ তো জানে না। এও ড্রামারই রহস্য। তোমরা যখন খুব দুঃখী হও, তখনই বাবা আসেন। যদি তিনি প্রেরণা না পেতেন তাহলে তোমাদের সাহায্য করতে পারতেন না। এখন তোমাদের কমপ্লিট রাজধানী স্থাপন হয় নি।

সুতরাং এই চিত্র হলো কাউকে বোঝানোর জন্য। এর অনেক গুরুত্ব। যেমন নকশা থাকে, সেই ম্যাপ ছাড়া কিভাবে জানতে পারা যাবে যে, অমুক শহর কোথায়। এই ম্যাপ ওখানে থাকবে না। এখানে তো ভারত কতো বড়। বাস্তবে ভারতের জনসংখ্যা সবথেকে বেশী হওয়া উচিত। তাই থাকার জন্য তো জায়গা চাই। স্বর্গে তো অল্পসংখ্যক থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতেই এইসব কথা রয়েছে। বিনাশ হলে আমরা খুব অল্পসংখ্যকই এখানে বাকি থেকে যাবো। এটা তো বৃক্ষের ফাউন্ডেশন, তাই না। এর পরে এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে আরো বৃক্ষ লাগতে থাকবে। তোমাদের মধ্যেও খুব অল্পই আছে, যারা এই কথা বুঝতে পারে আর সেই নেশাতে থাকে। আমরা বাবার দ্বারা নলেজফুল হই। বাবা তো খুব সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন, তোমরা এই সৃষ্টিচক্রের কথা খেয়াল রেখো। সৃষ্টিচক্র আর শঙ্খ। যারা জ্ঞান শঙ্খধ্বনি করে না, তাদের কিভাবে ব্রাহ্মণ বলা হবে? গীতা যারা শোনান, তাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে থাকে। যারা খুব ভালো, পাকা বিদ্বান হবে, তাদের নেশা থাকবে। কতো হাজার মনুষ্য বসে এই পাঠ শোনে। তোমাদের তো হলো নতুন বিষয়। বলা হয়, এদের জ্ঞান না হিন্দুদের, না মুসলমানদের, কি জানি কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। তবুও তো কেউ কেউ বুঝতে পারে, তাই না -- ভোলানাথ বাবা, ভক্তের রক্ষক ভগবান, পতিত পাবন এসেছেন। তাঁকে তো অবশ্যই আসতে হবে। বাবা বলেন, আমার স্মরণিকেরও মন্দির আছে। আমি এসেছি পতিতকে পাবন বানানোর জন্য। বাচ্চারা, এ তোমরাই জানো - বাবা এসে আমাদের পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো বোঝাচ্ছেন। তোমরা বলো -- বাবা, আমরাও পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এসেছিলাম, তোমার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম। এতো অনেক বাচ্চা বলে, তাই এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথাই নেই। সকলেই বলে -- বাবা, আমি তোমার পৌত্র, ব্রহ্মার সন্তান। যে কোনো কাউকেই জিজ্ঞেস করো, তখন বলবে -- হ্যাঁ, শিব বাবার বাচ্চা, তো সবাই ভাই - ভাই। এরপর সাকারে ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার কারণে ভাই - বোন, ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হয়ে গেলে। তাই এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা ব্রহ্মার বাচ্চা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী, এখানে বিকার থাকার কোনো কথাই নেই। একই কুলের হয়ে গেলে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন রচয়িতা। অবশ্যই এরা সব প্রজা, তাই না। শিব বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চা তৈরী করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সত্যযুগের পূর্বেই এসেছিলেন। যে ব্রাহ্মণরা দেবতা হবে, তারা অবশ্যই পবিত্র থাকবে। যারা পবিত্র হয়, তারা নিজের রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত করে। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা এই যজ্ঞের রচনা করেছেন। তোমরা জানো যে, আমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও সঙ্গমে ছিলাম, এখনো আছি, এরপর দেবতা হবো। সত্যযুগে বা কলিযুগে কোনো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী থাকে না, সঙ্গমেই থাকে। ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ভাই - বোন হয়, এ হলো ভাই - বোন হওয়ার যুক্তি। যারা পবিত্র হয় না, তারা এই বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারে না। ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয়। বাবা বোঝান -- তোমরা পুরুষার্থ করে ধারণ করো আর অন্যদেরও করাও। যখন তোমরা দেবতা হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, তখনই বিনাশ হবে। বিনাশ তোমাদের সামনে উপস্থিত। যারা ভালো সার্ভিসেবিল বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতেই এইসব কথা টিকতে পারে। দান না করলে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ হয়ই না। কোনো কোনো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা খুব ভালো ফার্স্টক্লাস পরিশ্রম করে, কেউ সেকেন্ডক্লাস, কেউ আবার থার্ডক্লাস পরিশ্রম করে, তাই তারা তেমনই প্রাপ্ত করবে। সবাই বলে, আমাদের কাছে ফার্স্টক্লাস ব্রহ্মাকুমারী পাঠাও। এখন এতো ব্রহ্মাকুমারী কোথা থেকে আনা হবে? এও শিব বাবাই জানে যে, কে ফার্স্টক্লাস? তিনি প্রত্যেকের অবস্থাই জানেন। অনেক বাচ্চারা খুব ভালো সার্ভিস করে।

ব্রাহ্মণদের (লৌকিক ব্রাহ্মণ) খাওয়ার খুব শখ থাকে, বিভিন্ন জায়গায় তারা ছালা বাঁধতে থাকে। বাচ্চাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে, যাদের ভালো খাবার না পেলে আরাম হয় না। বাবা - মাশ্বার নাম তারা বদনাম করে দেয়। আবার বোঝালে তারা রেগে যায়। কেউ কেউ তো ধর্মরাজকেও ডেন্ট কেয়ার করে। তারাই আবার আশ্চর্যবৎ ভাগিন্দি হয়ে যায়। যারা শ্রীমতে চলে না, মায়া তাদের এমন মন্দ গতি করে দেয়। আবার বিকারের জন্য অবলাদের উপর কতো অত্যাচার করে। অত্যাচারও সৌভাগ্যের। বাবার থেকে উত্তরাধিকার তো প্রাপ্ত করে নেবে, তাই না। অনেকের উপরই এমন অত্যাচার হয় কারণ বিষ ছাড়া থাকতে পারে না। এ হলো দুর্গতির দুনিয়া। এখানে কারোর সঙ্গতি হতে পারে না।

মৃত্যুলোক আর অমরলোককে কেউ জানতেই পারে না। অমরলোক হলো সত্যযুগে, সেখানে আদি - মধ্য এবং অন্ত সুখ। দেখানো হয়েছে যে, অমরনাথ পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। এখন সূক্ষ্মবতনে তো কথা শোনার দরকারই নেই। তাহলে এই কথা ইত্যাদি কোথা থেকে এলো? অমরকথা শোনালেন, তারপর সূক্ষ্মবতন থেকে কোথায় গেলেন? মানুষ কিছুই জানে না। তাই এইসব কথা খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত। কথা শোনানোর জন্য তো অনেকেই আছে, প্রথমে তাদের কথা শুনে তারপর বোঝানো উচিত। দশেরাতে বড় - বড় মানুষ রাবণকে দেখতে যায়। সেন্সেবল মানুষ বুঝতে পারবে যে, বানর কিভাবে রামকে সহায়তা করবে? ওরা কিছুই বুঝতে পারে না। এই সময় তো এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। এক ক্রাইস্টের সন্তানেরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। বাবা বলেন যে, এও ড্রামার ভবিষ্যৎ। ড্রামার কথা জানতে পেরেছো, তাই তো তোমরা পুরুষার্থ করো। তোমরা জানো যে, এখন তো খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এই ড্রামার রহস্য অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাবা এসে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেছেন। টিচার এবং পতিত পাবন ওই বাবাই। তাঁর প্রতিই বলিহারি। মায়া তোমাদের নীচ বানিয়ে দেয়। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসেই তোমাদের উচ্চ বানান। তিনি বলেন -- বাচ্চারা, এখন আমার কথা শোনো, পুরানো দেহের বোধ ত্যাগ করার পুরুষার্থ করতে থাকো। এখন তো তোমরা পতিরও পতিকে পেয়ে গেছো, যিনি স্বর্গের বাদশাহী দান করেন। ওখানে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এ হলো সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া। দুনিয়া একটাই। সেই দুনিয়াই প্রথমে সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তারপর সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে যায়। প্রথমে ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন তা নরক। এই চিত্র খুবই মূল্যবান। বিলেতে যদি কাউকে বুঝিয়ে দাও তখন বলবে যে, এই জিনিস তো খুবই সুন্দর। সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘোরে, কার কার ডায়নেস্টি চলে, সব চিত্রই এর মধ্যে আছে। যে কোনো ধর্মের মানুষকে বোঝালে তারা খুশী হবে। হ্যাঁ, তোমরা যত এগিয়ে যাবে একে অপরের থেকে সবই শুনবে - এ তো খুবই সুন্দর নলেজ। বিদেশে সেন্সিবেল কেউ যদি যায় তাহলে খুব ভালো সার্ভিস হতে পারে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতিকে বুদ্ধিতে রেখে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। কখনোই এই ঈশ্বরীয় পড়া ছাড়বে না।

২) জ্ঞান দান করলেই ধারণা, তাই অবশ্যই দান করতে হবে। কখনোই বাবার আন্তরকে ডোন্ট কেয়ার করো না।

বরদান:- সকল ব্যর্থ চক্রের থেকে মুক্ত থেকে নির্বিল্ল সেবা করে অথও সেবাধারী ভব সেবা তো সবাই করে কিন্তু যে সেবা করেও সদা নির্বিল্ল থাকে, তার অনেক গুরুত্ব। সেবার মাঝে যেন কোনো প্রকারের বিঘ্ন না আসে। বায়ুমণ্ডলের, সঙ্গের, অলস্যের - যদি কোনো প্রকারের বিঘ্ন আসে তাহলে সেবা খণ্ডিত হয়ে গেলো। অথও সেবাধারী কখনোই কোনো প্রকারের বিঘ্নতে আসতে পারে না। সঞ্চলে সামান্যতমও যেন বিঘ্ন না আসে। সব ব্যর্থ চক্র থেকে মুক্ত থাকো তখনই সফল এবং অথও সেবাধারী বলা হবে।

স্লোগান:- যে হৃদয় এবং বুদ্ধিতে অনেস্ট, সে-ই হলো বাবার এবং পরিবারের প্রিয় পাত্র।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অব্যভিচারী স্মরণের দ্বারাই তোমাদের অবস্থা অচল-অটল হবে, পুরুষার্থ করতে থাকো, একমাত্র বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো কিছুই যেন স্মরণ না আসে"

*প্রশ্ন:- শিববাবা কোন্ সার্ভিস করেন আর বাচ্চারা তোমাদেরকে কি করতে হবে?

*উত্তর:- সঙ্গমযুগে শিববাবা সকল আত্মাদেরকে কবরখানা থেকে বের করে আনেন অর্থাৎ যে আত্মারা দেহ অভিমানের ফাঁদে পড়ে পতিত হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সার্ভিস করেন। বাচ্চারা, তোমরাও বাবার সাথে সাথে সকলকে শান্তিধাম এবং সুখধামের পথ বলে দেওয়ার জন্য লাইট হাউস হও। তোমাদের এক চোখে থাকবে মুক্তি আর অন্য চোখে থাকবে জীবনমুক্তি।

*গীত:- এমন খেলা কে গড়েছে...

ওম্ শান্তি। বাস্তবে এ হলো ভক্তিমার্গের গীত। নিশ্চয়ই কেউ এমন রয়েছেন যাঁর উদ্দেশ্যে এই মহিমা গায়ন করা হয়। বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, এ তো বাবা - যিনি এই সব কিছু করেন, তিনিই করণকরাবনহার। এই দেবী দেবতা ধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম। তার তুলনায় শিখ ধর্ম নতুন, তাই শিখ ধর্মের লোকেরা তাঁর অনেক মহিমা কীর্তন করে। তারা গান করে যে - এক ওঙ্কার... ওম্ শব্দের অর্থ - বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ওরা এই শব্দের অনেক লম্বা চওড়া ব্যাখ্যা করে। বাবা বলেন - আমি বলছি যে, আমি পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী, আমি কখনো পুনর্জন্ম গ্রহণ করি না, তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে থাকো - এইভাবে বাবা এসে বাচ্চাদেরকে পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন - আমি শুধুমাত্র বাচ্চাদের সামনেই প্রত্যক্ষ হই। আমি বাচ্চাদেরকে বোঝাই যে - আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মা, যাকে তোমরা আত্মারা ভক্তিমার্গে স্মরণ করেছিলে - 'হে গডফাদার' বলে। তাঁরই মহিমা গায়ন হয়ে থাকে - পতিতপাবন, করুণাময়, লিবারেটর (মুক্তিদাতা) বলে। তাঁকে গাইডও (পথপ্রদর্শক) বলা হয়ে থাকে। এ হলো পান্ডব সেনা। লৌকিক জগতে পান্ডারা যাত্রীদেরকে মুক্তি-জীবনমুক্তির পথনির্দেশ করে থাকেন। গায়ন রয়েছে যে - এই ভব সাগর পার কর। পরমাত্মাকে বরাবরভাবে এই জীবনতরীর মাঝি বলা হয়, তাঁকে আবার মালিও বলা হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, সত্যযুগে ত্রেতাতে তোমরা কত আনন্দে ছিলে, বৈশম্বয়্যে বাদশা ছিলে। তখন কত বৈভব ছিল! শ্রীনাথ মন্দিরে কত বৈভবে জাঁকজমক করে, বিভিন্ন প্রকারের অত্যন্ত সুস্বাদু প্রসাদ খাওয়ানো হয়। তার তুলনায় জগন্নাথ মন্দিরে সাধারণ ভাত ডাল খাওয়ানো হয়। সেই মন্দিরের কারুকাম্যে অশোভনীয় কুরুচিকর চিত্র খোদাই করা রয়েছে। এখন তোমরাও সকলে তেমনি কালো হয়ে গেছো। শ্রীনাথ মন্দিরে অত্যন্ত উচ্চমানের জাঁকজমক পূর্ণ প্রসাদ তৈরি করা হয়, শ্রীনাথজির ভোগের সেই প্রসাদ, পূজারীগণ পেয়ে থাকে। তারপর তাঁরা সেই প্রসাদ দোকানে বিক্রয় করে। এইভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। বাচ্চারা, তোমরা তো স্বর্গের মালিক হবে। সেখানে তোমরা যেরকম জাঁকজমকপূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ভোজন আহারে গ্রহণ করো তোমাদের দাস-দাসীরাও সেই রকমই পেয়ে থাকে। সেখানে ৩৬ রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তোমাদের পক্ষে সব আহার করা সম্ভব হবে না, তাই তোমাদের দাস-দাসীরা তা পেয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু জেনেই তৃপ্ত হয়ে যেও না, এখন তো সম্পূর্ণ রাজধানী তৈরি হবে। ওখানে তোমরা অত্যন্ত আনন্দে বিরাজ করবে। বাচ্চারা, কেবলমাত্র তোমরাই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির স্থাপন করা স্বর্গের রাজত্ব ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারবে।

বলা হয়ে থাকে যে - জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য। দুই প্রকারের বৈরাগ্য হয়ে থাকে। সন্ন্যাসীরা সীমাবদ্ধ জীবনের বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। তারা ঘর সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে চলে যায়। সেখান থেকে গুপ্তভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য সাহায্য করেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিনাশের মাধ্যমেই স্বর্গের দ্বার উন্মোচিত হয়। এই সন্ন্যাসীরাও পবিত্রতায় সহায়তা করেন, তাই এই অবিনাশী ড্রামাতে এঁদেরও মহিমা রয়েছে। বাবা বলেন যে - এই জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য হল এই সীমিত জগতের বৈরাগ্য আর তোমাদের বৈরাগ্য হল অসীমের বৈরাগ্য। অসীমের পিতা এসে তোমাদেরকে এই অসীমের বৈরাগ্য প্রদান করেন। ঘর-গৃহস্থে বসবাস করেও, শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা সব মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হল, এই শরীর অতি পুরাতন হয়ে গেছে। এখন দেহ সহকারে দেহের সমস্ত ধর্ম, সমস্ত সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে। নিজেকে দেহী মনে করতে হবে। ওরা বলে যে আত্মা নির্লিপ্ত। যেমন খুশি খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করো না কেন, আত্মার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। এই বিষয়ে অনেক মতান্তর রয়েছে। যেমন যেমন রীতি নীতি মানুষ চালু করে, মানুষও সেইমতো চলতে শুরু করে। অনেক জায়গায় আদিদেবকে মহাবীর বলা হয়। তারপর হনুমানকেও মহাবীর বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে তোমরাই হলে সকলে মহাবীর, যারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী পুরুষার্থ করো। যেমনভাবে অঙ্গদকে রাবণ বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারেনি, তোমাদের স্থিতিও ঠিক সেইরকম হতে হবে, যাতে মায়া তোমাদেরকে নড়াতে না পারে।

তোমরা সকলে হলে মহাবীর, তোমাদের উপরে মায়ার যত তীব্র তুফানই আছড়ে পড়ুক না কেন, তবুও তোমাদের স্থিতি থেকে বিন্দুমাত্রও স্থানচ্যুত হয়ো না। এখনই তোমরা এই অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে না। পরবর্তীকালে এইরকম অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে। যতই বিকল্পের তুফান আসুক না কেন, স্থিতিতে এবং নিশ্চয়ে অটল থাকতে হবে। যাতে মনে অব্যভিচারী স্মরণ বিদ্যমান থাকে আর অন্য কারোর স্মৃতি মনে আসবেনা - এরকম স্থিতি প্রাপ্ত করতে যথেষ্ট মেহনত করতে হবে। তোমরা পরবর্তী সময়ে অচল অটল স্থিতি লাভ করবে। এরই স্মরণিকা হল অচলঘর, তার ওপরে রয়েছে গুরুশিখর। এখন তোমরা একথা জানো যে, সর্বোপরি রয়েছে শিববাবা, তিনি হলেন রচয়িতা। আদিকালে তিনি কি রচনা করেন, সে কথাও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি রয়েছে শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর হলেন সূক্ষ্মলোকনিবাসী। বিষ্ণুর মূর্তিতে চারিভূজা কেন দেখানো হয়? এতে প্রবৃত্তি মার্গের কথা প্রমাণিত হয়। এ হল তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ। ব্রহ্মার মাধ্যমে এই মার্গের স্থাপনা হয়। সবার উপরে রয়েছে ব্রাহ্মণ ধর্ম, দেবতাদের থেকেও তোমরা উচ্চস্থানের অধিকারী, কারণ তোমরা সার্ভিস কর। দৈবী ধর্মের স্থাপনা করে তারপর তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। সর্বোপরি রয়েছে একমাত্র বাবা, সর্বোচ্চ মহিমা যোগ্য একমাত্র শিববাবা আর কেউ নয়। একমাত্র শিব বাবার বার্থডেই মুখ্য। এছাড়া আর কেউই সার্ভিস করেন না। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণও কেবলমাত্র প্রালঙ্ক ভোগ করেন। এখন সকলেরই বিনাশের সময় উপস্থিত। সর্বপ্রথম বাবারই ভক্তি শুরু হয়েছিল। তা হল অব্যভিচারী ভক্তি। এখন সর্বত্রই ব্যাবিচারী ভক্তি। তোমরা শিববাবা থেকে শুরু করে সকলেরই অকুপেশনের (কর্তব্য কর্ম) কথা জানো। এখন প্র্যাকটিক্যালি তোমরা বাবার কাছে বসে আছো, তোমরা জানো যে তোমরাই পুনরায় ভারতকে স্বর্গ করে তুলছো। যারা সেই স্বর্গ গড়ে তুলবে, তারাই তো সেখানে রাজত্ব করবে। প্রথমে সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের ডিনায়েস্টি (রাজত্ব) শুরু হয় তারপর রামের রাজত্ব শুরু হয়। এখন তাদের পূজা করে কি লাভ? তাদেরকে তো এই সৃষ্টি চক্র অনুযায়ী নিম্ন অভিমুখে গমন করতেই হবে, তারা কেবলমাত্র তাদের প্রালঙ্ক সম্পূর্ণ রূপে ভোগ করবেন, ব্যস্ এইটুকুই। তোমরাই পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে ওঠো। তোমরা কি জানো যে, ভক্তি মার্গে কি হয়? কিভাবে ৬৩ জন্মপ্রাপ্ত হয়? এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে রয়েছে, অতঃপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে পর্যায়ক্রমে আসতে থাকবে - এই অনাদি ড্রামা এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। একে কেউ আটকাতে পারবে না। ডিগবাজির খেলা হয়ে থাকে। আগেকার দিনে মানুষ তীর্থক্ষেত্রে যেত ডিগবাজি খেতে খেতে অথবা দণ্ডী কাটতে কাটতে। পূর্বে এই রীতির অনেক গুরুত্ব ছিল। এখন অনেক রকমের মতামত নির্গত হয়েছে, কিন্তু শুধু এক বাবা ছাড়া আর কেউ মুক্তি-জীবনমুক্তি দিতে পারেন না। এখন তোমাদের এক চোখে রয়েছে মুক্তি আর এক চোখে রয়েছে জীবনমুক্তি। বুদ্ধি বলে যে তোমরা হলে লাইট হাউস।

তোমরা হলে মানুষকে পথ দেখানোর লাইট হাউস। প্রথমে যেতে হবে সুইট হোমে অর্থাৎ পরম ধামে। এখন নাটক পূর্ণ হয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে এই সমস্ত সত্য গীতা ইত্যাদি কেন তৈরি করা হয়? যারা এখনো কাঁচা রয়েছে তারা এসব পড়াশুনা করে পাকা হয়ে উঠবে। বাদবাকি সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় সেই সমস্ত গীতা ইত্যাদি আবার তৈরি হবে। মানুষ গীতার একেকটি শ্লোক নিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে থাকে। গীতাতে রয়েছে ভগবানুবাচ। গীতা শুনিয়েছিলেন স্বয়ং ভগবান, কিন্তু মানুষ এসব কথা বুঝতে পারে না। বাবা বলেন - এ সকল শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করে আমাদের পাবেনা, যখন ভক্তির সময় সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি এখানে আসি। জ্ঞান হল দিনের আলো আর ভক্তি হল রাতের অন্ধকার। অর্ধেক কল্পকাল ধরে চলে রাবণের রাজত্ব, রাবণকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায় - কারোর মধ্যে রয়েছে কাম বিকারের ভূত, কারোর মধ্যে রয়েছে ক্রোধের ভূত। এ সমস্ত অশুদ্ধ শব্দাবলী সত্য যুগে থাকেনা। এখানে তো লোকে একে অপরকে গালিগালাজ করতে থাকে। এসব বিষয় সত্য যুগে থাকেনা। এখন তোমরা একথা বোঝো যে, পতিত পাবন বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গ রচনা করে পুনরায় তিনি অন্তরালে চলে যান। তখন আর কারোর পক্ষে তাঁকে জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। শিবের চিত্র সকলেই দেখেছে কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। শিব বাবা কখন এসেছিলেন, কিভাবে এসেছিলেন? ব্রহ্মা-বিষ্ণু শঙ্করের কি রহস্য, তারা কোথায় থাকেন? সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ এত বিশাল বৈভবপূর্ণ রাজত্ব কিভাবে প্রাপ্ত করলেন? কলিযুগে তো এরকমটা নেই। তাঁরা সেই রাজত্ব কিরূপে প্রাপ্ত করেন - তার রহস্য এখন তোমরা জানো। বাচ্চাদেরকে বাবার কাছ থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তারপর অন্যদেরকে তা পড়াতে হবে। বাবা তাঁর সমস্ত বাচ্চাদেরকে সন্তোষন করেন - আমার হারানিধি সন্তানেরা, হে আমার শালগ্রাম বাচ্চারা, আমি এই ব্রহ্মার দেহে এসে তোমাদেরকে এই জ্ঞান বুঝিয়ে দেই। ব্রহ্মার থেকে ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়।

অন্যান্য কোন সংসঙ্গে আসার জন্য কোন বাধা নিষেধ থাকে না, কিন্তু এখানে আসার কথা উঠলেই সকলে মানা করে। কাম বিকার ইত্যাদি বিষ ত্যাগ করা নিয়েই যত কলহ - সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে বাবা বলেন যে - এই বিশ্বের জন্যই আদি, মধ্য এবং অন্তকাল দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই বিষ হল প্রধান শত্রু, এই কাম মহাশত্রুকে জয় করো, এই শত্রু তোমাদেরকে আদি-মধ্য-অন্তিম কাল ধরে শুধু দুঃখই দিয়েছে। সেজন্যই সকলে তাঁকে আহবান করে - হে পতিত পাবন এসো। তারা জানে যে, তারা পতিত হয়ে গেছে, সেজন্যই যিনি পবিত্র, তাঁর সামনে গিয়ে মাথা নত করে। সন্ন্যাসীদের পবিত্রতার আকর্ষণে মানুষ তাঁদের কাছে ছুটে যায়, সেই জন্যই তাঁদের এত সম্মান, এত উচ্চপদমর্যাদা। তাঁরাও মনে করেন যে - আমাদের মত এত উচ্চ সম্মানধারী এই ভারতবর্ষে আর কেউ নেই। বাচ্চারা, তোমরা শক্তিস্বরূপ হয়ে তাদেরকেও জ্ঞানরূপী বাণ মেরেছো। যদি স্থূল বাণের কথা হতো, তাহলে এরকম বলা হত না যে, পরমপিতা পরমাত্মা বাচ্চাদেরকে দিয়ে তাদেরকে বাণ মেরেছেন। এ হলো জ্ঞানের বাণ। তোমরা তো হলে ব্রহ্মাকুমারী, ওরা বলে ব্রহ্মকুমারী। ওরা বলে যে, ব্রহ্মই হল ভগবান। বাবা বলেন যে - এসব তোমাদের ভ্রমমাত্র। এখন তোমাদের কাছে অনেক সন্ন্যাসীরাও আসেন। অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বেরা সন্ন্যাসীদের কাছে যান। তারা গিয়ে বলেন - হে মহাত্মা, চলুন আমরা আপনাকে উত্তম ভোজন খাওয়াবো। এইভাবে তাঁদের অনেক আদর আপ্যায়ণ করে থাকেন। পবিত্রতা ধারণ করার জন্যই এই পদ প্রাপ্তি এবং সম্মান। আজকাল তো অনেক চোর-ডাকাতও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে। তোমরা তো একেবারে স্বচ্ছ নির্মল রাজমন্দির হয়ে উঠছো। এখন তোমরা শুরু থেকে শেষ, ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝে গেছো, তোমরা জানো যে, তোমরাই এরপর দেবতা হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে প্রালব্ধ ভোগ করবে। অর্ধেক কল্পকালের পর, যখন অন্য কোন ধর্মের সূচনা হয়, তখন যুদ্ধ ইত্যাদিরও সূচনা হয়। এসবই এই ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এবং সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিম সময়ের কথা জেনে নলেজফুল হয়ে গেছ। তোমরা এই সৃষ্টিচক্রকে জেনেছ, চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্য। ভারতে ডবল মুকুটধারী রাজা-রানী হয়ে এই লক্ষ্মী-নারায়ণই ছিলেন। যারা শুধুমাত্র একটি মুকুটধারী, তারা সেই ডবল মুকুটধারীদেরকে প্রণাম করে। সত্যযুগে ছিল পবিত্রতার শক্তি, সেখানে সকলেই ভাইসলেস (নিষ্পাপ) এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়েছিলেন। এখনকার মানুষ তাঁদেরই গুণগান করে যে - তাঁরা ছিলেন সর্বগুণ সম্পন্ন... কেন মানুষ তাঁদের এই মহিমা কীর্তন করে? কারণ যারা পূজারী তারা নিজেরাই বিকারগ্রস্ত। সমস্ত খেলাটাই ভারতে হয়ে থাকে। ডবল মুকুটধারী এবং এক মুকুট ধারী - এখন তো কোন রকমেরই মুকুট নেই...। তোমরা সমস্ত সৃষ্টি চক্রকে এখন বুঝতে পেরেছ। ক্রিয়েটর (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (নির্দেশক), প্রধান অ্যাক্টর - কে, তা এখন তোমরা জানো। এরপর তোমরা দেবতা হয়ে যাবে। আত্মাতে মায়ার যে কাদা আবর্জনা লেগেছে, তা ধুয়ে দেওয়া হয়। বাবা বলেন - আমি ধোপাও, আবার সবচেয়ে বড় স্বর্ণকারও। তোমাদের আত্মারূপী এই গহনাকে ভাঙিতে দেওয়া হয়। তখন তোমরা সত্যিকারের নিখাদ গহনা হয়ে যাবে। বাবা আবার ব্যারিস্টারও। তিনি তোমাদেরকে ৫ বিকারের কারাগার থেকে এসে লিবারেট (মুক্ত) করেন। এখন তোমরা রাবণের কয়েদে রয়েছো, সেই কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা তোমাদেরকে ওকালতিও শিখিয়ে দেন যে কিভাবে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। বাবা বলেন - আমি নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, তোমাদেরকে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করে, পুনরায় অন্তরালে চলে যাবো। তখন তোমরা সুখী হয়ে যাবে। তোমরা নতুন রাজধানীতে বসবাস শুরু করবে, তখন আমি বাণপ্রস্থে চলে যাব।

আচ্ছা, সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী কে? বাবা বলেন, কন্যারাই হলো সবথেকে ভাগ্যশালী। বাবা বলেন - আমি তো আমার নিজের কর্তব্য পালন করে থাকি। তোমরা পতিত হয়ে, দুঃখী হয়ে, আমাকে আহ্বান করো, তাই বাবা হিসেবে আমার কর্তব্য হল - নিজের বাচ্চাদেরকে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করা। এমন মুক্তিদাতা আর কেউ নেই, লৌকিক জগতে অনেকেই এরকম টাইটেল (উপাধি) গ্রহণ করে - যা একেবারেই অনুচিত। বিনাশকালে মানুষের বুদ্ধি একেবারে বিপরীত হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা বাবা বাবা বলতে থাকো, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই রহস্য কি করে বুঝবে। ওরা মনে করে, হয়তো এই ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা স্মরণ করো। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অনেকবার বাবা তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক করে দিয়েছিলেন। এটাই হলো ঈশ্বরীয় জন্ম। বাবা বলেন - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছে ভালো করে পড়াশুনা করে তারপর অন্যদেরকেও তা পড়াতে হবে। লাইট হাউস হয়ে সকলকে

মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ দেখাতে হবে।

২) শুধু মাত্র এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণের মাধ্যমে নিজের স্থিতি একরস, অচল-অটল করে তুলতে হবে, মহাবীর হয়ে উঠতে হবে।

বরদান:- অলৌকিক রীতির লেন-দেনের মাধ্যমে সর্বদা বিশেষত্ব সম্পন্ন হয়ে উদার হৃদয় ভব যখন কোনো মেলাতে যাও, তখন অর্থের বিনিময়ে কোনো না কোনো বস্তু ক্রয় করে থাকো। কিছু নেওয়ার পূর্বে দিতে হয়, তাই এই আত্মিক মিলন মেলাতেও বাবার থেকে কিংবা একে অপরের থেকে কিছু না কিছু তোমরা গ্রহণ করো অর্থাৎ নিজের মধ্যে তা ধারণ করো। যখন কোনো গুণ অথবা বিশেষত্বকে নিজের মধ্যে ধারণ করবে, তখন সাধারণত্ব আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। গুণ ধারণ করলে, দুর্বলতা আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন এটাই হলো দেওয়া। প্রতিটি সেকেন্ডে, এমনভাবে লেনদেন করার মাধ্যমে উদারহৃদয় হয়ে, বিশেষত্বের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- নিজের বিশেষত্ব গুলির প্রয়োগ করো, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে প্রগতির অনুভব হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সঙ্গমযুগ হলো ব্রাহ্মণদের পুরী, এখানে তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছো, তোমাদেরকে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে আর সবাইকে বলতে হবে যে তারাও যেন অসীম জগতের বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে”

*প্রশ্ন:- এই জ্ঞানকে ভালোভাবে বোঝার জন্য কোন ধরনের বুদ্ধি চাই?

*উত্তর:- ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্নরাই এই জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এটা হল অসীম জগতের ব্যবসা। বাবা বাচ্চাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলে দিচ্ছেন। বাচ্চাদের কাজ হলো পরিশ্রম করা। এমন যুক্তি বের করতে হবে যার দ্বারা নিজেরও উপার্জন জমা হবে আর সকলেরও কল্যাণ হবে। বাবার স্মরণ আর সেবাই হলো উপার্জনের সাধন।

*গীত:- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি । পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বলছেন যে আমাকে অর্থাৎ নিজের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে ভুলে যাবে না। গাওয়াও হয়ে থাকে গীতার ভগবান। বাইবেলের ভগবান বা কোরানের ভগবান কখনও কেউ বলবে না। কোনও ধর্মস্থাপক এমন বলবে না যে বাচ্চারা, এখন আমাকে, তোমাদের পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো। এমন কেউ কাউকে বলতে পারবে না। বাচ্চা জন্ম নেয়, বাবাকে জানে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকে কেননা সে উত্তরাধিকারী হয়। এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন - হে আমার হারানিধি বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে পরমধাম নির্বাণধামে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমরা ভক্তি করার সময়ও আমাকে স্মরণ করেছিলে। এখন আমি বলছি - তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে সুখধামে নিয়ে যাবো। তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে দেখো - তোমরা অর্ধেক কল্প কতো দুঃখভোগ করেছো! প্রথম থেকেই এত দুঃখ ছিলো না। পরবর্তীকালে দুঃখ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। সকল ধর্মের আত্মাদের বলছেন - হে আমার বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে ভাই-ভাই মনে করে এসেছো। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যিনি হলেন পারলৌকিক বাবা, যাঁকে সব জীবাত্মারা দুঃখে স্মরণ করে এসেছে - তিনি এখন ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বোঝানো হয় - ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কেবল কুমারীরাই ছিল না। কুমার - কুমারী দুইরকম বাচ্চাই ছিল। ভাই-বোন ছিল - ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। একই বাবার বাচ্চা, একই ঠাকুরদার পোত্র-পৌত্রী। বাচ্চারা, তোমাদের সম্মুখে বসে বাবা বোঝাচ্ছেন। তোমরা বাবার সম্মুখে বসে শুনছো, বুঝতে পারছো যে আমরা সবাই হলাম নিরাকার বাবার বাচ্চা। অবশ্যই আমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার থেকে স্বর্গের বাদশাহী নেওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছি। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা যা কিছু তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, সেগুলি আবার অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। যারা লৌকিক ভাই-বোন, তাদেরকে বোঝাতে হবে। তোমরা এখন থেকে পারলৌকিক হয়ে গেলে। পারলৌকিক বাবার থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছে। তোমরা বলবে পারলৌকিক ভাই-বোন। তারা হল লৌকিক ভাই-বোন।

তো বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, অবিকল ৫ হাজার বছর পূর্বের ন্যায় তোমরা বুদ্ধির যোগ লাগাও তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পাপ ভুল হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করাকেই যোগ-অগ্নি বলা হয়। এই সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত করবে। তিনি হলেন এক নিরাকার বাবা, এই ব্রহ্মা মুখ দিয়ে শোনাচ্ছেন। অবশ্যই রথ তো চাই, তাই না, যে রথের উপরে তিনি সওয়ারী হবেন। এটা হল রথ, এতে পরমপিতা পরমাত্মা সওয়ারী হয়ে বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে বোঝাচ্ছেন, যার দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজা-রানী হয়ে যাবে আর নিরন্তর স্মরণ করলে বিকর্মজিৎ হয়ে যাবে, পাবন পূণ্য আত্মা হয়ে যাবে। বাবা যে স্বর্গ স্থাপন করেন, সেই স্বর্গে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা-মহারানী হবে। সেটাও ২১ জন্মের জন্য আর ভারতে যাকিছু উৎসব হয় - শিব জয়ন্তী, হোলী, রাখী, জন্মাষ্টমী, দেওয়ালী ইত্যাদি এইসব উৎসবের মহত্ব আর প্রত্যেকের বায়োগ্রাফী আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। এসো ভাই-বোনেরা, আমি তোমাদেরকে বাবার পরিচয় দেবো। পরিচয় জেনে, সহজ রাজযোগ শিখে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, পবিত্রতা-সুখ শান্তিময় অটল অখন্ড রাজ্য করবে। এটা কাউকে বোঝানো খুব সহজ। এই রীতি লিখতেও হবে। বাবার বোঝানো এই রহস্য আমি তোমাদেরকে বোঝাবো। বাবা বাচ্চা হলে, তবে তো উত্তরাধিকারী হবে,

তাই না। তোমরাও এসে অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নাও। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো। সেসব হল দুঃখময় উত্তরাধিকার, কেননা এটা হলোই রাবণরাজ্য। রামের রাজ্যে সর্বদা সুখ ছিল। পুনরায় মায়া রাবণের রাজ্যে তোমরা দুঃখী হয়েছো। এটা তো তোমরা যে কাউকে বোঝাতে পারো। পার্লিক ভাষণেও তোমরা বোঝাতে পারো। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। তারপর হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর, তারপর তাদের মহিমা। গাওয়াও হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। তাহলে অবশ্যই তিনি স্থূল বতনে হবেন। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্মার সন্তান। তাকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণ বর্ণ চাই। উঁচুর থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ বর্ণ। কে স্থাপন করেন? পরমপিতা পরমাত্মা। সবাই হল পিতার বাচ্চা। ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের বসে পড়াচ্ছেন। এটা হল সঙ্গম যুগ, ব্রাহ্মণদের পুরী। তারপর রুদ্র পুরীতে গিয়ে বিষ্ণুপুরীতে আসবে। সবার আগে রুদ্রমালাতে সে আসবে, যে নিরন্তর স্মরণ করবে। সূর্য বংশী চন্দ্র বংশী রাজা হবে তাই না। তো এই সময় পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা রাজযোগ শিখলে রাজপদ প্রাপ্ত হবে। বাবা বলছেন যে - নিরন্তর আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো, বুদ্ধির যোগ আমার সাথে লাগাও। এটা হল আত্মিক যাত্রা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো তোমরা লৌকিক যাত্রা করে এসেছো, এখন বাবা এসে আত্মিক যাত্রা শেখাচ্ছেন। বলছেন যে আমাকে (তোমাদের বাবাকে) আর সুইট হোমকে স্মরণ করো, যেখান থেকে তোমরা এসেছো এখানে ভূমিকা পালন করতে। তোমরা গৌর (সুন্দর) ছিলে, সমগ্র বিশ্বে রাজ্য করেছিলে তারপর তোমরা কাম চিতাতে বসে কালো হয়ে গেছো, সুন্দর থেকে শ্যাম হয়ে গেছো। ভারত বড়ই সুন্দর ছিল। নামই হল স্বর্গ, এখন তো নরক হয়ে গেছে তাই না। তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও তাই উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান শিব তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - এনাদের দ্বারা বাবা কার্য সম্পন্ন করেন। এনাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন। তিনি হলেন করণকরাবনহার, তাই না। ব্রহ্মার দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে এই রাজযোগ শেখানো সম্পূর্ণ হলে তারপর বিনাশ হবে। তারপর যে নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে সেখানে গিয়ে তোমরা রাজ্য করবে, কিন্তু সেটা যে যেমন পুরুষার্থ করবে...। সব কিছুর আধার হল পুরুষার্থ। বলে যে গঙ্গা হল পতিত-পাবনী, তারপরও পরমাত্মাকে কেন ডাকে - হে পতিত-পাবন এসো? তো পূজারী ভক্তদের ভক্তির ফল প্রাপ্ত হওয়া চাই, তাই না। স্বর্গে তোমাদের জীবন্মুক্তের ফল প্রাপ্ত হয়, অন্য সকলের শান্তির ফল প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে সুখ-শান্তি দুটোই ছিল, সবাই সুখী ছিল - যারা রাজযোগ শিখেছিল। বিকর্ম বিনাশ তো করতেই হবে, হিসাব নিকাশ পরিশোধ তো করতেই হবে। পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে। সবাইকে হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করিয়ে, পাবন বানিয়ে বাবা সাথে করে নিয়ে যাবেন। এই সব রহস্যগুলিকে বুঝতে হবে।

সাধারণ মানুষ ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে তাই অবশ্যই ভগবানকে সৃষ্টিতে আসতে হয়। তিনি বলছেন যে - সৃষ্টিতে এসে ভক্তদেরকে ভক্তির ফল দান করি। মুক্তি বা জীবন্মুক্তি, শান্তি বা সুখ দান করি। জগতের সবাই সুখ, শান্তি বা সম্পত্তিই প্রার্থনা করে। সাধারণ মানুষ তো সম্পত্তির জন্যই পুরুষার্থ করে, ধনবান হতে চায়। তারা মনে করে যে সম্পত্তির মধ্যেই সুখ আছে। কিন্তু যদিও কারোর অনেক সম্পত্তি থাকেও তথাপি রাজ্য তো মায়ার-ই, তাই না। এটা হল পতিত দুনিয়া, তো পাপ অবশ্যই হবে। সম্পত্তির জন্য অনেক পাপ করে। এটা হলই পাপাত্মাদের দুনিয়া। এখানে কোনও পুণ্যাত্মা নেই। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়ায় আবার কোনও পাপাত্মা থাকবে না। যথা রাজা রাণী তথা প্রজা পুণ্যাত্মা হয়। এই পাবন দেবী দেবতাদেরকে পতিত দুনিয়াতে রাজারাও পূজা করে কেননা তারা মনে করে যে দেবী-দেবতারা হলেন সর্বগুণসম্পন্ন। আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই, নিজেই নিজের প্রতি দয়া করে... আবার এটাও বলে যে আমিই হলাম ভগবান। পতিতদের পাবন বানান তো এক বাবা। পতিত-পাবন বললেই বুদ্ধি নিরাকার ভগবানের দিকে চলে যায়। নিরাকারের উপাসনাও তো হয় তাই না। তো এই নিরাকার বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, যতক্ষণ তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় না জানবে ততক্ষণ উপাসনা করবে কিভাবে? যদিও বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন শিব। নিরাকারের উপাসক আছে তাই না, যারা নিরাকারকে স্মরণ করে। কিন্তু তিনি কে? সম্পূর্ণ পরিচয় চাই তাই না। নিরাকারকে কেন স্মরণ করে, তাঁর থেকে কি প্রাপ্ত হবে? তারা কি নিরাকারী দুনিয়াতে যেতে পারবে? আত্মাদের তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার রাস্তা জানা নেই। যদিও সবাই স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় না জেনে। এইভাবে স্মরণ করলে তো কেউ পবিত্র হতে পারবে না। এখানে নিরাকার নিজে সাকারে আসেন। সাধারণ মানুষ তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য কতো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে! কিন্তু কেউ যেতে পারে না। রাস্তাও জানা নেই। লৌকিক যাত্রায় পান্ডারা রাস্তা জানে, তাই তো নিয়ে যায়। এখানে এই রাস্তাকে কেউ জানে না, যে বোঝাবে। এই জন্য বলে দেয় অন্তহীন, তারপর কেউ বলেছে নিরাকার আছে, তো আবার নিরাকারের উপাসক হয়। আজকাল তো আবার বলে দেয় যে আমি হলাম সে-ই। দিন-প্রতিদিন তমোপ্রধান মং হয়ে যাচ্ছে। যে আসে সে বলতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা। সর্বব্যাপী বললে তো সবাই উঁচুর থেকে উঁচু হয়ে যায়। এতো পতিত-দুঃখী, এরা আবার উঁচুর থেকেও উঁচু কিভাবে হবে। একদিকে বলে ভগবান নাম রূপ থেকে পৃথক,

তারপর আবার তাঁকে পাথর নুড়ি কাঁকড়ের মধ্যে মনে করা, একেই ধর্ম-গ্লানী বলা হয়। এখন আবার বলে যে আমরাই হলাম পরমাত্মা। এখন যাকিছু পাস্ট হয়ে গেছে, সবই হল ড্রামা। এটা আবারও হবে। ভুলের পিছনে ভুল, নিন্দার পর নিন্দা করতে করতে ভারত এইরকম পতিত হয়ে গেছে বাবার পরিচয় তো সকলের জানা দরকার। তোমাদের প্রভাব বের হবে, এত অধিক ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এটা তো অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মার কথা। সবথেকে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর অনেক মহিমা হয়, তাঁর মহিমার কোনও অন্ত নেই। এখন বাবা বসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন - আমি কি করি? আমি এসে সকল পাপাত্মাদের পুণ্যাত্মা বানাই, রাজযোগ শেখাই। গাওয়াও হয়ে থাকে ঈশ্বরের গতি-মতি সম্পূর্ণ পৃথক। সেটা তো অবশ্যই তিনি যখন এখানে আসবেন, তবে তো মত প্রদান করবেন তাই না। যীশু খ্রীষ্টের সোল (আত্মা) আসে, এসে খ্রীষ্টাণ ধর্ম স্থাপন করে। বাবার মত হলো সবার থেকে আলাদা। এই বাবা তো হলেন সবার থেকে উঁচু (শ্রেষ্ঠ)। ভারতের মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর দেবী-দেবতারাই ডবল মুকুটধারী হয়েছেন। বাবার হলো শ্রীমৎ। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই, যেটা আর কেউ শেখাতে পারবে না। লেখা আছে - ভগবানুবাচ। তিনি হলেনই হেভেনলি গড্ ফাদার, যিনি স্বর্গ স্থাপনা করছেন, স্বর্গের জন্য তোমাদের ব্রাহ্মণদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম সবথেকে উঁচু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল। বাবা সেবার যুক্তি অনেক বলে দেন। যদি কেউ গালিও দেয়, তোমরা চিত্র রেখে দাও, সেখানে লেখা থাকবে যে এই বর্ণতে ভারতই আসে। এখন হল কলিযুগ, শূদ্র বর্ণ। পুনরায় তোমরা বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমাদের নাম হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমাদের চিত্র এমন হতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, এইরকম চিত্র তো আগে কখনও দেখিনি। এই জ্ঞান ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্নরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এই ব্যবসাও খুব ভালো। তাই যিনি শ্রীমত দিচ্ছেন তিনিও হলেন সর্বোত্তম। কিন্তু অনেক বাচ্চা পরিশ্রম করে না। ঘরে শুয়ে বসে থাকে, তাই বাবা উৎসাহ দিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন। তোমরা একটা চিত্র বানাও, এর দ্বারা হাজার হাজার মানুষের কল্যাণ হবে, সবাই তোমাকে বাহবা দেবে। বন্দেমাতরম্ বলবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রুদ্র মালাতে প্রথম নম্বরে আসার জন্য নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবা আর সুইট হোমকে স্মরণ করে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে।

২) আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে সত্যিকারের যাত্রা করাতে হবে। এক বাবার শ্রীমতের দ্বারা নিজেকে ডবল মুকুটধারী বানাতে হবে।

বরদানঃ:- স্বস্থিতির শক্তির দ্বারা যেকোনও পরিস্থিতির মোকাবিলাকারী মাস্টার নলেজফুল ভব স্ব-স্থিতি অর্থাৎ আত্মিক স্থিতি। পর-স্থিতি ব্যক্তি বা প্রকৃতির দ্বারা আসে কিন্তু যদি স্বস্থিতি শক্তিশালী থাকে তো তার সামনে পর-স্থিতি কিছুই নয়। স্ব-স্থিতিতে স্থিত থাকা আত্মা কোনও প্রকারের পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেনা কেননা সে নলেজফুল আত্মা হয়ে গেছে। তার মধ্যে তিনকালের, সকল আত্মাদের নলেজ আছে। সে জানে যে এটা হল পরবশ এইজন্য শুভভাবনা, শুভকামনার দ্বারা তার সেবা করবে, ঘাবড়াবে না, সর্বদা তার মুখে হাসি থাকবে।

স্লোগানঃ:- ভাগ্যবান হলো সে যে সর্বদা ভাগ্যের গুণ গায়, দুর্বলতার নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই নেশা থাকতে হবে যে আমাদের ভাগ্য স্বয়ং বাবা এসে জাগিয়েছেন, এখন আমরা ভারতের শুয়ে থাকা ভাগ্যকে জাগানোর নিমিত্ত হয়েছি”

*প্রশ্নঃ - কে নিরন্তর খুশীতে বগল বাজাতে (লাফাতে এবং হাসতে) থাকে?

*উত্তরঃ - ১) যে দিনরাত নিজেকে সেবাতে ব্যস্ত রাখে। ২) যে কখনও মাতা-পিতার প্রতি মান অভিমান করে না। যদি কখনও কোনও কথাতে নিজেদের মধ্যে বা মাতা পিতার প্রতি মান অভিমান করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাহলে খুশীতে বগল বাজাতে পারবে না। মায়া তাকে থাপ্পড় মেরে দেয়। যে সবাইকে হাসায়, সে কখনও কারো উপরে অভিমান করে না।

*গীতঃ- তোমরাই হলে আগামী দিনের ভাগ্য...

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন হলেন সদ্ধুরু। সদ্ধুরু যেমন আছেন, তেমনি মিথ্যাবাদীও অবশ্যই আছে। যেরকম বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া... সত্যযুগে এমন বলা হবে না। তার নামই হলো সত্য খন্ড। ভারত সত্যখন্ড ছিল। সত্যখন্ড নাম কেন রাখা হয়েছে? কেননা এই খন্ড হলো অসীম জগতের বাবার জন্মভূমি। এই কথাটি আর কারো বুদ্ধিতে নেই যে পরমপিতা পরমাত্মাকে টুখ অর্থাৎ সত্য বলা হয় আর ভারত হল তাঁর জন্মভূমি। বাবা এসে এই কথা বোঝাচ্ছেন। এই ভারত বাস্তবে স্বর্গ ছিল, এখন তো হল নরক। আমি ভারতকে স্বর্গ বানাতে আসি।

এখন তোমরা জানো যে নিশ্চিত ভাবেই পূর্বে ফরেনারদের রাজ্য ছিল, তখনও নরক ছিল, এখন তো আরোই চরমতম নরক হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে মতভেদে এসে কতোই না যুদ্ধ করতে থাকে। ভাষার মধ্যেও কতো অনৈক্য হয়ে গেছে। মিথ্যা বলতে থাকে - আমরা সবাই হলাম এক। বাস্তবে এত সব মানুষ হলো এক ব্রাদারহুড। কোনও মতভেদ হওয়া উচিত নয়। ধর্মের মধ্যেও কোনও মতভেদ যেন না হয়। কিন্তু কতোইনা মতভেদ আছে! এখন তো ভাষার মধ্যেও মতভেদ হয়ে গেছে। সবই ড্রামার ভবিষ্যৎ। ভারত চূড়ান্ত পরিমাণে নরকে পরিণত হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে কতোইনা শত্রুতা! কৌরব আর পান্ডবদের যুদ্ধ তো হয় নি। পান্ডব তো তোমরা এখানে বসে আছে। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণকুল ভূষণ ভারতের ভবিষ্যৎ। তোমাদের নাম কতোইনা সুন্দর - স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। ত্রিমূর্তি শিববাবা তোমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। তৃতীয় নেত্র খুলে দেন। তিজরীর কথা অথবা সত্যনারায়ণের কথা বা অমর কথা - বিষয়টা তো একই। তোমরা সকল ভারতবাসীরা অমরকথা শুনছো। যেরকম বাবা বোঝাচ্ছেন সেইরকম ভাবে তোমাদেরকেও বোঝাতে হবে। অনেকেই জিজ্ঞেস করে - বাবা, সার্ভিস কিভাবে করবো? বাবা বুঝিয়েছেন যারা ব্রাহ্মণকুল ভূষণ, মানুষকে হিরের মতো তৈরী করে, তারা নিজেদের কাছে বোর্ড লাগিয়ে রাখবে। সেখানে শিববাবার চিত্র লাগানো থাকবে। শিববাবার চিত্রের নিচে লিখতে হবে - “অসীম জগতের বাবার থেকে জন্মসিদ্ধ অধিকার স্বর্গের বাদশাহী কিভাবে প্রাপ্ত হয় - সেটা এসে বুঝে যাও।” তখন মানুষ এসে বুঝবে। বোঝানো তো সহজ। বাবা এসেছেন, এসে স্বর্গ বানাচ্ছেন। এটা হলো শিববাবার অবতরণ ভূমি। পরমধাম থেকে বাবা ভারতেই আসেন। ভারতই হল সবথেকে বড় তীর্থস্থান। সবাইকে মানতে হবে। গুরুনানক, বুদ্ধ ইত্যাদি যারা যারা আছেন, তাদের সকলের বাবা, যিনি হলেন পতিত-পাবন, এটা হল তাঁর জন্মভূমি। এখন তো হল আসুরী রাজ্য। যেখানে রাজা-রানী কালো, সেখানে প্রজারাও কালো হবে, পুনরায় গৌর (সুন্দর) হয়ে যাবে। একে বলা হয় আয়রণ এজ, সেটা হল গোল্ডেন এজ। পাবন দুনিয়া তো হল শিবালয়। ইংরেজরাও মনে করে যে গড গডেজের রাজ্য ভারতেই ছিল। কিন্তু কবে ছিল, এটা বুঝতে পারে না। ভারত অত্যন্ত ধনসম্পদে ভরপুর ছিল, এখন তো কাঙাল হয়ে গেছে, এইজন্য ভারতকে টাকা দান করে। গরীবকেই দান করা হয়, তাই এখন দান দিতে থাকে। ভারত থেকেই অনেক ধন নিয়ে গেছে। এখন পুনরায় ভারতকে দিতে থাকে। বাবা বলছেন - আমার পার্ট হলো ভারতকে হিরেতুল্য বানানো। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তোমাদেরকেই দেবী-দেবতা বানাচ্ছেন। গাওয়া হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ আর দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতবাসী তা জানে না। তাদের এই অজ্ঞানতাও ড্রামার মধ্যে নির্ধারিত আছে। তাই এই বোর্ড লাগিয়ে দাও যে লৌকিক বাবার থেকে জন্ম-জন্মান্তর পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো, এখন এসে পারলৌকিক বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নাও। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান সঙ্গমেই হয়ে থাকে। তাই সবাইকে এটা বোঝাও যে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আর সত্যযুগী দৈবী স্বরাজ্যের অধিকারী। কতো সহজ কথা। এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হল শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী। কল্প

পূর্বেও হয়েছিল, এখন পুনরায় হয়েছে, দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। শিববাবার চিত্রও সাথে থাকবে। ভারতকে স্বর্গ বানাতে যারা সাহায্য করে, তাদের পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ যেরকম সেবা করবে, সেরকমই পদ নেবে। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুশী হয় যে আমরা শ্রীমতে চলে স্বর্গে রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। নেশা তো অবশ্যই চড়া উচিত। স্বর্গের মালিক তো সবাই হবে কিন্তু পুরুষার্থ করে নিজের উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। বাবার নাম সুপ্রসিদ্ধ করো। গাইতে থাকে - গুরুর নিন্দুক কোনও স্থান পাবে না। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞেস করো - কোন পদ? এখন তো এই সদ্গুরু গ্যারান্টি করছেন যে - আমি তোমাদের সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। এটা বাবা-ই বলতে পারেন। গাওয়া হয়ে থাকে যে মশার মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে যাবে। বিনাশ হবে তখন খড়ের গাদায় আগুন লাগবে। এটাও গাওয়া হয়ে থাকে যে পান্ডবদের লাঙ্গাগৃহে আগুন লাগিয়েছিল। লাঙ্গাগৃহ ছিল তাই না। এনার নাম ছিল লেখরাজ। তাই সত্য-সত্যই তারা কেরোসিন নিয়ে এসেছিল আগুন লাগানোর জন্য। প্র্যাক্টিক্যাল কথা, তাই না। আগুন লাগেনি, এটা তো কেবল লিখে দিয়েছে। তাই বাচ্চারা তোমাদের কতইনা নেশায় থাকতে হবে, কেননা তোমরাই ভারতের ভবিষ্যৎ হতে চলেছো। তারা তো নিজেদের ভাগ্যের সামনে রেখা টেনে দিয়েছে। এখন টাকা-পয়সা ইত্যাদি সব বাইরে থেকে আসছে। এটা রিটার্ন সার্ভিস হচ্ছে। বিনাশ সামনে অপেক্ষারত। তারা তোমাদের থেকে অনেক কিছু নিয়েছে, ভারতে অনেক লুটপাট করেছে। কতো গুপ্ত রহস্য ড্রামার মধ্যে নিহিত আছে! বিদেশীরা হল এখন ভারতের প্রতি দাতা। ড্রামা অনুসারে এটা পূর্ব নির্ধারিত আছে। কল্প পূর্বেও এইরকম হয়েছিল। বাবা বোঝাচ্ছেন প্রতি কল্পে আমি তোমাদের সাথে মিলিত হয়েছি। প্রতি কল্পে শ্রীমত দ্বারা বাবার থেকে তোমরা নিজেদের স্বরাজ্য প্রাপ্ত করো, আর কিছু করার দরকার নেই। “অহিংসা পরম ধর্ম” - এই শ্রীমতের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছে। ‘শ্রী-শ্রী’ - গুরুদের বলা যাবে না। শিববাবাকেই ‘শ্রী-শ্রী’ বলা যাবে। ভগবানুবাচ - এটা হল সেই ৫ হাজার পূর্বের সময়, যখন আমি সবাইকে উদ্ধার করতে আসি। তোমরাও হলে শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী, ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তিদেরও বোঝাতে পারো। যারা সোশাল ওয়ার্কার, তাদেরকেও বোঝাতে পারো। সার্ভিসের দ্বারাই বৃদ্ধি হবে। সাহস রাখতে হবে। এটা তো জানো যে মায়াও কম নয়। চাঁটি মেরে এমন মুখ ঘুরিয়ে দেবে যে, রামের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যাবে। একটা খেলা আছে না - এখন রামের, আবার এখনই রাবনের হয়ে যায়। বাবা বলেছিলেন যে বিরাট রূপও বানাও। সেখানে বর্ণ দেখাতে হবে - দেবতা বর্ণ, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে এসেছো। শূদ্র থেকে এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছো। ভারতের ৮৪ র চক্র এইভাবেই পুনরাবৃত্তি হয়। তোমরা যে কাউকে এটা বোঝাতে পারো। একে বলা হয় সহজ রাজযোগ। তোমরা হলে রাজযোগী, রাজঋষি, আর তারা হল হঠযোগী ঋষি।

তোমরা এখন শ্রীমতে চলে পবিত্র হচ্ছে। সত্যযুগ ত্রেতাতেই হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে মায়া থাকেনা। বাচ্চা যেভাবে জন্ম নেওয়ার হবে, সেইভাবেই হবে। তোমরা এই প্রশ্ন কেন করো যে বাচ্চা কিভাবে জন্ম নেবে? প্রথমে বর্ষা তো নিয়ে নাও। সেখানকার রীতি-নীতি যেমন হবে, তেমন হবে। এসব কেন জিজ্ঞেস করো? তোমাদেরকে তো নির্বিকারী হতে হবে, তারপর সেখানে যা নিয়ম থাকবে, সেইভাবেই চলবে। শ্রীকৃষ্ণও গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। তাকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। সে তো গর্ভ মহলে বড়ই আরামে বসেছিল। এখানে তো গর্ভজেলে অনেক শাস্তিভোগ করে ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে। তো এইরকম-এইরকম কথা বোঝাতে হবে। সার্ভিস করতে হবে। মিত্র, সম্বন্ধী, প্রতিবেশী ইত্যাদি সবাইকে জ্ঞান শোনাতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে থাকো। অসীম জগতের বাবা স্বর্গ স্থাপন করছেন। বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞা করো যে - বাবা আমি আপনার সহায়ক হয়ে পবিত্রতার বর্ষা অবশ্যই নেবো। সবকিছুর আধার হল পুরুষার্থ। ফলো মাদার-ফাদার। জিজ্ঞাসা করার কি আছে? এইম্ অবজেক্ট হলই রাজযোগ, রাজা হওয়ার জন্য যোগ। প্রজা হওয়ার জন্য যোগ নয়। রাজা হবে তাহলে প্রজাও তো অবশ্যই চাই। ভারতে সর্বদাই রাজা-রাণীর রাজ্য চলে এসেছে। এখন তো নো রাজা-রাণী। বাবা পুনরায় রাজা-রাণীর রাজ্য স্থাপন করছেন। একে বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ। পতিত-পাবন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন অবশ্যই বলতে হবে। পতিত-পাবন বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই তিনি হলেন সত্য বাবা। সৎ শিক্ষক আবার সদ্গুরুও। পতিত-পাবন হল ফার্স্ট। গুরুর মহিমা হল প্রধান।

যাদের ঘরে কোলাহল হয়, তখন বলা হয় কলহ-ক্লেষের কারণে জলপূর্ণ কলসও শুকিয়ে যায়। যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার উপরেই দোষ পড়ে যায়। ড্রামা অনুসারে তার বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুই বলতে পারে না। যদি গিয়ে বাবার নিন্দা করে তাহলে গলার আওয়াজ রুদ্ধ হয়ে যায়। সদ্গুরুর নিন্দুক কোনও পদ পায় না। ইনি তো হলেন সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সদ্গুরু। যদি আমার নিন্দা করাও তাহলে কোনও পদ পাবে না। বিনাশের রিহার্সালও হতে থাকবে। তখন কিছু

মানুষ অস্ত্রান নিদ্রা থেকে জাগবে। তোমরা যদিও জাগাও, কিন্তু একদম ঘোর নিদ্রায় শুয়ে আছে। শাস্ত্রে তো গ্লানির কথা লিখে দিয়েছে। সত্যযুগের নাম গুপ্ত করে দিয়েছে। খুশীতে তো অন্তর্মনে হাসতে হবে লাফাতে হবে। মাতা-পিতার কাছে কখনও অভিমান করো'না। তুফান আসবে, কিন্তু বাবাকে কখনও ত্যাগ করবে না। মাতা-পিতার থেকে কখনও মুখ ঘুরিয়ে নেবে না। মায়া অত্যন্ত প্রবল। বাচ্চারা তোমরা কখনও অভিমান করবে না। তোমরা সবাইকে হাসাতে থাকো। বাবার থেকে বড় লটারী প্রাপ্ত হয়েছে তাই সর্বদা হাসি-খুশীতে থাকতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। দুঃখ দিলে দুঃখী হয়ে মরবে। মুখ দিয়ে সর্বদা রক্তই বের করতে হবে, পাথর নয়। পাথর বের হলে পাথরবুদ্ধি হয়ে যাবে। এখন তো কেউ সম্পূর্ণ হয় নি। সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সহায়ক হয়ে তাঁর থেকে ইনাম (পুরস্কার) নিতে হবে। সঙ্কুরর নাম সুপ্রসিদ্ধ করতে হবে। বাবার নিন্দা করাবে না।

২) নিজেদের মধ্যে কলহ করবে না। মুখ দিয়ে সর্বদাই রক্ত বের করতে হবে, পাথর নয়। সবাইকে হাসাতে হবে, কখনও মান অভিমান করবে না।

বরদানঃ:- নির্বিঘ্ন স্থিতির দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পাওয়ারফুল বানিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব তোমাদের সেবা হলো প্রথমে নিজেকে নির্বিঘ্ন বানানো তারপর অন্যদেরকে নির্বিঘ্ন বানানো। যদি নিজেই বিঘ্নের বশীভূত হতে থাকে তাহলে অস্ত্রে নির্বিঘ্ন থাকতে পারবে না। সেইজন্যে অধিক সময় ধরে নির্বিঘ্ন স্থিতি বানাও, দুর্বল আত্মাদেরকেও বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া শক্তি প্রদান করে শক্তিশালী বানাও, 'আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান', এই স্থিতির অনুভব করো - তাহলে বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল হবে।

স্নোগানঃ:- যারা রয়্যাল বাবার রয়্যাল বাচ্চা, তাদের প্রত্যেক চলনের দ্বারা রয়্যালটি দেখা যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বাপদাদা চাইছেন - ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষকে আসক্তি মুক্ত (ডিট্যাচ) বর্ষের রূপে পালন করো"

আজ বাপদাদা সর্বদা অন্তর থেকে বাবার স্মরণে থাকা তাঁর স্নেহী, সহযোগী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাবার প্রতি বাচ্চাদের যতখানি স্নেহ, বাবারও বাচ্চাদের প্রতি তেমনই স্নেহ রয়েছে। বাবা সকল বাচ্চাকে এক সমান স্নেহ দেন। কিন্তু বাচ্চারা নিজের নিজের শক্তি বা সামর্থ্য অনুসারে স্নেহকে ধারণ করে থাকে। সেইজন্য বাবাকেও বলতে হয় নম্বর অনুক্রমে স্মরণের স্নেহ-সুমন। কিন্তু বাবা সকল বাচ্চাদেরকে নম্বর ওয়ান হৃদয়ের ভালোবাসা অমৃতবেলার থেকে দিতে থাকেন। সেইজন্য অমৃতবেলা বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্যই রাখা হয়েছে। কারণ অমৃতবেলা হলো সমস্ত দিনের আদি সময়। তো যে বাচ্চারা আদি সময়ে বাবার স্নেহ অন্তরে ধারণ করে নেয়, তো হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ সমাহিত হয়ে থাকার কারণে আর কোনো স্নেহ আকর্ষণ করে না। যদি নিজের স্থিতি অনুসারে পুরো হৃদয় ভরে স্নেহকে হৃদয়ে সমাহিত না করে, এতটুকুও যদি খালি থাকে, সম্পূর্ণটা না নাও, তবে হৃদয়ে জায়গা থেকে যাওয়ার কারণে মায়া নানান রূপে অনেক স্নেহ, ব্যক্তির রূপে হোক, বৈভবের রূপে হোক - উভয় রূপেই সেই স্নেহতে আকর্ষণ করে নেয়।

কোনো কোনো বাচ্চা বাপদাদাকে বলে আমার কাছে এখনও পর্যন্ত মায়া কেন আসছে? যখন মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে গেছি, তাহলে তো মায়ার আসার কোনো কোশ্চেনই নেই। কিন্তু মায়ার আসার কারণ হলো আদিকাল অমৃতবেলায় নিজের হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ সম্পূর্ণ রূপে তোমরা ধারণ না করা। যদি কোনো জায়গা কিছুটা অসম্পূর্ণ রেখে ভরা হয়, কিছুটা জায়গা খালি থাকে, তবে উথালপাতাল তো হবে তাই না! যোগে বসছোও, অমৃতবেলায় উঠছোও, লক্ষ্যও সামনে রয়েছে, আবার বলছোও যে, এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়... এটা অন্তর থেকে বলছো নাকি কেবল মুখেই? তবে হৃদয়ে অন্য কিছু আকর্ষণের কারণ কী? নিশ্চয়ই কোথাও ব্যক্তি বা বৈভবের দিকে স্নেহ চলে যাচ্ছে, তবেই তো সেটা আকর্ষণ করছে। হৃদয় পরমাত্ম ভালোবাসায় সম্পূর্ণতঃ ভরা নয়। তোমরা ভেবে দেখো - তোমার এক হাতে কেউ যদি হীরে দেয় আর অন্য হাতে যদি মাটির গোলা দেয়, তোমার আকর্ষণ কোনটার দিকে যাবে? হীরের দিকে যাবে মাটির দিকে নয়। মাটি দিয়ে খেলাও তো ভালো তাই না? তো ব্যর্থ সংকল্প - এটাও তাহলে কী? হীরে নাকি মাটি? তো তোমরা মাটি দিয়েও খেলে থাকো, তাই না? অভ্যাস হয়ে গেছে, সেইজন্যই। ব্যক্তিও তবে কী? মাটিই তো না? মাটি, মাটিতেই মিশে যায়। তাদের দেখতে খুব সুন্দর লাগে, চেহারাও হোক অথবা কোনো বিশেষত্বের, কোনো গুণের দিক থেকে, যা দেখে তোমরা বলে থাকো, আমার কোনো কিছু প্রতি আসক্তি নেই, স্নেহ নেই, কিন্তু এনার এই গুণটা খুব ভালো। তো গুণের প্রভাব খানিকটা পড়ে যায় অথবা তোমরা বলে থাকো যে, এনার মধ্যে সেবা করার মতো অনেক বিশেষত্ব রয়েছে, তো সেবার বিশেষত্বের কারণে তার প্রতি কিছুটা স্নেহ রয়েছে। মুখের শব্দে হয়তো প্রকাশ করছো না কিন্তু কোনো ব্যক্তির দিকে বা বৈভবের দিকে বারে বারে এই সংকল্প যাচ্ছে যে - এটা যদি থাকতো তো খুবই ভালো... এও হলো আকর্ষণ। সেই ব্যক্তির এই বিশেষত্বের দাতা কে? সেই ব্যক্তি নাকি এই বাবা দেন? কে দেয়? তো ব্যক্তি খুব ভালো, ঠিক আছে সে খুব ভালো, কিন্তু যখন কোনো বিশেষত্বকে দেখছো, গুণ গুলিকে দেখছো, সেবাকে দেখছো, তো দাতাকে ভুলো না। সেই ব্যক্তিও বাবার থেকে নিয়েছে (লেবতা), দাতা নয় সে। বাবার না হলে সেই ব্যক্তির মধ্যে এই সেবার গুণ বা বিশেষত্ব আসতে পারতো কি? নাকি সেই বিশেষত্ব সে অজ্ঞান থেকেই নিয়ে আসে? ঈশ্বরীয় সেবার বিশেষত্ব অজ্ঞানে থাকতেই পারে না। অজ্ঞানেও যদি কোনো বিশেষত্ব বা গুণ থাকেও, জ্ঞানে আসার পরে সেই গুণ বা বিশেষত্বকে যদি জ্ঞানে না ভরে নেয়, তবে সেই বিশেষত্ব বা গুণ পরে জ্ঞান মার্গে এতখানি সেবা করতে পারবে না। এমনকি ন্যাচারাল গুণেও জ্ঞান ভরতেই হবে। তো জ্ঞান ভরে দেবেন কে? বাবা। তো কার দেওয়া হলো, দাতা কে? তো লেবতা ভালো লাগে তোমাদের নাকি দাতা ভালো লাগে? তবে লেবতার পিছনে কেন ছোটো?

বাবার সামনে কিস্বা দাদীদের সামনে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে বলে থাকে যে, দাদী আমার কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই, একেবারেই নেই, শুধুমাত্র সেবার কারণে যতটুকু থাকার আছে। এতটুকু আছে বলে নিজেকে সেফ রাখে। কিন্তু এই অ্যাটাচমেন্ট তা সে গুণেরই হোক, সেবারই হোক, কিন্তু এই অ্যাটাচমেন্ট আজ নয় তো কাল কোথায় নিয়ে যাবে? কাউকে কাউকে তো এই অ্যাটাচমেন্ট পুরানো দুনিয়া পর্যন্তও নিয়ে যায়। কিন্তু মেজরিটি পুরানো দুনিয়া পর্যন্ত যায় না, কিছু কিছু জন যায়। মেজরিটির অ্যাটাচমেন্ট পুরুষার্থে অমনোযোগিতার দিকে নিয়ে যায়। তখন ভাবতে থাকে এ তো একটু আধটু হয়েই থাকে, তারপর বাবাকেও বোঝাতে থাকে - বলে বাবা, আপনি তো সাকারে নেই, ব্রহ্মা বাবাও অব্যক্ত হয়ে গেছেন,

আর আপনি তো হলেনই বিন্দু, জ্যোতি। এখন আমরা তো রয়েছি সাকারে, এত বড়সড় শরীর আমাদের আর শরীর দিয়েই তো সব করতে হবে আমাদেরকে, চলতে ফিরতেও হবে। তো আমরা রয়েছি সাকারে আর আপনি হলেন আকার আর নিরাকার। এখন সাকারে কাউকে তো চাই তাই না! আচ্ছা অনেক নয়, একজনকে তো প্রয়োজন না! এক জনও চাই না? আচ্ছা সাবধান! বাপদাদা জিজ্ঞাসা করছেন একজনকে তো চাই? চাই না? (এক বাবাকে চাই) বাবা তো আছেনই কিন্তু অনেক সময়ই মনে অনেক কথা এসে যায় আর মন ভারী হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মনকে হাল্কা করছে ততক্ষণ পর্যন্ত যোগও লাগবে না। তখন কি করবে? বাবারও তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে : এই রকম টাইমে তোমরা কি করো? মন ভারী আর যোগ লাগছে না তো কি করবে? বমি করে বের করে দেবে নাকি ভিতরে ভিতরেই ছটফট করতে থাকবে? ডাক্তাররা কি বলে? পেট যদি ভারী হয়ে যায় তাহলে বমি করে বের করে দেওয়া উচিত নাকি ভিতরেই রেখে দেওয়া উচিত? ডাক্তাররা কি বলে থাকে? বমি করে দেওয়া উচিত না? তো ডাক্তাররাও বলে যে বমি করে দেওয়া উচিত। আচ্ছা।

এ হলো শরীরের ডাক্তারের কথা আর তোমরা সবাই হলে মনের ডাক্তার। তো শরীরের ডাক্তাররা তাদের উত্তর জানিয়েছে এবার মনের ডাক্তাররা বলো - মনের মধ্যে যদি কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে তবে কোথায় বমি করবে? বাবার কাছে গিয়ে বমি করবে? (বাবার রুমে গিয়ে করবে) বাবার রুমে গিয়ে বমি করে আসবে! ভাবো! বাবার সামনে গিয়ে বমি করবে? নাহলে কোথায় করবে? কোনো জায়গার কথা তো বলো? বাপদাদা তো বাচ্চাদের পক্ষ নেবেন যে, সেই সময় তো কাউকে নিশ্চয়ই দরকার। (বাবাকে বলে দেবে) আর বাবা যদি না শুনতে চান, তাহলে কি করবে? অনেক বাচ্চার কমপ্লেন্ট আছে না যে, আমি তো বাবাকে বলেছি, বাবা তো শুনেছেনই না, কোনো জবাবই দিচ্ছেন না। বাস্তবে হৃদয়ে যদি পরমাত্ম ভালোবাসা, পরমাত্ম শক্তি, পরমাত্ম জ্ঞান ফুল থাকে, এতটুকুও যদি খালি না থাকে, তবে কখনোই কোনো দিকেই অ্যাটাচমেন্ট কিম্বা স্নেহ যাবেই না।

কেউ কেউ বলে - 'অ্যাটাচমেন্ট নেই কিন্তু কেবল ভালো লাগে'। তো একে কি বলবে? বলছে অ্যাটাচমেন্ট নেই, ভালো লাগে, তো এটা কি? এইটুকু ছাড় দেওয়া যায় যে, আচ্ছা ঠিক আছে, অ্যাটাচমেন্ট নেই, কিন্তু তাদের সাথে ওঠাবসা করা, তাদেরকে দিয়ে সেবা করাতে ভালো লাগে, তো এই স্বাধীনতাটুকু দেওয়া যায়? যারা মনে করো একটু আধটু দেওয়া উচিত, এখনও পর্যন্ত তো আমরা সম্পূর্ণ হইনি, পুরুষার্থ করছি, এইটুকু ছাড় অন্তত দেওয়া উচিত! তারা হাত তোলো। এখন হাত তো তুলবে না, কারণ বিরত বোধ করবে, তাই না! কিন্তু তোমরা যদি মনে করো যে এইটুকু ছাড় অন্তত দেওয়া উচিত, তারা চিঠিতে লিখে দাদীকে প্রাইভেটলি দিও। এই রকম বলবে না যে, দাদী পাঁচ মিনিট একটু কথা বলতে চাই, কারণ এরজন্য তো তাহলে টাইম চাই। চিঠিতে লিখে দিলে বাপদাদা সেই চিঠি গুলো একত্রিত করবেন ভালো করে। আরও ভালো হবে সেটা তাই না? আচ্ছা, এখন তো সবাই না করছে আর সকলের ভিভিওতে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। যদি না করে তবে তো তখন বলা হবে যে, সেই ক্যাসেট পাঠানো হবে যে, তুমি তো না বলেছিলে তাহলে আবার কেন করলে? পাঠাতে হবে নাকি সেফ রাখবে নিজেকে? পাক্সা নাকি একটু আধটু কাঁচা পাকা!

সেই দিনও বলেছিলাম যে, এই সীজন ডায়মন্ড জুবিলীর শুভারম্ভ করবে, সুতরাং এই সীজনে তোমরা তো কনফারেন্সের, ভাষণের, মেলার অনেক অনেক প্রোগ্রাম তৈরী করেছো। কিন্তু বাপদাদা বিশেষ এই ডায়মন্ড জুবিলীতে একটি প্রোগ্রাম বানাতে চান, তার জন্য প্রস্তুত তোমরা?

বাপদাদা চান যে, ডায়মন্ড জুবিলীতে যে বাচ্চাকেই দেখবে - তা সে দুই বছরের হোক কিম্বা ষাট বছরের হোক, দুই মাসেরই হোক না কেন, টিচার হোক, স্টুডেন্ট হোক, সমর্পিত হোক কিম্বা প্রবৃত্তিতে রয়েছে, কিন্তু ডায়মন্ড বর্ষে, এই যে বাবার সাথে তোমরা সকলেও দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছো যে, পবিত্রতার দ্বারা আমরা প্রকৃতিকেও পবিত্র বানাবো, তো তোমাদের এই সংকল্প রয়েছে নাকি সেটা বাবাকে করতে হবে? বাবার সাথী তোমরা? হাতখানি কেবল এমনিই রেখে থাকো, চাতুরি করে থাকো তোমরা। এই রকম করবে না। তো বাপদাদা চান যে, সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি বাচ্চা অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত যেন হয় - সাধনের থেকেই হোক অথবা ব্যক্তির থেকে। সাধনের প্রতিও অ্যাটাচমেন্টে নয়। ইউজ করা আলাদা ব্যাপার আর অ্যাটাচমেন্ট হলো আরেক ব্যাপার। তো বাপদাদা অ্যাটাচমেন্ট - মুক্ত বর্ষ পালন করতে চান। এই ফাংশান করতে চান। তো এই ফাংশানে তোমরা সাথী হবে? তারপর এটা তো বলবে না যে, এই কারণ ঘটেছিল? যে কারণই ঘটুক না কেন, যদি হিমালয়ও ভেঙে পড়ে, কিন্তু তোমাদেরকে সেই হিমালয় পর্বতকেও অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে হবে। এতখানি সাহস রয়েছে তোমাদের? আগে টিচাররা বলো। স্টুডেন্টরা খুশী হয় যে আমাদের টিচারকে বাপদাদা কিছু বলছেন। আর টিচাররা তো সহযোগিতা করার জন্য সব সময় সাথীই তাই না? কারণ এর পরে আজকালকার দুনিয়ায়

যারা নিজেদেরকে ধর্ম আত্মা, মহান আত্মা ঘোষণা করে, তাদের ফাউন্ডেশনও নড়ে যাবে। আর সেই সময় আদিতে যখন ব্রহ্মা বাবা নিমিত্ত হয়েছিলেন তো গালি কোন্ জিনিসের কারণে খেতে হয়েছিল? পবিত্রতার কারণে না? নাহলে তো ব্রহ্মা বাবার পাস্ট লাইফে তাঁর থেকে বয়সে বড় কোনো ব্যক্তিরও সাহস হতো না ব্রহ্মা বাবার দিকে আঙুল তুলতে। এই রকম পার্সোনালিটি ছিল ওনার। কিন্তু পবিত্রতার কারণে গালি শুনতে হয়েছিল। আর এই পরমাত্ম জ্ঞানের নবীনত্বই হলো পবিত্রতা। গর্বের সাথে তোমরা বলে থাকো না যে, আগুন আর কর্পূর একসাথে থাকলেও আগুন লাগবে না। এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে না তোমাদের? যে যুগলরা মনে করো যে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তারা হাত তোলো। খুব ভালো - একটিই গ্রুপে সাথী তো অনেক রয়েছে। তো ডায়মন্ড জুবিলীতে কী করবে তোমরা? অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত। ক্রোধ মুক্ত-র করেছো না তোমরা? একটু আধটু ক্রোধ তো বাপদাদা অনেকের মধ্যেই দেখেছেন। কিন্তু এইবার সেই বাকিটুকুকেও তোমরা ছেড়ে দাও। তবুও দেশের হোক কিম্বা বিদেশের যে বাচ্চারা অ্যাটেনশন রেখেছে আর সম্পূর্ণ রূপে ক্রোধ মুক্ত জীবনের প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করেছে, করে দেখিয়েছে, তাদের সবাইকে বাপদাদা পদমণ্ডলের থেকেও বেশী অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কারণ এই সময় বিদেশের হোক কিম্বা এখানকার সকলের বুদ্ধি রূপী টেলিফোন এখানে মধুবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। এখন সকলের কানেকশন মধুবনে রয়েছে। তো সকলে এটা তো অনুভব করে থাকবে যে, যারা খুব ভালো ভাবে দূত সংকল্প করেছো - তারা বাপদাদার থেকে বিশেষ এক্সট্রা সহায়তাও প্রাপ্ত করেছো। সুতরাং এই রকম ভাববে না যে, এক বছর ধরে তো ক্রোধকে নষ্ট করেছি, এখন তো আমি ফ্রি। যদি সম্পূর্ণ অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত অনুভব করবে তবে ক্রোধ মুক্ত অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। কেন? ক্রোধই বা হয় কেন? যে বিষয়টিকে, যে জিনিসটিকে তুমি চাইছো আর সেটা যখন পূর্ণ না হয় বা প্রাপ্ত হয় না, তখন ক্রোধ চলে আসে, তাই না? ক্রোধের কারণ হলো - তোমাদের যেটা সংকল্প রয়েছে সেটা যদি উল্টোও হয়, সঠিকও হয় কিন্তু যদি পূর্ণ না হয় - তখন ক্রোধ এসে যায়। মনে করো তুমি চাইছো যে, কনফারেন্স হবে, ফাংশান হবে তাতে আমিও অংশ গ্রহণ করবো। আমাদেরকে কবে সুযোগ দেওয়া হবে? তোমার ইচ্ছা রয়েছে আর তুমি সেটা ইশারায় জানিয়েও দিলে। কিন্তু তোমাকে চান্স দেওয়া হলো না। তো সেই সময় বিরক্তির উদ্বেক হয়, হয় না কি? চলো, মহাক্রোধ না-ই করলে, কিন্তু যে না করে দিলো তার প্রতি ব্যর্থ সংকল্পও তো চলবে না? তাহলে সেটা তো পবিত্রতা হলো না। অফার করা, নিজের আইডিয়া দেওয়া এ'সব তো ঠিক আছে। কিন্তু তোমার দেওয়া আইডিয়া বা বিচারের পিছনে সেই বিচারকে ইচ্ছার রূপে বদলে দিও না। সংকল্প যখন ইচ্ছার রূপে বদলে যায়, তখন বিরক্তির ভাবও আসে, মুখ থেকেও ক্রোধ বর্ষিত হয় বা হাত পা-ও চলে। হাত পা চালানো - সেটা হলো মহাক্রোধ। তাই নিঃস্বার্থ হয়ে নিজের আইডিয়াকে ব্যক্ত করো, স্বার্থ রেখে নয় যে, আমি যখন বলেছি তাহলে সেটা হতেই হবে - এই রকম ভাববে না। অফার করো তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কেন কি এর মধ্যে যেও না। নাহলে ঈর্ষা, ঘৃণা - সে'গুলো হলো এক একটা সাথীর আগমন হওয়া। সেইজন্য যদি পবিত্রতার নিয়মকে পাক্ষা করো, অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত হয়ে গেছো - তবে এই অ্যাটাচমেন্টও থাকবে না যে, হতেই হবে। হওয়াই উচিত, না। অফার করেছো ঠিক আছে, তোমার নিঃস্বার্থ অফার দ্রুত পৌঁছে যাবে। স্বার্থ কিম্বা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে করা অফার আরও ক্রোধের উদ্বেক করবে। ১০০ পার্সেন্ট অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত। বলো হ্যাঁ কি না? ফরেনার্স বলো, হ্যাঁ জী।

যেমন তেমন ভাবে ডায়মন্ড জুবিলী পালন করলে হবে না। ডায়মন্ড জুবিলীতে কিছু না কিছু নবীনত্ব দেখাতে হবে, যাতে গভর্নমেন্টের চোখ খুলে যায় যে, এটা কী! কোনো কার্যেই তারা তখন না করতে পারবে না। আরও বেশী করে অফার করবে, যেমন এখানে যখন মহামন্ডলেশ্বর এসেছিলেন, তো তিনি কি অফার করেছিলেন? অফার করেছিলেন যে, ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা আমাদের আশ্রমকে চালাক। এই রকম প্রার্থনা জানিয়েছিলেন না! তো সকল ডিপার্টমেন্ট করবে যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট আপনারাই পরিচালনা করুন। এই রকম প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপে করা - এটাই হলো ডায়মন্ড জুবিলী। কিন্তু প্রথম প্রতিজ্ঞা স্মরণে আছে? কি হতে হবে? (অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত) তখনই এ'সব হওয়া সম্ভব। এখনও যদি বাচ্চাকে মারধর করো তবে বাচ্চা ভালো কি করে হবে? নিজেরাই যদি আরও বেশী করে দুর্বল হতে থাকবে, তবে মহাত্মারা তোমাদের চরণে নত হবে কীকরে? যত যত পবিত্রতার পিলারকে (স্তুম্ভ) পাক্ষা করবে, ততই পবিত্রতার পিলার লাইট হাউস এর কাজ করবে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের হৃদয়ে সমাহিত বাপদাদার হারানিধি শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবার প্রতিটি নির্দেশ (ফরমান) মেনে চলা, নিজের আর অন্যদেরও আকাঙ্ক্ষা গুলিকে (অরমান) সমর্পিত করাতে পারা, সদা পবিত্রতার পিলারকে মজবুত বানাতে পারা আর পবিত্রতার লাইট, লাইট হাউস হয়ে ছড়িয়ে দিতে পারা বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে অ্যাটাচমেন্ট-মুক্ত বানাতে সক্ষম সমীপে আসতে পারা, থাকতে পারা সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বিদেশে থাকা চতুর্দিকের বাঘাদেরকে বাপদাদার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন। কেননা তারা সব সময়ই স্মরণের স্নেহ-সুমন সূচক পত্র পাঠাতেই থাকে। যারা পত্র পাঠিয়েছে তাদেরকেও বিশেষ স্মরণ আর যারা অন্তরের স্মরণের স্নেহ-সুমন পাঠিয়েছে, তাদেরকেও বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন।

বরদান:- নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে অস্থির পরিস্থিতিতেও অচল থেকে বিজয়ী রত্ন ভব
নিশ্চয় আর বিজয় - এই দুই হলো পরস্পরের পাক্সা সাথী। যেখানে নিশ্চয় রয়েছে সেখানে বিজয় নিশ্চতই রয়েছে। কেননা নিশ্চয় রয়েছে যে, বাবা হলেন সর্বশক্তিমান আর আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান, সুতরাং বিজয় তাহলে কোথায় যাবে? এই রকম নিশ্চয়ের কখনো পরাজয় হতে পারে না। নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন যদি সুপরিপক্ক হয়, তবে কোনও ঝড় ঝাপটাই নাড়াতে পারবে না। দোলাচলেও অচল থাকা - একে বলা হয় নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন। কিন্তু কেবল বাবার প্রতি নিশ্চয় নয়, নিজের প্রতি আর ড্রামার প্রতিও নিশ্চয় থাকবে।

স্লোগান:- উড়ন্ত বিহঙ্গ সে, যে দেহের সকল সম্পর্কের থেকে মুক্ত থেকে ফরিস্তা হওয়ার পুরুষার্থ করে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, নিশ্চয়ের আধারেই স্বর্গের রাজত্বের উপযুক্ত হতে পারা যায়, প্রথম নিশ্চয় চাই যে ভগবান টিচার হয়ে আমাদের পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্নঃ - বাবা সর্বশক্তিমান হয়েও সমস্ত কার্য প্রেরণার দ্বারা কেন করান না?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, আমাকে জ্ঞান শোনানোর জন্য আসতেই হবে। প্রফেসর যদি ঘরে বসে থাকে তাহলে কি করে পড়াবেন? বাচ্চারা, আমাকে তো তোমাদের পড়িয়ে সুযোগ্য তৈরি করতে হবে, স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করতে হবে। সেইজন্য আমি শরীরের আধার নিয়ে আসি। এতে বাচ্চাদের এতটুকুও সংশয় আসা উচিত নয়।

*গীতঃ- যে প্রিয়তমের (পিয়া) সাথে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে...

ওম্ শান্তি । বাবাকে প্রিয়তম(পিয়া) বলা হয়ে থাকে। বাবা জলের বর্ষণ তো করবেন না। এ হলো বৃষ্টিবার মতন কথা। যখন কোনো কথা বোঝে না তখন বলা হয়ে থাকে তুমি তো যেন প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছো। এখন পারশনাথ তো হলো প্রসিদ্ধ। পারশনাথ পারশে পরিণত করেন। পাথরে পরিণত কে করে? যে প্রস্তুতনাথ বানায় তাকে রাবণ বলা হয়। তোমরা হলে রাম সম্প্রদায়ের, তোমরা নম্বরের ক্রমানুসারে প্রস্তুতবুদ্ধি থেকে পারশনাথ হতে থাকো। যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। পারশবুদ্ধি কিভাবে হয়েছে? অবশ্যই কেউ তৈরি করার রয়েছে, যিনি পারশবুদ্ধি তো বানিয়েছেন কিন্তু এতে কেউ সূর্যবংশী ঘরানায়, কেউ চন্দ্রবংশী ঘরানায়, কেউ দাস-দাসী হবে, কেউ আবার প্রজাদের মধ্যে ধনশালী হবে। হবে সবকিছুই পুরুষার্থের উপর। অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকেই পারশনাথ বলবে। কোনো মানুষকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। এ হলো নিরাকার বাবারই মহিমা। তিনি যখন জ্ঞানের সাগর তখন জ্ঞান শোনানোর জন্য তাঁর শরীর অবশ্যই চাই। যে সংস্কার নিয়ে যায় সেই অনুসারে কর্ম করার জন্য শরীর তো চাই, তাই না ! তিনি তো হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। ঐন্নার মহিমা হলো অনেক বড় (উচ্চ) মহিমা। সকলের বাবা অদ্বিতীয় নিরাকার কিন্তু তিনিও তো হলেন আত্মা, তাই না ! আত্মাই অর্গ্যানস্ (কর্মেন্দ্রিয়) দ্বারা বলে যে এরা হলো আমার সন্তান।

বাবা বৃষ্টিয়ে থাকেন মানুষ ব্রাহ্মণদের ভোজন করায়, তাদের মধ্যে আত্মাকে আহবান করে তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করে। আত্মা, না জিজ্ঞাসা করলেও, ব্রাহ্মণদের ভোজন তো করায়, তাই না ! মনে করো কারোর স্বামী মারা গেল তখন বলে আমার স্বামীর শ্রাদ্ধ খাওয়াচ্ছি। আত্মা, তোমার স্বামী তো মারা গেছে তাহলে কাকে ডাকবে? আত্মাকে নাকি শরীরকে? বৃষ্টিবার মতন বিষয়(কথা) তাই না ! অবশ্যই আত্মাকে ডাকবে, তাই না ! শরীর তো বিনাশ তো হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় আসলে ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করে ভোজন করে। এখন কি প্রমাণ আছে, যে মারা গেছে তার আত্মাই আসে ? আসে তো অবশ্যই। আত্মা এসে বলে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় অমুক জিনিস কোথায় রেখেছো তখন বলেও দেয়। তখন অবশ্যই মনে করে যে আমি স্বামীর আত্মাকেই ভোজন করছি, স্বামীর আত্মার কাছে মাথা ঠেকায়(প্রণাম করে)। তখন ব্রাহ্মণকে দেখেনা। যেন স্বামীর নাম-রূপকে দেখে মাথা ঠেকায়। সেই নাম-রূপ তো ভল্লীভূত হয়ে গেছে তখন সেই শরীরও স্মরণে আসে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আত্মা আসে। অন্যের আত্মা এসেছে, তা অনুভূত হয়। যখন আত্মা এসেছে তখন অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হয়, তাই না? বাচ্চারা, তোমাদেরকেও বোঝানো হয়ে থাকে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার, ঐন্নার নিজস্ব শরীর নেই তাহলে উত্তরাধিকার দেবেন কিভাবে ? তাহলে অবশ্যই শরীরের আধার নিতে হবে। প্রথমে তো অবশ্যই নিশ্চয় চাই যে পরমপিতা পরমাত্মা আছেন, উনি ঐন্নার মাধ্যমে উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন। প্রেরণার দ্বারা তো দেবেন না। ঐন্নাকে তো এসে পড়াতে হবে, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই না ! এ হলো বৃষ্টিবার মতন কথা। যাদের ভাগ্যে ভবিষ্যতের উচ্চ প্রালব্ধ নেই তারা তো বৃষ্টিতে পারবে না। ঐন্নার আত্মা বলে যে আমি জ্ঞানের সাগর নই। ওই পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, কিন্তু আমি নিরাকার উপরে বসে প্রেরণার দ্বারা পড়াতে পারবো কি? এইভাবে তো কখনো পড়াশোনা হতে পারে না। প্রফেসর যদি ঘরে বসে থাকে তখন প্রেরণার দ্বারা পড়াতে পারবেন কি ! অবশ্যই স্কুলে আসতে হবে, তাই না ! পরমপিতা পরমাত্মাও ঘরে থেকে তো পড়াবেন না, তাই না ! প্রেরণার দ্বারা কি চিত্র খোঁড়াই বোঝানো যায়। এই চিত্রও তো শিববাবাই বের করিয়েছেন। তারপর স্বয়ং এসে বোঝান যে আমিই বের করিয়েছি। ইনি(ব্রহ্মা) তো জানতেনই না। আমি বাচ্চাদেরকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তৈরি করিয়েছি। করনকরাবনহার হলেন বাবা। প্রথমে বাবা বৃষ্টিয়ে থাকেন যে আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের

পিতা। নাহলে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে? মন্দিরও অবশ্যই রয়েছে। এ হলো ঐন্নার আত্মার মন্দির। বাকি সব হলো জীবাত্মাদের মন্দির কারণ জীব আত্মা তো জন্ম-মৃত্যুতে আসে, পরমাত্মা আসেন না। সেইজন্য তাঁর রূপ নিরাকারই রাখা হয়েছে। তাই বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। এই বাবাও বলেন -- আমিও শিখছি। তাহলে এখানে প্রেরণা বা শক্তির তো কোনো কথাই নেই। যদি কেউ বলে যে শক্তি আসে তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে? এই বাবা তো বলেন আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। এ হলো ভগবানুবাচ তাহলে অবশ্যই শরীরে আসতে হবে। এমন নয় যে এনার মধ্যে শক্তি রয়েছে। এ হলো পড়াশোনার কথা। আমি হলাম তোমাদের বাবা তারপর আমাকে টিচারও হতে হবে। সকলকে প্রেরণা কিভাবে দেবো ? তাহলে তো সকলকে একই রকম পড়াতে হবে এখানে তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। কাউকে দাসদাসী হতে হবে, কাউকে প্রজা হতে হবে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতে চায় তাহলে বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারে - আমরা কতখানি উপযুক্ত হয়েছি? সূর্যবংশীয় না চন্দ্রবংশীয় নাকি দাস-দাসী হবো ? যদি আমরা এইসময় শরীর ত্যাগ করি তাহলে কেমন পদ লাভ করবো ? বাবার কাছে এসে পড়লে তখন বাবা পড়াশোনা অনুসারে বলে দিতে পারেন। স্কুলে বাচ্চারা মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করে যে মাস্টারজী আমরা কত মার্কস পেয়ে পাশ করবো? মাস্টারমশাই মোটামুটিভাবে বলে দেবেন যে তোমরা পুরোপুরি পড়া করোনি তাহলে এত মার্কস কিভাবে পাবে? নিজেও বুঝবে যে অবশ্যই আমরা পুরোপুরি পড়া করি না। প্রত্যেকের হৃদয়ই (মন) বলবে। অসীম জগতের বাবা বলে দিতে পারেন, কাউকে তো বাবা বলেন তুমি হলে অত্যন্ত ভালো ফুল, বিজয়মালায় তুমি এত নম্বরে আসতে পারো এইসময় অনুসারে। কারণ চলতে-চলতে অধঃপতনেও যায়, তাই না ! বাবার অনেক বাচ্চারা দেখে আজ নেই কারণ তারা শ্রীমতানুসারে চলেছে না। কাম-বিকারের বশীভূত বা দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে গেছে, কেউ লোভ-মোহের বশীভূত হয়ে গেছে। মায়া এমন যে চুরিও করিয়ে দেয়। এই সবকিছুই মায়া করায়। বলাও হয়ে থাকে, তাই না যে, চুরি তো হলো চুরিই তা সে সামান্যই হোক বা লক্ষাধিক।

কারো-কারোর মধ্যে খারাপ অভ্যাস থাকে, কারোর মধ্যে কাম-বিকারের অভ্যাস থাকে তখন তারা পালিয়ে যায়। তারা এখানে টিকে থাকতে পারে না। লোভবশতঃ চুরিও করে নেয়। মায়া চুরিও করায়, মায়া প্রবেশ করে রয়েছে, তাই না ! প্রথম নম্বরের দেহ-অভিমানকে ত্যাগই করে না। বাবা বলেন -- নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা হলো ইম-মর্টাল (অবিনাশী), শরীর হলো মর্টাল (বিনাশী)। তোমরা দেহী-অভিমानी হও। কেউ তো দু-তিন মাসেই দেহী- অভিমानी হয়ে যায়, কেউ আবার ২৫ বছরেও হয় না। একটাই কোর্স অনেক বড় যা ৫০-৬০ বছর চলে। পড়ার কোর্স আর যিনি পড়ান সেই টিচারকে না জানলে তখন কি পড়বে ? এই বাবাকে জানলে তবেই শিববাবাকেও জানবে, যাঁর সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে হবে। আমাদের বিশ্বের মালিক হতে হবে তা তো কোনো মানুষ বানাতে পারবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত নিশ্চয় হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে কিছুই বোঝোনি। ২০-২৫ বর্ষীয়দেরও সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়নি। টোলোমলো করতে থাকে। এখন-এখনই নিশ্চয়, এখন-এখনই সংশয়। বাবা বোঝান - তোমরা গডফাদার বলো তাহলে তোমরা আত্মারা হলে আসলে ঐন্নার সন্তান। উনি হলেন তোমাদের বাবা। সকলেই লেখো যে হ্যাঁ, একমাত্র উনিই হলেন আমাদের গডফাদার। ফাদারের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, স্বর্গের রাজধানীর তাহলে অবশ্যই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তাই না ! বাবাই শেখাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় না হয়, তাহলে মনে করো যে সে স্বর্গের উপযুক্ত হয়নি। তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? বাবা তো আসেন উত্তরাধিকার প্রদান করতে, কিন্তু গ্রহণ করে না কারণ ভাগ্যে নেই। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তী। সর্বপ্রথমে বাবাকে তো জানো। নিরাকার বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাই না ! তিনি এসে পড়িয়ে থাকেন। উত্তরাধিকার ঐন্নার থেকেই প্রাপ্ত হয়। ঐন্নাকে রাজযোগ শেখাতে হবে, এখানে প্রেরণার তো কোনো কথাই নেই। টিচার ঘরে বসে পড়াবে -- এ তো ইম্পসিবল (অসম্ভব)। বাবা বলেন যে আমি আসি, আমার মন্দিরও রয়েছে। নিরাকার তো কিছুই করতে পারে না সেইজন্য শরীর ধারণ করতে হয়। নাহলে আমার মধ্যে যে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান রয়েছে তা আমি কিভাবে শেখাবো? অবশ্যই শরীরে আসতে হবে। বাচ্চারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতেই থাকে। এক-দুজনকে নিয়ে আসতে থাকে। যারা দেবতা ধর্মের হবে তাদেরই স্যাপলিং (চারাগাছ) রোপিত হবে। যারা এসে ব্রাহ্মণ হয়, তাদেরই কলম লাগে। ব্রাহ্মণেদের পিতা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার বাবা হলেন শিববাবা। তাহলে রুহানী (আত্মিক) পিতা আর শরীরের পিতাও আছেন। তোমরা হলে শিববাবার রুহানী(আত্মিক) সন্তান, আর ব্রহ্মার আত্মাও হলো শিববাবার সন্তান। তারপর শরীরের-সম্বন্ধেও হলেন ব্রাহ্মণেদের পিতা, যাঁর মাধ্যমে এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা বেরিয়েছে। তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান, শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী। উত্তরাধিকার ঐন্নার থেকে প্রাপ্ত হয়। এও হলো বুঝবার মতন কথা(বিষয়)। বাবার কাছে কোনও বাচ্চা যদি জিজ্ঞাসা করে যে আমি কি পদ পাব তখন বাবা বলে দেবেন।

কেউ নতুন নতুনদের নিয়ে আসে, তাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। আবার এমনও আসে যে একবারের সাক্ষাতেই

তীর লেগে যায়। কেমন সুন্দর সুন্দর পত্র লেখে -- বাবা, অমুকে এমন ভালো কথা শুনিচ্ছে যে পাকাপাকিভাবে নিশ্চয় হয়ে গেছে, এখন তুমি এসেছো, তোমার থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। বাবার সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎকার করেনি তবুও এমন এমন পত্র লেখে তখন বোঝা যায় যে এ হলো হারানিধি বাচ্চা। চারাগাছ ভালো, তৎক্ষণাৎ বুঝে যায়। শ্রীনগরে সেন্টার খোলা হয়েছে, সেখানকার নতুন নতুন বাচ্চারা পত্র লিখেছে -- ব্যস্, এখন তো মিলনের জন্য আকর্ষণ রয়েছে। কেবল এই বন্ধনই রয়েছে। কারণও লিখে দেয়। যারা দেবতা ধর্মের হবে তারাই আসবে। যারা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে আসবে, তারাই ব্রহ্মপুরীতে আসবে। কেউ কেউ ব্রহ্মকুমারী লেখে। এ হলো রং (ভুল)। ব্রহ্ম তো হলো তত্ত্ব। তার কুমারী কিভাবে হবে? প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো হলেন খ্যাতনামা। প্রজাপিতা তো এখানেই হবেন, তাই না? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা শিবের শক্তিগণ। শক্তি প্রাপ্ত হয় শিববাবার থেকে, এঁনার(ব্রহ্মার) আত্মার থেকে নয়। সেইজন্য স্মরণ শিববাবাকে করতে হবে। এঁনার দ্বারাই আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাব। এই সময় তো সকলেই হলো পাপাত্মা। সকলের জন্মই বিকার থেকে হয়। এই কথা কেউ তৎক্ষণাৎ বুঝে যায়, কেউ তো কিছুই বোঝেনা। এই নলেজ হলো অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল। ভগবানকে ভক্তির ফল দিতে আসতে হয়। বাচ্চাদের পড়ান, বলেন -- আমি তোমাদের বাবাও, টিচারও আর সংগুরুও। সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি সেইজন্য লিবারেটরও (মুক্তিদাতা) বলা হয়ে থাকে। প্রেরণার দ্বারা কি খোড়াই লিবারেট করবেন? স্কুলেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু পুরোনো দুনিয়াকে স্মরণ করলে তখন বাবাকে ভুলে যায়। শেষপর্যন্ত ভুলতে ভুলতে পুরোনো দুনিয়াতেই চলে যায়। তখন জ্ঞানের কিছুই থাকে না। ব্যস্, সওদা ক্যানসেল। বাবাকে যা দিয়েছে তা ফেরত নিয়ে নেয়। বুদ্ধির তালা একদম বন্ধ হয়ে যায়। বাবা হলেন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, তাই না ! কত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। শ্রবণকারীদের চোখ-মুখের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই বোঝা যায় - এদের কত পর্যন্ত ধারণা হয়েছে? উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে কি পারবে না ? বাবা তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যে এ সমঝদার নাকি (সমঝদার) নয়। অথবা বুদ্ধিযোগ কোথায় বিচরণ করছে ? নাড়ী দেখা হয়ে থাকে। নাড়ী পরখকারীও হুশিয়ার হওয়া চাই। লক্ষ্য হলো অতি উচ্চ। তোমরা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে -- এরা উঠতে পারবে কি পারবে না ? নশ্বরের অনুক্রম তো আছে, তাই না!

অবশ্যই এই ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মপুত্র (বড় নদী), কিন্তু নিজের মহিমা তো করবেন না। সরস্বতীও হলেন হুশিয়ার (সুতীক্ষ্ণ)। জাগতিক পড়াশোনায় তো এখানেই পরীক্ষা নেওয়া হয়ে যায়। এই পড়ার পরীক্ষা এখন হবে না। যতদিন পর্যন্ত বাঁচবে ততদিন পর্যন্ত জ্ঞানামৃত পান করতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো রকমের পুরানো অভ্যাসের বশীভূত হয়ে উল্টো (অনুচিত) কর্ম করা উচিত নয়। দেহ-অভিমানের অভ্যাস ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে।

২) নিশ্চয়ে কখনো টলোমলো করবে না। যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে, পড়াশোনা করতে হবে আর করাতে হবে।

বরদানঃ:- করাবনহারের স্মৃতির দ্বারা সদা বেফিকর বাদশাহ (দুশ্চিন্তামুক্ত রাজা) হয়ে থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি নিশ্চিন্ত ভব ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ বেফিকর বাদশা। যেমন ব্রহ্মা বাবা বেফিকর বাদশা হয়েছিলেন সেইজন্য এই গান গাইতেন -- পাওয়ার যা ছিল তা পেয়ে গেছি, কি কাজ আর বাকি রয়েছে... সেবার কাজও যা বাকি রয়ে গেছে তাও করাবনহার করাচ্ছেন আর করাতে থাকবেন। সদা যেন স্মৃতি থাকে যে বাবা করাবনহার হয়ে আমাদের দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন তাহলেই বেফিকর (দুশ্চিন্তামুক্ত) হয়ে যাবে। নিশ্চয় রয়েছে যে এই কার্য হবেই, সম্পন্ন হয়েই রয়েছে, সেইজন্য নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিন্ত, বেফিকর হয়ে থাকো।

শ্লোগানঃ:- নিজের সমস্ত দুর্বলতার থেকে যদি দূরে থাকতে হয়, তবে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমত অনুসারে জ্ঞানের চন্দন ঘষা বা পবিত্র হয়ে স্বরাজ্য নিতে হবে, তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো
তবেই সূর্যবংশী ঘরানার তিলক পাবে"

- *প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদেরকে রাখি কে বেঁধে দেয়, তিলক কে দেয় আর মুখ মিষ্টি করানোর আচার অনুষ্ঠান কি?
- *উত্তর:- তোমাদের বড় মাস্ট্রী (ব্রহ্মা মা) রাখি বাঁধেন, পবিত্র করে তোলেন, যখন তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করো তখন বাবা স্বরাজ্যের টিকা দেন। মুখ মিষ্টি করানো অর্থাৎ সর্ব বরদান দিয়ে দেওয়া। বাবা স্বরাজ্যের তিলকের সাথে-সাথে সর্ব বরদানও দিয়েছেন, এই আচার অনুষ্ঠানই স্মরণিক হিসেবে চলে আসছে।
- *গীত:- এদিকে ভালোবাসা আর ওদিকে হলো দুনিয়া....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ। ভগবানের নাম থাকা চাই, কেননা ভগবানের একটাই নাম হয়। মানুষের অনেক নাম হয়। যেমন-যেমন শরীর ধারণ করতে থাকে, নামও বদলাতে থাকে। শরীর তো অবশ্যই প্রত্যেকেরই আছে আর জন্ম-মরণের মধ্যেও আসতে হয়। সুতরাং অনেক নাম থাকে। ভালোবাসাও অনেকের প্রতি থাকে। কাকা, মামা, গুরু-গোসাই ইত্যাদি অনেকের প্রতিই ভালোবাসা থাকে। কত রকম সম্পর্ক আছে। এখানে হলো একটাই সম্বন্ধ। ঐ অনেক সম্বন্ধ নিচে নিয়ে যায়, নিচে নামাতেই থাকে। এই একটা সম্বন্ধই উচ্চ থেকে উচ্চ। এই সম্বন্ধ উচ্চ স্থানে নিয়ে যায়। এখন তোমরা জীব আত্মাদের ভালোবাসা পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। তিনি তোমাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে যান। তিনি পরমধামের নিবাসী। এটা তো নিশ্চয় আছে না! যদি বলো জানিনা, তবে তোমরা কোথা থেকে এসেছ? উপর থেকেই এখানে এসেছ তাইনা। তোমরাও প্রকৃতপক্ষে উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমধাম, মূললোকের নিবাসী, মাঝখানে আছে সূক্ষ্মলোক এবং এটা হলো স্থূললোক।

বরাবরই তোমরা ওখান থেকে এসেছ। ভিন্ন-ভিন্ন নাম রূপ নিয়ে থাকো। এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ, এইবার ফিরে যেতে হবে। এখন তোমাদের ভালোবাসা বাবার সাথে। তোমরা জানো আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি। এটাও তোমরা জানো প্রথমে আমাদের পবিত্রতার রাখি বাঁধা হয়। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, এই কাম মহাশত্রুকে জয় করো বা মায়া রাবণের উপরে জয় লাভ করো, এরজন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথাই নেই। অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাখি বেঁধে দিই। একে বলা হয় রাখি বন্ধনের উৎসব, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করার উৎসব। তারপর কি হবে? আমি স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য টিকা লাগিয়ে দেবো। এই বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন। তোমরা জানো পবিত্রতার জন্যই কষ্ট সহ্য করতে হয়। তোমাদের আত্মীয় মিত্র পরিজন সবাই শত্রু হয়ে যায়। বাবা তোমাদের ডাইরেক্ট বলেন - বাচ্চারা পবিত্র হও। অসীম জগতের পিতা শিববাবা এসে তোমাদের সত্যিকারের স্বরাজ্য প্রদান করেন। আত্মাদের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। এখন আত্মারা গাধার বোঝা বইছে।

রাখি পর্বকে রাখি উৎসব বলা যাবে না। উৎসবে অনেক বাহ্যিক জাঁকজমকের জন্য প্রচুর খরচ করে থাকে। এই পবিত্রতার রাখি বাঁধার জন্য কোনো খরচের ব্যাপার নেই। বাবা স্বয়ং বলেন - বাচ্চারা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো তারপর তোমরা স্বরাজ্য পাবে। স্বরাজ্যের টিকা স্বয়ং বাবা বসে দেন। বাবা বাচ্চাদের সাক্ষাৎকারও করিয়েছেন - ওখানে বাবা বাচ্চাদের তিলক দিয়ে নিজের সিংহাসনে বসিয়েছেন। সুতরাং যারা সূর্যবংশীও হবে তারাই সিংহাসনে বসবে। মা-বাবাই বাচ্চাদের রাজ্য-ভাগ্য দিয়ে থাকে। তারা মনে করে বাচ্চারাই সিংহাসনের অধিকারী হবে। এই বাবাও স্বয়ং এসে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে জ্ঞান অমৃত দিয়ে পরিষ্কার করেন। জ্ঞান-অমৃত কোনো জল নয়। বাবা বলেন তোমরা ৬৩ জন্ম বিষয় সাগরে ধাক্কা খেয়েছ। হারানিধি বাচ্চারা, এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন এই অন্তিম জন্মে তোমরা পবিত্র হও। আমার মতে চলো। তোমরা স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য বাবার কাছে এসেছ না! রাজার কাছে বাচ্চারা আসে, তারা মনে করে আমরা রাজত্ব পাব। কিন্তু তাকে কোনো স্বরাজ্য বলা হয় না। স্ব মানে আত্মা। সুতরাং আত্মা রাজ্য পেয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞান নেই যে আমি আত্মা প্রিন্সের শরীর ধারণ করেছি মহারাজা-মহারানী হওয়ার জন্য। রাজতিলকের (টিকার) উৎসবেরও গায়ন রয়েছে। বাচ্চারা জ্ঞানের চন্দন ঘষে, পবিত্র হয়ে, শ্রীমত অনুসারে চললে বাবা তিলক কেটে দেবেন। বাবা স্বয়ং তো রাজ্য নেন না, স্বয়ং সিংহাসনেও বসেন না। এমন বাবা কখনও দেখেছো, যিনি

বাচ্চাদের গদিতে বসান, নিজে বসেন না?

এই ব্রহ্মাও হলেন পুরুষার্থী। শিববাবা পুরুষার্থ করান। ইনি (ব্রহ্মা) নিজের গুণগান করেন না। শিববাবাই এসে এনাকে হীরা তুল্য করে তোলেন। সুতরাং প্রধান বিষয় হলো পবিত্র থাকা। যদিও ঘরে একত্রে থাকছে কিন্তু পবিত্র থাকো। বাবা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। যজ্ঞ সবসময়ই ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদি বলে আমি যজ্ঞ রচনা করি, এটা তো হতে পারে না। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। তোমরা শ্রীমত অনুসারে চলছো। ব্রহ্মাকে শ্রী বলা যায় না। এখানে আত্মা আর শরীর দুই-ই পতিত হয়ে গেছে। তোমরা শ্রী হচ্ছে। এখন তোমাদের শ্রী বলা যায় না। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ তৈরি হচ্ছে। উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবা এসেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ করে তোলেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো। এমনই শ্রেষ্ঠ ১৬ কলা সম্পূর্ণ তোমাদের হতে হবে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার নেশা আছে নাকি রাম-সীতা হওয়ার নেশা আছে? বাচ্চারা বলবে লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার নেশা আছে। আমরা তো সূর্যবংশী হবো। দুই কলা কম আমরা চন্দ্রবংশীয় কেন হবো? আমরা তো নারায়ণকে অথবা লক্ষ্মীকে বরণ করবো। তোমাদের মাম্মা আর বাবাও (ব্রহ্মা)সূর্য বংশীয় হবেন। জগৎ অম্মা এবং জগৎ পিতা দুজনেই সূর্যবংশী হন সুতরাং তোমরা ওঁনাদের বাচ্চারা যারা বাবা-মাম্মা বলো, তোমাদেরও পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা টিকাও দেন আবার মুখও মিষ্টি করান অর্থাৎ তোমাদের বরদান দেন তাইনা। বিজয় টিকা দিয়ে বরদান দেন যে তোমরা সবসময় এমনই স্বরাজ্য পাবে। যথা রাজা রাণী তথা প্রজা রাজ্য-ভাগ্য ভোগ করে। পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা একবারই রাজ্য স্থাপন হয়। এ হলো অলমাইটি অথরিটি রাজ্য। ভাইসলেস (নির্বিকারী) দুনিয়াও গাওয়া হয়। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, মর্যাদা পুরুষোত্তম দেবতার কখনও কাম কাটারী দিয়ে হিংসা করেন না। ৬৩ জন্ম তোমরা একে-অপরের সাথে কাম কাটারী চালিয়ে এসেছ। অমরলোকে কাম কাটারী চলে না। এখানে কাম কাটারীর জন্য তোমরা পতিত হতে-হতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো।

এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝেছো - নিশ্চিত ভাবেই বাবা স্বর্গ স্থাপনা করেন। ভারতেই জন্ম নেন (অবতরণ করেন)। বাবা বৈকুণ্ঠের উপহার নিয়ে এসেছেন। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা চিৎকার করে বলেছো - ও গডফাদার! কৃপা করো, দয়া করো। ওরা ভক্তি মার্গে তো গেয়েও থাকে!

সত্যযুগে খোড়াই মাথা ঠুকবে। ওখানে তো সবসময় সুখ। দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ-ই করে না। অনেক রকমের দুঃখ থাকে তাইনা। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে কত দুঃখ হয়। অসুখ ইত্যাদি রোগভোগ হলে দুঃখ হয় না! স্বর্গে দুঃখের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বাবা এসে তোমরা বাচ্চাদের রাজ্য-ভাগ্যের টিকা দেন। এটা হলো দুঃখধাম, ওটা সুখধাম। শান্তিধামে আত্মা কিছুই বলেনা। এখানে এসে টকি হয়। তোমাদের স্বধর্মই হচ্ছে শান্তি। এখন তোমরা সুখ-শান্তির স্বরাজ্য পেয়ে থাকো। সুতরাং বাবার বাচ্চা হয়ে ওঁনার শ্রীমতে চলা উচিত। পড়াশোনার সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ পঠন-পাঠনের প্রতি দিতে হবে। পড়াশোনার সময় ব্যর্থ কথার বর্ণনা চলে না। যদি কেউ উল্টো-পাল্টা কথা বলে তখন বলতে হবে - অ্যাটেনশন প্লিজ। সুতরাং বাবা বাচ্চাদের বলেন তোমাদের বুদ্ধি বিচরণ (এদিক-ওদিক) করা উচিত নয়। বাইরে ধাক্কা খায় যারা তাদের ভাবনা এদিক-ওদিকে দোড়াতে থাকবে। ছুটি হলে কখন বাড়ি যাবো। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে (ঐশ্বরীয়) পড়াশোনা করতে এবং করাতেও হবে। ব্রাহ্মণদের কাজই হলো গীতা শোনানো। ঐ ব্রাহ্মণরাও গীতা শোনায় শরীর নির্বাহও করে। তোমাদেরও এটাই বলা হয় যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও নিজেকে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে - এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকব। এই অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ হবে। বিনাশের প্রস্তুতিও দেখতে পাচ্ছ। হোলিকাও (দোলের আগের দিনের উৎসব) জ্বলবে। বাস্তবে সব উৎসবই এই সময়ের জন্য। বাবা তোমাদের তিলক কেটে দেন। তোমাদের বুদ্ধি বলে - বাবা আমাদের সত্যযুগের, বিশ্বের মালিক করে তোলার জন্য পড়াশোনা করান অথবা স্বরাজ্যের জন্য তোমরা তিলক পাও। বাবাই তিলক কেটে দেন। এখানে তো তোমরা সম্মুখে বসে আছ। রাজ্য-ভাগ্য সেই পাবে যে পবিত্র থাকবে। রাখির গুরুত্ব অনেক। বলা হয় - বোন ভাইকে টিকা লাগিয়ে রাখি বেঁধে দেয়। সুতরাং বোনেরা তোমরা ভাইদের তিলক দিয়ে, রাখি বেঁধে দেবে এবং মুখ মিষ্টি করাবে। এই উৎসব কোথা থেকে শুরু হয়েছে? সঙ্গম যুগ থেকে, যখন পরমপিতা পরমাত্মা পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করান। শিবরাত্রিরও উৎসব রয়েছে, তারপর রাখী উৎসব, এরপর দশহরা, তারপর দীপাবলির উৎসব, নবরাত্রি উৎসব - এ'সব উৎসবই চলে আসছে। তোমাদের তো খুশি হয়। দশহরা অর্থাৎ বিনাশের পর দীপাবলি আসবে। ঘরে-ঘরে স্বর্গ হবে।

তোমরা শিববাবার, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা ইত্যাদি প্রত্যেকের জীবন কাহিনী বলতে পারো। সম্পূর্ণ চক্র সম্পর্কে তোমরা জানো। ৮-১০ ভূজ তো কারো হতে পারে না। মানুষ কত রকমের চিত্র বসে তৈরি করেছে, একে বলে ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ মানি, ওয়েস্ট অফ এনার্জি। এখন তোমরা জানো - আমরা এসেছি স্বরাজ্যের

বর্ষা নেওয়ার জন্য। আমরা শ্রীমত অনুসারে কেন চলব না, যেভাবে মাতা-পিতা চলছে। এটা তো বোঝার বিষয়। বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। তিনি অসীম জগতের পিতা তাইনা। কত বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন। লৌকিক পিতা একজন বাচ্চাকে অ্যাডপ্টকরে। তাকে তো প্রজাপিতা বলবে না তাইনা। কেউ কেউ এমনও আছে, কাউকে অ্যাডপ্ট করার পর নিজের সন্তান হলো তখন ঐ সন্তানের প্রতিই বেশি ভালোবাসা জন্মায়। অ্যাডপ্ট করা বাচ্চাকে তখন কম ভালোবাসে। তোমরা তো এখন বুঝেছ আমরা ঈশ্বরীয় কোলে যাই। ঈশ্বর আমাদের টিকা লাগিয়ে দেবেন - পবিত্রতার। তোমরা অন্তর থেকে প্রতিজ্ঞা করে থাকো - বাবা, তুমি এসেছো, আমরা তোমার সুপুত্র হয়ে, পবিত্র হয়ে তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেব।

এখন সবারই কয়ামতের সময়। পাপের হিসেব - নিকেশ মিটিয়ে দিয়ে পুণ্য জমা করতে হবে। বাবার স্মরণেই তা জমা হয়। যত স্মরণ করতে থাকবে আর অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন দান করবে পুণ্যের খাতা জমা হবে। যত সার্ভিস করবে ততই জমা হবে। জমা হতে-হতে রাজধানী নির্মাণ হয়ে যাবে। প্রধান হলো ৮ মুখ্য রত্ন। ৮ রত্ন দিয়ে গয়নাও তৈরি করে না ! দেবীদের সাথে দেবতারাও থাকবে তাইনা। কিন্তু মেজরিটি (সংখ্যা) মাতাদের হওয়ার কারণে অধিকতর পূজা দেবীদের হয়ে থাকে। আচ্ছা, রাখী কে বেঁধে দেয়? শিববাবা স্বয়ং তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন। সুতরাং শিববাবা রাখীও বাঁধবেন, তিলকও দেবেন, মুখ মিষ্টিও করাবেন। এর মানে হলো তোমরা ভবিষ্যতে সবসময় সুখে থাকবে। তোমরাও এরপর বাবাকে উপহার দাও তাইনা। কি উপহার দাও? নিজের সবকিছু দিয়ে দাও। সুতরাং বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দিই, এ হলো লেন-দেনের হিসেব তাই না ! বাবা হলেন সওদাগর। তিনি কি নেন আর কি দেন? বলা হয় ঈশ্বরার্থে দান করেছি, কেননা জানে যে ঈশ্বর ভাড়া (ফল দান) দেবেন। বাবা বলেন ভক্তি মার্গেও তোমাদের ভাড়া দিই। এখন ডাইরেক্ট এসেছি। তোমাদের কত অবিনাশী রত্ন দান করি। তোমরাও তারপর অন্যদের দান করো। তোমরা সবাই ভাই-ভাই, তোমাদের এই বড় মাস্ট্রী রাখি বেঁধে দেন। বাবা তিলক লাগিয়ে দেন। এই মাতা-পিতা দুজনেই একত্রিত হয়ে আছেন। মা রাখী বেঁধে দিলে, বাবা তিলক দিলে তোমরা রাজা-রানী হতে পারবে। তোমাদের ভালোবাসা পরমাত্মার সাথে, যিনি ভারতবাসীদের তিলক দিতে এসেছেন। ভারতকে স্বর্গ করে তুলেছেন কে? বাবা এসেছেন না ! শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন নম্বর ওয়ান রচনা আর শিববাবা নম্বর ওয়ান রচয়িতা। সুতরাং তোমরা বাচ্চাদের খুশির মাত্রা নখ থেকে টিকি (শিখর) পর্যন্ত থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তরের ভালোবাসা এক বাবার সাথে রাখতে হবে, দেহধারীদের প্রতি নয়, কেননা সর্ব সম্বন্ধ হলো এক বাবার সাথেই ।

২) পড়াশোনার সময় নিজের সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন পড়াশোনায় দিতে হবে, ব্যর্থ কথার বিষয়ে বর্ণনা করা, চিন্তা করা উচিত নয়। বুদ্ধির বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে দেওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- অ-চিন্ত হযে, বাবার শক্তিকে সহায়তার রূপে অনুভবকারী চিন্তামুক্ত ভব কিছু বাচ্চারা ভাবে - সেবা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে, ভালো-ভালো ছাত্র কে জানে কবে আসবে, আর কতদিন সেবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। কিন্তু এমন ভাবলে সেবা বৃদ্ধি হবে না। অ-চিন্ত হযে বুদ্ধিকে ফ্রি রাখো তবেই বাবার শক্তি সাহায্যের রূপে অনুভব করবে আর সেবা স্বতঃই বৃদ্ধি পাবে। বাবা হলেন করাবনহার আর আমি আত্মা সেবা করার জন্য নিমিত্ত — একেই বলে অ-চিন্ত হওয়া অর্থাৎ এক এর স্মরণে থাকা। তাদের কোনো চিন্তা হতেই পারে না। যেখানে শুদ্ধ চিন্তা আছে সেখানে কোনো চিন্তা নেই।

স্লোগানঃ:- নিজের উপরাম স্থিতির দ্বারা সব বিষয় থেকে সরে আসলে এক বাবার সাহায্যের অনুভব হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করাই হলো প্রকৃত রাখী বন্ধন, বাচ্চারা, বাবা কল্পে একবারই তোমাদেরকে এই রাখী বাঁধেন"

*প্রশ্ন:- পবিত্রতার প্রতিজ্ঞাকারীও যোগে থাকার ইঙ্গিত কেন পেয়ে থাকে?

*উত্তর:- কেননা যোগের শক্তিতেই তোমরা এই বায়ুমণ্ডলকে শান্ত বানাতে পারো। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শান্তির উত্তরাধিকার দেওয়ার উপায়ই হলো যোগ। তোমরা এই বিশ্বে শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই মায়ার প্রভাব হবে না। বাবার নির্দেশ হলো -- বাচ্চারা, অশরীরী ভব।

*গীত:- ভাই, আমার ভাই, এই রাখী বন্ধনকে রক্ষা করো....

ওম্ শান্তি। অসীম জগতের বাবার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি নির্দেশ হলো যে, তোমরা অশরীরী হয়ে থাকো অর্থাৎ নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে এই কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে নিজেকে পৃথক মনে করো। এই শরীর আত্মার উপরই নির্ভর করে। আত্মা পৃথক হয়ে গেলে এই শরীর কোনো কাজের জিনিস থাকে না, একে তখন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আত্মা যখন নির্গত হয়ে যায় তখন এই শরীর এক মৃতদেহ - আবর্জনা হয়ে যায়। আবর্জনা হয়ে গেলে তখন বলা হয় যে, এই আবর্জনাকে জ্বালিয়ে দাও। আত্মা ছাড়া এই শরীর কোনো কাজের নয়। তাই 'অহম আত্মা ইন্সটাল (অমর)। এই শরীর, যা অভিনয় করার জন্য প্রাপ্ত হয়, তা বিনাশী। আত্মা নির্গত হয়ে গেলে এই শরীর কোনো কাজের থাকে না। দুর্গন্ধ বের হয়। শরীর ছাড়া আত্মা সাইলেন্স থাকে। বাবা বোঝান যে, তোমাদের আত্মার স্বধর্ম হলো সাইলেন্স। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা বাস্তবে পরমধাম নিবাসী। পরমপিতা পরমাত্মাও ওখানেই থাকেন। যখন কোনো দুঃখ হয় তখনই আত্মা বাবাকে স্মরণ করে -- আমাকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো। আত্মাই সুখ এবং দুঃখতে আসে। অনেক সন্ন্যাসী ইত্যাদি আছেন, যারা বলেন যে, আত্মা নির্লিপ্ত, কিন্তু তা নয়, আত্মার মধ্যেই খাদ জমা হয়। প্রকৃত সোনা যখন সিলভার দেওয়া হয় তখন সোনা ২৪ ক্যারেট থেকে ২২ ক্যারেট হয়ে যায়। প্রকৃত সোনা যখন খাদ মেশানো হয় তখন গয়না গোল্ড প্লেটেড হয়ে যায়। আত্মাই হলো মুখ্য। আত্মার বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি এসেই এই সময় বাচ্চাদের বলেন, এখন তোমরা এই দেহ বোধ ত্যাগ করো। আমি আত্মা, বাবার কাছে যাই। আমি হলাম পাণ্ডব। পাণ্ডবদের প্ল্যান হলো এই। প্রথমে যাদব ইউরোপবাসী, তারপর কৌরব আর এরা হলো পাণ্ডব। বরাবর মহাভারী লড়াই হয়েছিলো, তারপর জয়জয়াকার হয়ে গিয়েছিলো। এই রাজযোগ হলো নতুন দুনিয়া স্বর্গের জন্য। পাণ্ডবদের জয়জয়াকার হয়েছিলো আর সবাই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। জয়জয়াকার হয়ই সত্যযুগে।

ভারতবাসী রাখীর উৎসব পালন করে। তারা রাখী বাঁধে। এখন এই বাচ্চারা জানে যে, রাখী একবারই বাঁধে, যাতে আমরা ২১ জন্ম পবিত্র থাকতে পারি। তাহলে অবশ্যই কলিযুগের অন্তে রাখী বন্ধনকারী প্রয়োজন। কে এসে রাখী বাঁধেন? কে প্রতিজ্ঞা করান? স্বয়ং বাবা, আর তাঁর বংশাবলী ব্রাহ্মণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হলো তোমরা। ব্রাহ্মণরাই রাখী বাঁধে। বোন ভাইকে বাঁধে -- এও মিথ্যা বন্ধন। বয়স্ক মানুষরা জানেন -- পূর্বে ব্রাহ্মণ এসেই ধাগার রাখী বাঁধতেন। তারা এমন কোনো কথা বলতেন না যে, তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্রতাকে তারা জানেই না। তাহলে এই রাখী উৎসব অবশ্যই সঙ্গম যুগে হয়েছিলো। কতো বছর হয়েছে? পাঁচ হাজার বছর। সঙ্গমে বাবা রাখী বেঁধেছিলো, তারপর আমরা সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগের অন্তিম সময় পর্যন্ত পবিত্র ছিলাম, তারপর ভক্তি মার্গ থেকে এই রাখী উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিলো। বলা হয় -- এই উৎসব পরম্পরা ধরে পালন হয়ে আসছে। এমন কিন্তু নয়। পাঁচ হাজার বছরে আমরা একবারই রাখী বাঁধি। দ্বাপর যুগ থেকে যখন পতিত হয়ে যাই, তখন বছর - বছর রাখী বাঁধি, কেননা অপবিত্র হয়ে যাই। যেমন বছর - বছর রাবণকেও জ্বালানো হয়, তেমনই বছর - বছর রাখী বাঁধে। বাস্তবে এর অর্থ তোমরাই বুঝতে পারো। বাবা এসে বলেন -- বাচ্চারা, প্রতিজ্ঞা করো। কেবল রাখী বাঁধলেই হয় না। এ তো প্রতিজ্ঞা করা হয় যে -- বাবা, আমরা এখন পবিত্র থাকবো। ড্রামাতে তাই এই উৎসব নির্ধারিত রয়েছে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে রাখী বাঁধার প্রয়োজন থাকে না। সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া। এই সময় আমাদের হলো চড়তি কলা। এর পর তো নামতে হয়। আমরা আবার সতোপ্রধান দেবতা হবো। ব্রাহ্মণরা বলে, আমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান, আমরাই আবার দেবতা হই। আমাদের এমন তৈরী করেন পরমপিতা পরমাত্মা। আমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বানান। মনুষ্য বানাতে পারে না। ওরা মানুষের

নাম লিখে দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণকেও দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে । তোমরা কলিযুগের অন্তে পতিত থেকে পবিত্র হও। এরপর সত্যযুগ আসতে হবে । যদি শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে আসেন, তাহলে কলিযুগের নাম আসাই উচিত নয় । এ হলো ভুল তথ্য, যখন রং হবে, তখনই বাবা এসে রাইট বানাবেন, তাই না । এখন সবই হলো মিথ্যা । মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া। বাবা এসে বাচ্চাদের প্রকৃত সত্য বলেন। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কেউ মিথ্যা বলেই না । এখানে তো মানুষ পাপ করতে থাকে, মিথ্যা বলতেই থাকে । পাপাত্মাদের পুণ্য আত্মা তো বাবাই বানাবেন। দীপমালাতে যেমন সমস্ত বছরের হিসেবনিকেশ শোধ করা হয়, তাই না । তোমাদের অর্ধেক কল্পের যে পাপের খাতা আছে তা ভস্ম হয়ে যায় আর তোমরা পুণ্যের খাতা জমা করতে থাকো । এখানেই জমা করবে, তবেই ২১ জন্মের জন্য ফল প্রাপ্ত করবে । বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । নতুন কোনো পাপ করা উচিত নয় । পুরানো খাতা শেষ করতে হবে । বাচ্চারা বাবাকে বলে যে - বাবা, আমার দ্বারা এই পাপ হয়েছে । আচ্ছা, অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে । এই জীবনেও ছোটবেলায় পাপ করলে, তা বলে দিলে অর্ধেক দণ্ডভোগ কমে যাবে । বাকি অর্ধেকের জন্য আবার পরিশ্রম করতে হবে । এই জন্মের জীবন কাহিনী দেখে ভবিষ্যৎও জানতে পারা যায়, কেননা সংস্কার নিয়ে যায়, তাই না । তখন তার অবস্থার কথা জানা যায় । এ তো বুঝতেই পারে যে, দিনে দিনে তো নীচেই নেমে এসেছে । দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে যায় । পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন পতিত পাবন বাবা এসে রাখী বাঁধেন, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করান আর তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। পরম্পরা অর্থাৎ প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই প্রকৃত রাখী বাবার থেকে বাঁধানো হয় আর তার নিয়ম অর্ধেক কল্প ধরে চলতে থাকে । এর গুরুত্ব অনেক। প্রথম গুরুত্ব হলো যিনি রাখী বাঁধেন, তাঁর। তাঁর উৎসব হলো মুখ্য। উঁচুর থেকেও উঁচু উৎসব হলো শিব জয়ন্তী, যাঁর খবর কেউই জানে না যে, তিনি কবে এলেন, এসে কি করলেন ? ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদিরা কবে এসেছিলেন, এ তো সবাই জানে, তাই না । তাঁদের পূর্বে সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কি ছিলো -- এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কেউ জানে না । দেবী - দেবতাদের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হলো, কতো সময় ধরে চলেছিলো - এ কেউই জানে না । কেবল মুখেই বলে -- সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। লক্ষ্মী - নারায়ণ তো হলেন মহারাজা - মহারানী । তাঁদের তো ছেলেবেলাও থাকা প্রয়োজন। বাচ্চারা কিছুই জানে না । রাধা - কৃষ্ণকে তারা আবার উল্টে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে । এ হলো মানুষের নিজ কল্পনা । সত্যযুগের আয়ুও লাখ বছর লিখে দিয়েছে, এতো তো হওয়া উচিত নয় । নিজেরাই বলে -- তিন হাজার বছর বিফোর ক্রাইস্ট বরাবর দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো । তাহলে আবার সত্যযুগের এতো বছর কেন দিয়ে দিয়েছে? এ তো সহজ কথা, তাই না । মায়া কিন্তু পাথর বুদ্ধির বানিয়ে দেয় যে, সম্পূর্ণ ভুলে যায় যে, আমরাই দেবী - দেবতা ছিলাম। নাস্ত্রার ওয়ান যখন নারায়ণ হন, তখন আর তাঁর এই জ্ঞান থাকে না । জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । বাবা বলেন, এখন আমি তোমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জ্ঞান দান করি । তোমরা দেবতা হয়ে গেলে তখন আর কি শেখাবো? তখন প্রয়োজনই নেই। তাই রাখী উৎসবও তোমরাই জানো । এই সব উৎসব বছর বছর হয় । কুম্ভ মেলা, সাগর - নদীর মেলাও অনেকই বড় হয় । সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর মেলা বিখ্যাত। সাগর তো হলেন বাবা । তাঁর থেকে প্রথমে এই ব্রহ্মপুত্র নির্গত হয়, তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে । মানুষ সাগর আর ব্রহ্মপুত্রের মেলা দেখতে আসে । ওখানে আবার হলো নদীর মেলা, সেখানেও স্বচ্ছ জল আর ময়লা জল দুইই দেখা যায় । ওখানেও প্রতি বছর মেলা বসে । মানুষ প্রতি বছর পতিত থেকে পাবন হওয়ার জন্য স্নান করে । তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো । বরাবর তোমরা এই সময় জ্ঞানের সাগরের সঙ্গে এসে মিলিত হও। এ হলো সঙ্গমের সুন্দর সময়, যেই সময় আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হয় ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে -- যে যে পর্ব পালন করা হয়, সে সবই হলো এখানকার। আজ হলো রাখী বন্ধন। বাবা কিছু রাখীও নিয়ে এসেছেন। বাবা এখন জিজ্ঞাসা করছেন, কে কে শিব বাবার কাছে রাখী বাঁধবে, তারা হাত তোলো । প্রথমে দুই - চারজন হাত তুললো । এরপর বাবা বললেন - শিব বাবার কাছে যারা রাখী বাঁধতে চায়, তারা হাত তোলো । তখন বেশিরভাগ হাত তুললো । বাপদাদা বললেন -- তোমরা কি সবাই পাবন হও নি, যে রাখী বাঁধাতে পারো ? এরপর মাষ্ট্রাকে বাপদাদা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মাষ্ট্রা বললেন, রাখী তো বাঁধাই আছে । দেখো, বাবা বাচ্চাদের পরীক্ষা নিলেন তখন বাচ্চারা ফেল করে গেলো । মাষ্ট্রা ঠিক কথা বলেছেন। তোমরা তো পবিত্রই। বাকি জ্ঞানের ধারণার উপরই সবকিছু নির্ভর করে । সম্পদ তো মিলতেই থাকবে । যতক্ষণ বেঁচে আছো ততক্ষণ সম্পদ একত্রিত করতে থাকো । তোমরা তো পবিত্রই কিন্তু স্মরণে থেকে তোমরা বায়ুমণ্ডলকে শান্ত বানাও । তোমরা সমগ্র দুনিয়াকে শান্তির উত্তরাধিকার দান করছো । পবিত্রতারই প্রতিজ্ঞা করানো হয় । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তোমরা এও জানো যে, যত তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে, মায়ার প্রভাব পড়বে না । মায়ার তুফানও তো আসে, তাই না । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের পড়িয়ে ত্রিকালদর্শী তৈরী করছেন। তোমরা এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । তোমাদের এই ভুলে যাওয়াও ড্রামাতেই আছে, তাই আমাকে আবার আসতে হয় -- তোমাদের মতো বাচ্চাদের রাজযোগ শেখানোর জন্য।

মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। বাবা রাখী এনেছিলেন কেননা একটি নতুন বাচ্চা এসেছিলো। এ হলো পানের বীড়া (দায়িত্ব কাঁধে তেলে নেওয়া) ওঠানো। বাবা আমরা রাখী বাঁধি। আমরা কেন পবিত্র হয়ে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে কেন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো না, এতে পবিত্রতা হলো প্রথম। অসীম জগতের বাবা বলেন, অর্ধেক কল্প তোমরা বিষয় নর্দমায় ধাক্কা খেয়েছো। এ হলো ঘোর (কুস্তিপাক) নরক। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা ধাক্কা খেয়েছো। এখন প্রতিজ্ঞা করো - বাবা, আমরাও পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো, কিন্তু সাহস দেখা যায় না। এ হলো জ্ঞান মানস সরোবর। এখানে জ্ঞান স্নান করলে মানুষ স্বর্গের পরী হয়ে যায়। ভারতবাসী লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদির মন্দির বানায় কিন্তু তারা তো জানেই না যে, তাঁরা কবে এসেছিলেন, তাই এ হলো অন্ধশ্রদ্ধা।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন বাবা নিজের সমান জ্ঞানের সাগর বানিয়েছেন। ব্যারিস্টার যেমন পড়িয়ে নিজের সমান তৈরী করেন, তারপর পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে পাস করে। এও তেমনই পড়া। এইম অবজেক্ট এখানে ক্লিয়ার লেখা আছে। শিব বাবারও চিত্র আছে কিন্তু মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। মানুষ গেয়ে থাকে পতিত - পাবন সীতারাম। এ হলো রাবণ সম্প্রদায় তাই বাবা বলেন যে, নিজের মুখ দেখো - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়েছে কি? নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো কি? তোমাদের আত্মার বাবা কে? তাঁকে না জানলে তোমরা নাস্তিক হলে। তাহলে নাস্তিক লক্ষ্মীকে কিভাবে বরণ করবে? তোমরা জানো যে, অবশ্যই আমরা বানর সম্প্রদায়ের ছিলাম। এরপর রাবণের ভূত আর কখনো জ্বালাবে না। এ হলো বোঝার মতো কথা। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে ততই ভালো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবা বলতে পারেন, তোমরা এই সময়ের পুরুষার্থ অনুসারে কি হবে? আজকাল মানুষের মৃত্যু তো খুবই সহজ। ওখানে তো সময় হলে, আয়ু সম্পূর্ণ হলে চট করে জানতে পারবে যে, আমাকে এই দেহ রূপী বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র নিতে হবে। নতুন আত্মারা যখন আসে, তখন প্রথম প্রথম তাদের মহিমা হয়, তারপর কম হয়ে যায়। সতঃ, রজঃ, তমঃ দিয়ে সবাইকে পাস করতে হয়। বাবা এসে সতোপ্রধান বানান। এও এক আশ্চর্যের। এতো কোটি আত্মারা নিজেদের অবিনাশী পাট পেয়েছে, যা কখনোই বিনাশ হতে পারে না। আত্মা এতো ছোটো বিন্দু, তার মধ্যে সমস্ত অবিনাশী পাট ভরা আছে, একে প্রকৃতির বিস্ময় বলা যেতে পারে। নতুন কেউ এই কথাকে বুঝতে পারবে না। এ হলো অনেক বড় গুহ্য কথা। শিবের রূপ তো এখানেই দেখানো হয়, তাই না। আমরা যদি এর রূপ পরিবর্তন করে দিই তাহলে মানুষ বলবে, এদের কথা তো দুনিয়া থেকে আলাদা। নতুন দুনিয়ার জন্য তোমরা নতুন কথা এখনই শোনো। এরপর পরের কল্পেও তোমরাই এসে আবার শুনবে। তাই পতিত - পাবন বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন, যারা এই প্রতিজ্ঞা করেছে, তারাই স্বর্গের মালিক হয়েছে, তাই এই উৎসব পালন করা হয়। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হলে তোমরাই। সরস্বতী ব্রাহ্মণীর উচ্চ মহিমার অনেক গায়ন করা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পুরানো বিকর্মের খাতা শেষ করে পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে। স্মরণে থেকে শান্তির বায়ুমণ্ডল তৈরী করতে হবে।

২) পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে পবিত্র থাকার সত্যিকারের রাখী প্রত্যেককে বাঁধতে হবে।

বরদানঃ:- সদা দিলখুশ মিষ্টি খেয়ে এবং খাইয়ে প্রকৃত সেবাধারী খুশীর মেজাজ সম্পন্ন ভব
যে রোজ অমৃতবেলায় দিলখুশ মিষ্টি খায় তারা নিজেও সারাদিন খুশীতে থাকে, অন্যেও তাকে দেখে খুশী হয়। এই দিলখুশ এর পথ্য যে কোনো পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র করে দেয়। পাহাড়কে তুলো বানিয়ে দেয়। তাই সদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমরা দিলখুশ মিষ্টি খাই আর অন্যদেরও খাওয়াই। ক্রন্দনের পরিস্থিতিতেও মন সদা যদি খুশীতে থাকে, তখনই বলা হবে খুশীর মেজাজ সম্পন্ন। তার চেহারার দ্বারাও সেবা হয়। তার মুখমন্ডল জ্ঞানের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করায়।

স্লোগানঃ:- যার প্রতিটি সঙ্কল্প থেকে অনেকেই শ্রেষ্ঠ জীবন বানানোর প্রেরণা প্রাপ্ত করে -- সে-ই হলো পুণ্যাত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের স্থিতিকে সাক্ষী তথা প্রফুল্লিত রাখার জন্য, সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে যে - প্রতিটি আত্মার নিজের নিজের পার্ট রয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সবকিছুই পুনরাবৃত্ত হয়ে চলেছে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা একটি কোন্ পুরুষার্থের মাধ্যমে, নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারো?

*উত্তর:- মায়ার তুফানকে ডোল্ট কেয়ার করো (পেরোয়া করো না) আর বাবা যে শ্রীমং প্রদান করেন, তাকে কখনোই ডোল্ট কেয়ার করো না (তুচ্ছ জ্ঞান করো না), তবেই তোমাদের অচল অটল স্থিতি হয়ে যাবে, স্থিতি সর্বদা সাক্ষী আর প্রফুল্লিত থাকবে। তোমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত, যে কখনোই কাঁদবে না। এমনকি মাতৃবিয়োগ হলেও হালুয়া খেও.... ।

*গীত:- তুমিই তো মাতা, পিতাও তো তুমিই.....

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনলো। সাধারণতঃ ভক্তিমার্গের লোকেরাই মন্দির ইত্যাদি স্থানে যান, তা শিবের মন্দির হোক কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির হোক, অথবা রাধাকৃষ্ণের কিংবা অন্য কোনো দেবী-দেবতার মন্দির হোক না কেন - সেখানে তারা যায় । সকল দেবী দেবতার সম্মুখে তাঁরা একই মহিমা কীর্তন করে যে - স্বমেব মাতাশ্চ, পিতা স্বমেব.... অতঃপর এও বলে যে - স্বমেব বিদ্যা দ্রবিশম.... অর্থাৎ তারা বলে যে - তুমি আমাদের মাতা পিতাও বটে আর শিক্ষকও বটে। বাস্তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা রাম-সীতাকে স্বমেব মাতাশ্চ, পিতা স্বমেব... বলা যায় না। তার কারণ, সত্যযুগে তাঁদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেবে, যারা তাদের মাতা পিতার জন্য এরকম গায়ন কখনোই করবে না। বাস্তবে এই মহিমা কীর্তন একমাত্র শিবের। ভক্তরা তাঁর মহিমা কীর্তন করে - দেব-দেব, মহাদেব... যার অর্থ হলো, ব্রহ্মা-বিশ্বুর শঙ্করেরও উপরে রয়েছে তাঁর স্থান। ভক্তিমার্গে এই কথার প্রকৃত অর্থ, কেউই বুঝতে পারেনা। এখন বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, তোমরা অনেক ভক্তি করেছে, এখন তোমরা আমার কাছ থেকে এই জ্ঞান গ্রহণ করো আর চিনে নাও, বুঝে নাও যে, সত্য কি আর মিথ্যা কি? বাচ্চারা, তোমরা এখন এ কথা বুঝতে পারো যে - বাবার বিষয়ে এবং দেবতাদের বিষয়ে যে সকল প্রচলিত মহিমা কীর্তন রয়েছে, সে সবই ভুল। এখন তোমাদেরকে আমি যা বুঝিয়ে দিই, কেবলমাত্র সেটাই সঠিক।

বাবা বুঝিয়ে দেন যে, এ হল উল্টো বৃক্ষ, এর বীজ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি উপরে থাকেন। তিনি চৈতন্যময় বীজরূপ তাই না! আর তোমরা হলে তাঁর সন্তান। অনেকেই এ কথা বলে যে - সব বীজের মধ্যেই আত্মা রয়েছে। কিন্তু সে সবই তো জড়। বাবাকে বলা হয় - মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্য বীজরূপ। এখন মানুষ গায়ন করে - হে গডফাদার! ... বলে। আত্মা, বৃক্ষকে তো তোমরা চৈতন্য জ্ঞানসাগর বলবে না। মানুষ এটুকু বোঝে যে, এ হলো বীজ। বীজে অবশ্যই বৃক্ষের জ্ঞান থাকবে। কিন্তু বীজ তো জড়মাত্র, তাই সে তা বলতে পারে না। যেকোনো বৃক্ষের ক্ষেত্রে মানুষ জানে যে, তার বীজ থাকে নিচে, তার থেকে সমগ্র বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। কল্প বৃক্ষ এবং বনিয়ান ট্র'র (শিবপুরের বট গাছ) তুলনা করা হয়। একটি হলো জড় আর অপরটি হল চৈতন্য। কলকাতায় বট গাছের এক বিশাল বড় বৃক্ষ রয়েছে। তার প্রধান কাণ্ডটি বিনষ্ট হয়ে গেছে, শুধুমাত্র শাখা প্রশাখা ডালপালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাউন্ডেশনটাই (মূল গাছ) নেই, আশ্চর্যজনক ব্যাপার, তাই না। এখন বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, এখন এই মনুষ্য সৃষ্টিকর্তা কল্প বৃক্ষেরও ফাউন্ডেশন আজ আর নেই। সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম অবলুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে, বাদবাকি সকল শাখা-প্রশাখা গুলি রয়ে গেছে। এখন কত মঠ, কত নানা মত ও পথ! এহল অসীম জগতের কল্প বৃক্ষ। অসীম জগতের বাবা এসে একথা বোঝাতে থাকেন। বাবা লেখেনও যে - শিববাবার বার্থডে হলো হীরের মতো। কারণ একমাত্র শিববাবাই আমাদেরকে কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য করে তোলেন, স্বর্গ গড়ে তোলেন। এখন ভারত কতটা কাণ্ডাল হয়ে গেছে। মানুষ শুধুমাত্র - আমি সেই, সেই আমি... বলতে থাকে, কিন্তু তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। আত্মাই হল পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই হল আত্মা - একথা শুধুমাত্র সন্ন্যাসীরাই দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা এই কথার প্রকৃত অর্থ জানো। তোমরা জানো যে - আমরাই সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েছি, তারপর আমরাই দেবতা হবো, পরবর্তীকালে আমরাই হবো ক্ষত্রিয়.... ইত্যাদি নানান বর্ণে আসতে থাকবো। আমরাই ছিলাম শূদ্র বর্ণের, এখন আমরা ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সকলের রচয়িতা। ব্রহ্মা-বিশ্ব শংকর সকল দেবতাদেরকেও তিনি রচনা করেছেন। এখন বাবা বসে বাচ্চাদেরকে ভালো করে কথা বুঝিয়ে দেন। তোমরা বলো - স্বমেব মাতাশ্চ, পিতা স্বমেব - সুতরাং ইনি (ব্রহ্মাবাবা)ও তো অবশ্যই আমাদের মাতা। বাবা এসে বাচ্চাদের মনোরঞ্জন করেন। ভক্তি মার্গে মীরা ভক্ত ছিলেন। সেটা হলো ভক্ত মালা। জ্ঞানমালাও রয়েছে। জ্ঞান মালার নাম হলো রুদ্রমালা।

রাবণের ভক্তি কেউই করেনা, তাই রাবণ মালা বলে কিছু নেই। রাম মালা রয়েছে। এখন সর্বোচ্চ রাবণের রাজত্ব চলছে, তবুও রাবণের মালাতে কেউই আসতে চায় না। ভক্তের মালা হয়, কিন্তু অসুরদের মালা হয় না। ভক্ত শিরোমণির মধ্যে এক তো রয়েছে মীরাবাই, তার শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন হতো। সমস্ত লোক লজ্জাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। সেকেন্দ নম্বরে শিরোমণি ভক্ত কে? নারদ। হ্যাঁ, তাঁরও গায়ন রয়েছে - দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। এসব কথা তো বসে তৈরি করা হয়েছে,। রিয়েল নয়।

বাবা বলেন, মেল-ফিমেল (নারী-পুরুষ) সকলেই হলো সীতা। সকলেই রাবণের শোক বাটিকাতে রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা নয়, এতো হলো ভারতেরই কথা। এক বাবাই হলেন সকলের সদগতি দাতা। তিনি যদি না থাকতেন, তাহলে ভারতের কানাকড়িও মূল্য থাকত না। এই ভারত ভূখণ্ডই একসময় সর্বাধিক পবিত্র ছিল, আবার সর্বাধিক পতিতও এই ভারত হয়। ভারতই সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান। ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধর্মের মানুষেরা নিজের নিজের ধর্মস্থাপকদের তীর্থস্থানে গমন করেন, তথাপি সকলের সদগতি দাতা সেই এক বাবা। ভারত হলো অবিনাশী ভূখণ্ড। বাবা বলেন - আমি এখানে এসে ভারতকে জীবনমুক্তি প্রদান করি আর বাদবাকি সকলকে মুক্তি প্রদান করি, আমি হলাম সকলের সংগতি দাতা। সত্যভূমি স্থাপন করেন একমাত্র বাবা। সত্যভূমিতে রাজত্ব করানোর জন্য তিনি বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন, নিজে কখনো সেখানে রাজত্ব করেন না। বাবা এসে বোঝাতে থাকেন যে - আমি কল্প-কল্প ধরে এখানে আসি ভারতকে সংগতি প্রদান করতে, বাদবাকি সকলকে গতি প্রদান করে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এই জগতের মনুষ্য মাত্র, প্রতিটি আত্মার মধ্যে অবিনাশী পাট ভরা রয়েছে। একেই বলা হয় - যা পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে, তাই ঘটে চলেছে....। মনে করো, কারোর লৌকিক পিতা দেহত্যাগ করেছেন, সেই আত্মা পুনরায় তার পরবর্তী জন্ম গ্রহণ করবে, তাহলে তাতে দুঃখী হয়ে ক্রন্দন কেন করো? শুধুমাত্র সাক্ষী হয়ে দেখো। এ হলো অবিনাশী ড্রামা, এতে ক্রন্দনের প্রয়োজন নেই। ঘর-গৃহস্থে ব্যবহারিক জীবনে তো বসবাস করতে হবে। মাতৃবিয়োগেও হালুয়া খাও, স্ত্রীবিয়োগেও হালুয়া খাও। যারা ঘর-গৃহস্থে ব্যবহারিক জীবনে বসবাস করে, এসব কথা তাদের জন্যই প্রযোজ্য। তোমাদের এমন অচল স্থিতি তৈরি হওয়া দরকার, যাতে কোনো পরিস্থিতিতেই বিন্দুমাত্রও দুঃখ অনুভূত না হয়। অসীম জগতের বাবাকে সর্বদা স্মরণ করতে থাকো। যেমনভাবে অঙ্গদকে রাবণ বিন্দুমাত্রও স্থানচ্যুত করতে পারেনি, তোমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনই অচল অটল হতে হবে। মায়া বড়ই দুষ্টুর। তোমরা স্টেরিয়াম থাকো। মায়ার যত বড় ঝড়ই আসুক না কেন, ডোল্ট কেয়ার, (পরোয়া করো না) ঘাবড়ে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না। পুরুষার্থ করে নিজের স্থিতি তৈরি করতে হবে। এসব কথা খুব ভালোভাবে বোঝানো হয়। এখন তোমরা জানো যে, তোমরা সকলেই হলে পার্বতী আর শিববাবা তোমাদেরকে এই অমর কথা শোনাচ্ছেন। অমরলোকে রয়েছে আদি মধ্য এবং অন্তকাল ধরে বিরাজমান সুখ। এই মৃত্যুলোকে আদি মধ্য এবং অন্তকাল ধরে শুধুমাত্র দুঃখই রয়েছে। সমস্ত পূজা পার্বণ উৎসব এই সময়েরই। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদিদের কোনো পূজা পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠান হয় না। তারা কি সার্ভিস করে। তোমরা ব্রাহ্মণেরা অনেক সার্ভিস করছো। দেবতাদের আত্মাকে সোশ্যাল ওয়ার্কার (সমাজসেবী) বলা হয় না - না দৈহিক, না আত্মিক। আর এখন তোমরা হলে আত্মিক এবং দৈহিক - ডবল সোশ্যাল ওয়ার্কার।

আচ্ছা, নষ্টমোহ হওয়ার জন্য মানুষের অনেক পরিশ্রম লাগে, কারণ তাদের কাছে কোনো এইম অবজেক্ট (জীবনের প্রধান লক্ষ্য) বলে কিছু নেই। এখানে তো তোমাদের অনন্ত প্রাপ্তি হয়ে থাকে সুতরাং তোমাদেরকে তো অনেক বেশি নষ্টমোহ হয়ে ওঠা উচিত। একমাত্র বাবার সাথে যোগ যুক্ত হয়ে থাকতে হবে - বাবা, আমার মিষ্টি মিষ্টি বাবা, তোমাকে আমরা পুরোপুরি জেনে গেছি, আগে শুধুমাত্র কথার কথা গডফাদার বলতাম, এখন তো তুমি নিজে এসেছো পুনরায় স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করতে, এই কলিযুগ কবরখানায় পর্যবসিত হতে চলেছে, সেই জন্য আমরা এখন এই মৃত্যুলোককে কেনই বা স্মরণ করব। বাবা বলেন যে - এই কবরখানার মধ্যে থেকে, ঘর গৃহস্থের ব্যবহারিক জীবনে বসবাস করেও, আমাকে স্মরণ করো। এতো খুবই সহজ কথা। যেমন ভাবে ভক্তিমার্গে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে থাকেন, তাদের বুদ্ধি চারিদিকে কাজকর্ম ব্যবসা পত্র ইত্যাদিতে ধাবিত হতে থাকে। মন যেন এক লাগামছাড়া পাগলা ঘোড়ার মতো যেদিকে খুশি ধাবিত হতে থাকে। বাবা বলেন, জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্ম করার সময় বুদ্ধিযোগ আমার সাথে যুক্ত করো। আমার স্মৃতিতে থাকলে তোমাদের অনন্ত প্রাপ্তি লাভ হবে। বাদবাকি সকলের থেকেই যে প্রাপ্তি হয়, তা স্বল্প সময়ের জন্য। ভক্তি মার্গে তোমরা নবধা ভক্তি করেছো, আচ্ছা, তারপর কি পেলো? শুধুই তার এক ঝলক দর্শনলাভ করলে, ব্যস্ মুক্তি-জীবনমুক্তি তো পেলো না। এখন বাবা বলেন, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। স্বর্গে তো মাতৃগর্ভও মহলের মতো আরামদায়ক হয়, এখন এখানে তো মাতৃগর্ভ জেলের (কারাবাসের) সমান। মানুষ এখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কত জাঁকজমক করে পালন করে। তোমাদেরকে শুধুমাত্র সেই উৎসব পালন করলে চলবে না বরং সকলকে বোঝাতে হবে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কখন হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায় রয়েছেন? তোমরা জানো যে, এখন তোমরা শ্রীকৃষ্ণপূরীর মালিক

হয়ে ওঠার জন্য পড়াশোনা করছে, বাবার কাছে বসে রয়েছে। বাবার কাছে কি কেউ হাতজোড় করে যায়? টিচার যখন পড়ায়, তখন কি তার কাছে হাতজোড় করতে হয়, নাকি তার মহিমা কীর্তন করতে হয়? টিচারের কাছে শুধু পড়াশোনা করতে হয়। বাচ্চারা, কখনো তাদের পিতাকে ঋণে ঋণে হাতজোড় করে নাকি? এখন তোমরা ঘরে রয়েছে। তোমরা বুঝতে পারো যে ইনি আমাদের পিতাও বটে, আবার পতিত পাবনও। এই সময় ৫ বিকারের গ্রহণ লেগেছে, তাই তোমরা একেবারে কালো হয়ে গেছে। ৫ বিকার তোমাদেরকে কালো করে দিয়েছে। সত্যযুগে তোমরা গৌর ছিলে সুন্দর ছিলে, এখন তোমরা সকলেই শ্যাম হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সুন্দর, এখন তিনি হলেন শ্যাম। কতোবার শ্যাম আর সুন্দর হয়েছিল! এখন যা কংসপুরী, পরবর্তীকালে তাই হয়ে যাবে শ্রীকৃষ্ণপুরী। আর সেই কৃষ্ণপুরী তারপর কংসপুরী হয়ে যায়।

তোমরা আত্মারাই তো ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। বলা হয়ে থাকে ব্রহ্ম তত্ত্ব। অহম্ ব্রহ্ম - এই কথাও ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা হলে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তোমাদের সিংহাসন হলো ব্রহ্মাণ্ড। বাবা বলেন - আমি তো ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হয়েই আছি। তোমরা আত্মারাও বলে থাকো যে - প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডই হলো আমাদের দেশ। ওখানে তোমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে বিরাজ করো। যখন তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হয়ে উঠবে, তখন তোমরা সমগ্র বিশ্বেরও মালিক হয়ে যাবে। বাবা বলেন - আমি তো শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ডেরই মালিক। যে পুরো ৮৪ টি জন্মগ্রহণ করেছে, আমাকে সেই পুরাতন শরীরে আসতে হয়। বাচ্চাদেরকে খুব ভালোভাবে ৫-৬ বার ধরে মুরলী পড়া দরকার অথবা শোনা দরকার, তাহলেই তা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারবে আর খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। মায়া ঋণে ঋণে বাবার স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়। এতে কোনোরকম জোর জবরদস্তি করার দরকার নেই। যখন এতটুকুও ফুরসৎ পেলে, সময় পেলে, আচ্ছা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কচ্ছপের উদাহরণ দেওয়া হয়। সবচেয়ে উত্তম সময় হলো - অমৃতবেলার সময়। সারাদিন তার প্রভাব থেকে যায়। বাচ্চাদেরকে এ কথাও বোঝানো হয় যে - যিনি আমাদেরকে খাওয়াচ্ছেন, যিনি অন্নদাতা, আগে তাঁকে খাইয়ে তারপর খেতে হবে। যখন শিববাবার যজ্ঞের ভান্ডারা থেকে ভোজন করছে, তাহলে প্রথমে তাকে ভোগ অর্পণ করতে হবে। এই সবকিছুই সূক্ষ্মবতনে সাক্ষাৎকার হয়। এইসবই ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তোমাদেরকে শিববাবাকে ভোগ অর্পণ করতে হবে। তিনি তো নিরাকার। গাওয়াও হয়ে থাকে দেবতাদের বিষয়ে যে - দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজনের আকাঙ্ক্ষা রাখতেন। কারণ তোমরা ব্রহ্মা ভোজন গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়ে উঠছো। সূক্ষ্মবতনে দেবতারা আসেন, জলসা বসে - এই সব হলো আনন্দ উৎসব আর খেলাধুলা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রূপে এইম অবজেক্ট মনে রেখে নষ্টমোহ হতে হবে। এই কবরখানাকে ভুলে গিয়ে, একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মিক এবং শারীরিক সেবা করতে হবে।

২) যিনি খাওয়াচ্ছেন, তাঁকে খাইয়ে তারপর খেতে হবে। অমৃতবেলার সময় অতি উত্তম, তাই সেই সময় উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মুরলী ৫-৬ বার অবশ্যই শুনতে অথবা পড়তে হবে।

বরদানঃ:- অলৌকিক স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করে, সদা সমর্থ আত্মা ভব ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ অলৌকিক হীরে তুল্য অমূল্য জীবন। এই অলৌকিক জীবনের স্মৃতিতে থাকলে কিংবা অলৌকিক স্বরূপে স্থিত হয়ে থাকলে, কখনোই সাধারণ আচার আচরণ অথবা সাধারণ কর্ম হতে পারে না। যে কর্মই করো না কেন তা অলৌকিকই হবে, তার কারণ মনে যে রকম স্মৃতি জাগ্রত হয়ে থাকবে, তার স্থিতিও সেইরকমই হবে। স্মৃতিতে যেন সর্বদাই এক বাবা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেউ না থাকে। সুতরাং বাবার স্মৃতি সদা সমর্থ করে তুলবে, সেইজন্যই প্রতিটি কর্ম হয়ে উঠবে শ্রেষ্ঠ এবং অলৌকিক।

স্লোগানঃ:- স্ব - উল্লিতির যথার্থ চশমা পরে নিলে তবে সকলের বিশেষত্বই দেখতে পাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;